প্রত্যাবর্তন

(মিনার্ভা মঞ্চে অভিনীত সামাজিক নাটক)

প্রশান্ত চৌধুরী

শ্রীগুরু লাইব্রেরী
২০৪, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৬

উৎসর্গ

পিসিমা ও ছোটকাকা (শ্রীনলিনাক্ষ চৌধুরী)-কে

শ্রদ্ধার সঙ্গে--

১৫।১এ ঝামাপুকুর লেন,
কলিকাতা-৯

প্রশান্ত

এই লেখকের—

ঘণ্টাফটক (উপন্যাস)
মাটকোঠা ,,
লালপাথর ,,
উত্তরণ ,,
মেঘডম্বর ,,
স্বগতোক্তি ,,
সমান্তরাল ,,
ছুট (কিশোর উপন্যাস)
কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ (ছোটদের নাটিকা)

পরিচয় লিপি

মহিমারঞ্জন	—	প্রৌঢ় অসুস্থ জমিদার
নায়েব	—	ঐ নায়েব
দয়াল	—	ঐ সমবয়সী পুরাতন ভৃত্য
চিন্ময়	—	তরুণ ডাক্তার
জনার্দন রায়	—	প্রৌঢ় হোমিওপ্যাথ্
দুলাল	—	গ্রামের সরল আদর্শবাদী যুবক
অজয়	—	দুষ্টচরিত্রের ফন্দীবাজ যুবক
কেতু চরণ লক্ষ্মণ	-	চাষী প্রজা
কেদার	—	কম্পাউণ্ডার
সুব্রত	—	চিন্ময়ের মাদ্রাজ-প্রবাসী বন্ধু
রামসিং	—	দারোয়ান
কেলো	—	জনার্দনের ভৃত্য
১ম যুবক ২য় যুবক	—	চাকুরী-প্রার্থী ডাক্তারদ্বয়
নারায়ণী	—	দুলালের মাতা
সুনন্দা	—	জনার্দনের কন্যা
মালতী	—	ভূতপূর্বা নার্স
রাঙাবৌ	—	চরণের দজ্জাল বৌ

মিনার্ভা থিয়েটারে

প্রথম অভিনয়—২২শে অগ্রহায়ণ (ইং ৮ই ডিসেম্বর, ১৯৫৬)।

প্রযোজনা	—	কৃষ্ণরমণ কুণ্ডু
পরিচালনা	—	ভবেন পাল
সুরযোজনা	—	পরেশ ধর
তরজা-রচনা	—	প্রশান্ত চৌধুরী
আলোকনিয়ন্ত্রণ	—	কাশীনাথ পাল
শিল্পনির্দেশক	—	শিবনারায়ণ ঘোষ
রূপসজ্জা	—	অমূল্যচরণ দাস
মঞ্চ-ব্যবস্থাপনা	—	মিলনকুমার দত্ত
স্মারক	—	অমূল্য ব্রহ্ম ও কানাই চট্টোপাধ্যায়
শব্দক্ষেপণ	—	বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়

অভিনয়

জনার্দন	—	প্রশান্ত চৌধুরী
দুলাল	—	ভবেন পাল
মহিমারঞ্জন	—	হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়
		(পরে) অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়
চিন্ময়	—	সলিল দত্ত
সায়েব	—	অবিনাশ দাস
দয়াল	—	নকুল গাঙ্গুলী

অজয়	—	রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়
কেতু	—	কমল মজুমদার
চরণ	—	রাধারমণ পাল
লক্ষ্মণ	—	সনৎ বন্দ্যোপাধ্যায়
কেদার	—	শান্তি চক্রবর্তী
সুব্রত	—	রথীন ঘোষ
১ম ডাক্তার	—	প্রিন্স চৌধুরী
২য় ডাক্তার	—	নিশীথ ঘোষ
মতি খুড়ো	—	বিদ্যুৎ চট্টোপাধ্যায়
রাম সিং	—	গোপাল দাস
কেষ্টো	—	অনিল বন্দ্যোপাধ্যায়
মানিক	—	মানিক চট্টোপাধ্যায়
পচু	—	মদন বন্দ্যোপাধ্যায়
সুনন্দা	—	সুদীপ্তা রায়
মালতী	—	গীতশ্রী দেবী
রাঙা বৌ	—	লীলাবতী (করালী)
নারায়ণী	—	লীনা দেবী

পরিবর্তক-অভিনেতা

ঋষি চৌধুরী (জনার্দন), প্রকাশ দত্ত (নায়েব), অজিত দত্ত (কেদার)

এবং

অমূল্য মিত্র, নির্মল রায়, নবেন্দু দাস, আনন্দ সাহা, গীতা রায়, মেনকা বসু, প্রফুল্ল কাঞ্জিলাল, সাধনবন্ধু চ্যাটার্জী প্রভৃতি ।

বিভিন্ন বিভাগীয় কর্মীবৃন্দ

আবহ সঙ্গীতে :—সতীশ দত্ত (হারমোনিয়ম), ফণীভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (ক্ল্যারিওয়নেট), প্রভাস দাস (বেহালা), নিমাই বন্দ্যোপাধ্যায় (বাঁশী), গোপাল দাস (তবলা), দুর্লভ ঘড়ুই (ঢোল)।

রূপসজ্জায় :— বিজয় ঘোষ, গদাই দাস ও সরযুবালা দে।

মঞ্চ সজ্জায় :— কানাই দাস, ভানু মণ্ডল, কেষ্ট দাস, রামকৃষ্ণ ঘোষ, কালিদাস দাস, গোপাল দাস, মোহন দাস ও বেণুপদ চিত্রকর।

আলোক নিয়ন্ত্রণে :—ওয়াদিয়া রহমান, নিমাই রায়, ভোলানাথ পাল, ক্ষেত্রমোহন ঘোষ, শক্তিপদ ঘোষ, গোপীনাথ সেন।

———

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

(সকাল। কল্মিতলা গ্রামের জমিদার মহিমারঞ্জন চৌধুরী সদর-ঘর। চেয়ার-টেবিলের সঙ্গে জাজিম-বিছানো তক্তাপো এবং তাকিয়াও আছে। দেওয়ালে ঝুলছে পূর্বপুরুষদের অয়েল পেণ্টিং। উপরের কড়িকাঠ থেকে ঝুলছে পুরোনো আমলে আলোর ঝাড়।

পর্দা উঠতেই দেখা গেল, গোল একটি পাথরের টেবিলে দু-দিকে বসে আছে টাই-স্যুট আঁটা দুটি ফিটফাট বাঙালী যুবক আর একটু তফাতে একটি জানালার ধারে একটি চেয়ারে বসে ইংরিজি একখানি জার্নালের মধ্যে ডুবে আছে একটি ব্যক্তি। জার্নালের আড়ালে তার মুখ ঢাকা পড়ে গেলেও হাত-পায়ের গড়ন ও রং দেখে মনে হয়, লোকটি বয়সে যুবক এবং সুদর্শন।

ঘরের বাইরে থেকে একটা যেন কলরব ভেসে এল কিছুক্ষণের মধ্যেই নায়েবমশাই ঢুকলেন দুটি চাষী-প্রজার সঙ্গে কথা কইতে কইতে।)

নায়েব। ওসব একঘেয়ে কথা শুনতে আর ভাল লাগছে না লক্ষ্মণ।

(নায়েবমশাইয়ের প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই ফিট্-ফাট্ যুবক ছুটি যুক্তকরে নমস্কার জানায়। অপর যুবকটিও। প্রতি-নমস্কার জানিয়ে নায়েব বলেন,—)

নায়েব। অসুবিধে হচ্ছে না তো?

১ম যুবক। ওঃ, নো নো। উই আর কোয়াইট্ কম্ফর্টেবল্ হিয়ার।

(নায়েব বসেন নিজের আসনে। চাষী প্রজাছুটি একপাশে দাঁড়িয়ে থাকে।)

নায়েব। আমরা পাঁচজনকে ডেকেছিলুম ইন্টারভিউ-এ। মনে হচ্ছে, বার দুজন বোধহয় আর এলেন না। এলে ষ্টেশনেই দেখা হয়ে যেত নশ্চয়ই।

২য় যুবক। নিশ্চয়ই।—যেমন এই আমাদের তিনজনের দেখা হয়ে গল! দেখা হওয়া ছাড়া উপায় কি বলুন না। ট্রেন তো ঐ একটাই।

১ম যুবক। এক্স্যাক্ট্লি।—আচ্ছা, আসবার সময় রাস্তার বাঁ-ধারে একটি বেশ বড় পুরনো বাড়ী দেখলুম সাদা রং-এর,—ওটি কি…………

নায়েব। ওটি ছিল স্কুল। আমাদের জমিদারবাবুর বাবার আমলের।—আজকাল গ্রাম তো ফাঁকা হয়ে গেছে,—ছাত্র নেই;—ওরই একটা ঘরে অঘোরপণ্ডিতের পাঠশালা বসে,—বাকি ঘরগুলোয় শেয়াল-কুকুরের বাসা।

২য় যুবক। তা' ওগুলো সংস্কার কোরে আবার ঠিক্‌ঠাক্ কোরে নেন না কেন?

নায়েব। সে উৎসাহ কোথায়?—আপনাদের মধ্যে একজন তো এখানে ডাক্তার হয়ে থাকবেন; তখন ধীরে ধীরে বুঝবেন, কেন হয় না,—কোথায় বাধা, কোথায় আলস্য, কেন আলস্য।

১ম যুবক। আমাদের ইন্টারভিউ কি এবেলাই হবে?—যদি দেরী থাকে, তাহলে না হয় একটু এধার-ওধার ঘুরে আসা যেত।

নায়েব। আজ্ঞে না,—দেরী হবে না। জমিদারবাবু পূজোর ঘরে আছেন,—আমি তাঁকে খবর পাঠিয়ে দিয়েছি। ততক্ষণ এই এদের (চাষীদের) সঙ্গে গোটাকতক কথা সেরে নিয়ে আমি একটু পরেই আপনাদের নিজেই সঙ্গে কোরে নিয়ে যাব ওপরের লাইব্রেরী ঘরে।

২য় যুবক। ঠিক আছে। ব্যস্ত হবার কিছু নেই।

(নায়েবমশাই এবার ঐ চাষী প্রজাদুটির দিকে এগিয়ে যান।)

নায়েব। হ্যাঁ, যে কথা বলছিলুম।—ওসব একঘেয়ে কথা শুনতে আর ভাল লাগছে না লক্ষ্মণ। দিন কয়েকের মধ্যেই খাজনার টাকা-কটার ব্যবস্থা করে দে বাপু।

লক্ষ্মণ। (চীৎকার করে ওঠে) নায়েবমশাই, তুমি তো এর আগে এমন লোক ছিলে না গা। এর আগে কতবারই তো তুমি খাজনা ছেড়ে দেছ।

নায়েব। কতবার ছেড়েছি বলে কি চিরকালই ছাড়তে হবে নাকি? —জমিদারীটা কি আমার? না, আমি ছেড়ে দেবার কত্তা?

লক্ষ্মণ। (চেঁচিয়ে) অতশত জানিনে কত্তা।—এর আগে আগে মিথ্যে ওজর কোরে কত মাফ্ পেয়েছি; আর, এবারে সত্যি মুস্কিলে পড়েছি, তবু তুমি ছাড়বে না?

(ঠিক এই মুহূর্তে ঘরে প্রবেশ করেন জমিদার মহিমারঞ্জন চৌধুরী। দীর্ঘ দেহ। প্রৌঢ় বয়স। পরনের তসরের থান, গায়ে তসরের চাদর, গলায় পদ্মবীজের মালা, কপালে শ্বেতচন্দনের ফোঁটা, পায়ে কাঠের খড়ম।)

মহিমারঞ্জন। কে ওটা অমন কোরে চ্যাঁচাচ্ছে গো নায়েব?

(জমিদারকে এমন ভাবে নীচের তলায় নেমে আসতে দেখে অবাক্ হয়ে যান নায়েবমশাই। চাষী প্রজারা আভূমি নত হয়। ফিট্‌ফাট্ যুবকদ্বয় শশব্যস্তে উঠে দাঁড়ায়। তৃতীয় যুবকটি কিন্তু জমিদারের আবির্ভাব টেরও পায়নি। তেমনি ডুবে আছে সে জার্নালে। নায়েব তাড়াতাড়ি বলেন,—)

নায়েব। আজ্ঞে ওর নাম লক্ষ্মণ, লক্ষ্মণ দাস। আমাদের চকদিঘির প্রজা।—কিন্তু আপনি আবার নীচে নামতে গেলেন কেন?

(জাজিম পাতা তক্তাপোষের দিকে এগিয়ে আসতে আসতে জমিদারবাবু তখন তাকিয়ে দেখছেন ঘরের চতুর্দিকে।)

মহিমারঞ্জন। ওঃ! কতদিন পরে আবার এ ঘরে ঢুকলুম বল তো নায়েব? সব যেন নতুন নতুন লাগছে।

(তক্তাপোষে বসেন মহিমারঞ্জন। ততক্ষণে এ-বাড়ীর পুরাতন ভৃত্য এবং জমিদারের নিত্য-সঙ্গী দয়াল ঢুকে এসেছে আলবোলা নিয়ে। আলবোলার নলটি জমিদারের হাতে তুলে দিয়ে তাকিয়াটা পিঠের দিকে এগিয়ে দেয় সে সযত্নে। মহিমারঞ্জনের চোখ পড়ে দণ্ডায়মান যুবকদ্বয়ের দিকে।)

মহিমা। বোসো, বোসো।

(তারপর নায়েবের দিকে ফেরেন।)

মহিমা! এঁরা? এই ভদ্রলোকেরা?

নায়েব। কলকাতা থেকে এসেছেন এঁরা।—সেই যে কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছিল ডাক্তারের জন্যে,—এঁরা তিনজন এসেছেন ইণ্টারভিউ দিতে।

মহিমা। ওঃ!—তা' ঐ ব্যাটা শক্রয়টি অমন ষাঁড়ের মত চেঁচাচ্ছিল কেন?

নায়েব। আজ্ঞে শত্রুঘ্ন নয়,—লক্ষ্মণ। লক্ষ্মণ দাস।

মহিমা। এদিকে আয়।

(লক্ষ্মণ ভয়ে ভয়ে এগিয়ে এসে দাঁড়ায়)

মহিমা। চ্যাঁচাচ্ছিলি কেন? কি করিস?

নায়েব। আজ্ঞে চাষ করে।

(লক্ষ্মণের গলায় খঞ্জুনি ঝুলছিল, সেই দিকে নজর পড়ে জমিদারের।)

মহিমা। তা' গলায় ও-দুটি কি ঝুলছে?—খঞ্জুনি?—খঞ্জুনি দিয়েই কি মাটি কোপাস্ না কি রে?

লক্ষ্মণ। আজ্ঞে—

মহিমা। গান করিস?—উঁ?—তা' কর্ কর্, শুনি কেমন গান করিস তুই।—ভাল মার নামের গান জানিস?

(লক্ষ্মণ ঘাড় নেড়ে জানায়—হ্যাঁ।)

মহিমা। বাঃ! বাঃ!—গা তো বাবা শুনি।

(লক্ষ্মণ রামপ্রসাদী গান করে। শুনতে শুনতে অশ্রু গড়িয়ে পড়ে জমিদারের চোখে। গান সুরু হতেই ধ্যানভঙ্গ হয় তৃতীয় যুবকটির। ইতিমধ্যে কখন যে জমিদারের প্রবেশ ঘটেছে, কখন যে এত কাণ্ড হয়ে গেছে, কিছুই টের না পাওয়ার জন্যে সে কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করে, কেমন যেন লজ্জিত হয়ে ওঠে। গান শেষ হতেই জমিদার চোখ মোছেন চাদরের প্রান্ত দিয়ে।)

মহিমা। বেঁচে থাক্ বাবা, বেঁচে থাক্।—আহা আশীর্বাদ করি তোকে।—তা' হ্যাঁরে বাবা,—নায়েবকে তখন কি বলছিলি বল্ তো?

নায়েব। বলবে আর কি,—ওদের মুখে কি আর সেই এক ছাড়া দুই বাক্যি আছে?—'খাজনাটা মাফ্ করুন'।

মহিমা। তা' করো করো।—আহা ও' বড় ভাল্ মার নামের গান করলে।

নায়েব। আজ্ঞে, এর আগে অনেকবার ছাড়া হয়েছে ওকে।

মহিমা। তা' এবারেও না হয় একবার ছাড়লে।—যা, যারে,—মাফ্ করে দিলুম খাজনা।

(লক্ষ্মণ উজ্জ্বল মুখে দণ্ডবৎ কোরে চলে যায়। সেদিকে দৃকপাত নেই মহিমারঞ্জনের। তাঁর দৃষ্টি পড়েছে তখন দ্বিতীয় চাষীর দিকে।)

মহিমা। আর তুই কে রে?

(ক্ষেতু উঠে দাঁড়ায়)

ক্ষেতু। আজ্ঞে আপনার ছিচরণের দাস ক্ষেত্তরগোপাল।

(ক্ষেতু প্রণাম জানায়।)

মহিমা। তোমার বক্তব্য?

নায়েব। আর কি,—ঐ একই।—ফসল হয়নি ভালো……

ক্ষেতু। আজ্ঞে না নায়েব মশাই, মিথ্যে কেন বলবো? ফসল এবার ভালই হয়েছিল। টাকাও কিছু তুলেছেলাম ঘরে। আজ ভেবেছেলাম খাজনার টাকা-কটা দে যাব আপনাদের কাছে।

মহিমা। তা' হঠাৎ তার ব্যতিক্রম হল কেন?

ক্ষেতু। কাল রেতে খেয়ে দেয়ে ঘুমিয়েছি;—কী কালঘুমেই যে পেয়েছেল, চোরে সিঁদ কেটে আমার সব টাকা নিয়ে গেছে হুজুর। এবারটা দয়া না করলে—

(অকস্মাৎ ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন জমিদার।)

মহিমা। চাষ্কে ব্যাটার পিঠের ছাল তুলে দাও নায়েব। কোন কথা শুনতে চাই না,—খাজনা আমার চাই-ই।

ক্ষেতু। হুজুর, বিশ্বাস করুন। কাল রাতে ঘুমন্ত অবস্থায় আমার যথাসর্বস্ব চুরি গেছে।

(ক্রোধে যেন ফেটে পড়েন জমিদার।

মহিমা। এত ঘুম! এত নিশ্চিন্ত, এত গাঢ় ঘুম তোদের যে, চোরে এসে সিঁদ কেটে সব চুরি করে নিয়ে গেল, তবু কারুর ঘুম ভাঙলো না?

ক্ষেতু। আজ্ঞে না হুজুর।

(চিৎকার কোরে ওঠেন জমিদার।)

মহিমা। চাবকে পিঠের চামড়া লাল করে দেব উল্লুক! কার সামনে দাঁড়িয়ে তুমি কথা বলছো জানো না? নায়েব, বলে দাও—এত ঘুম নিয়ে এ-গ্রামে বাস করা চলবে না। ঘুম!—ঘুম!!—এত ঘুম!!!—দূর কোরে দাও, দূর কোরে দাও ওকে।—চাবকে বের করে দাও।

(নায়েব ক্ষেতুকে নিয়ে বেরিয়ে যান। মহিমারঞ্জন চোখবুজে কাঠের মতো বে'সে হাঁফাতে থাকেন। ক্ষেতুকে বাইরে পাঠিয়ে দিয়ে নায়েবের পুনঃ প্রবেশ।)

মহিমা। দয়াল, একটু জল। (তারপর কিছুক্ষণ চুপ কোরে থেকে) আর নায়েব, ওর খাজনাটা মাফই করে দিও।

(দয়ালের প্রস্থান)

মহিমা। নায়েব,—খেতে পায় না, ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত, দুঃখ কষ্টের সীমা নেই—তবু কোথা থেকে ওদের এত ঘুম আসে বলতে পারো?—এত গভীর গাঢ় ঘুম যে, একটা গোটা মানুষ এসে ঘরে ঢুকে সব চুরি করে নিয়ে গেল, তবু কেউ টের পেল না!—কী অন্যায়!

(জলের গ্লাস সহ দয়ালের প্রবেশ।
জল পানান্তে জমিদার একটু সুস্থ হতেই নায়েব
কাজের কথা পাড়েন।)

নায়েব। এই ভদ্রলোকদের কথা একটু আগে আপনাকে বলছিলুম—

মহিমা। হ্যাঁ, হ্যাঁ,—তখন ভাল কোরে শোনাই হল না। কে যেন ওঁরা?

নায়েব। আজ্ঞে সেই ইণ্টারভিউ...

মহিমা। ওঃ এঁরাই সেই ডাক্তারবাবুরা,—না?

নায়েব। আজ্ঞে হ্যাঁ।

(জমিদার এবার যুবকদের দিকে ফেরেন।)

মহিমা। আমার একটি ডাক্তারের বড় প্রয়োজন, বুঝলেন? আমার বাবার আমলের একটা দাতব্য চিকিৎসালয় ছিল, লোকের অভাবে সেটা প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে। সেইটাকে আবার চালু করবার ইচ্ছে আছে। আর ঐ নায়েব আর দয়াল,—ওরা আমার এই ঘুণধরা শরীরটাকেও চালু করতে চায় সেই সঙ্গে। কিন্তু মুস্কিল হয়েছে কি, আমার প্রয়োজন হচ্ছে একটি মাত্র ডাক্তারের;—জানেন।

২য় যুবক। আজ্ঞে জানি বৈকি। খবরের কাগজের বিজ্ঞাপনে তা তো স্পষ্ট করেই লেখা ছিল।

মহিমা। তোমরা এসেছ তিনজন সেই কতদূর কলকাতা থেকে কত পরিশ্রম করে,—অথচ আমাকে তো সেই একজনকেই বাছাই কোরে নিতে হবে।

নায়েব। বলছিলুম কি,—আপনি আপনার লাইব্রেরী ঘরে বসবেন চলুন,—আমি এঁদের নিয়ে যাচ্ছি একটু পরেই।

মহিমা। কেন নায়েব?—ইণ্টারভিউ-এর কাজটা এই ঘরেই সেরে নিলে হয় না?—এ-ঘরটা মন্দ কি?—তোমরা কি বলো?

১ম যুবক। Quite good!

মহিমা। আচ্ছা, তাহলে, এবার আমরা ইণ্টারভিউ-এর কাজটা

আরম্ভ করতে পারি।—দয়াল, তুই ভেতরে গিয়ে ততক্ষণ আমাদের সকলকার জলখাবারের বন্দোবস্ত কর্। আমার লাইব্রেরী ঘরে,—বুঝলি?—(ডাক্তারদের)—আজ সবাই একসঙ্গে খাওয়া যাবে,—কি বলো?

(দয়াল চলে যায়। মহিমারঞ্জন কি ভেবে প্রথমেই তৃতীয় যুবকটীর প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করেন।)

মহিমা। আচ্ছা, প্রথমে আপনি আসুন তো দয়া কোরে একটু আমার কাছে।

চিন্ময়। আমি?

মহিমা। আজ্ঞে হ্যাঁ।—আপনি।

চিন্ময়। (কাছে এসে বসতে বসতে) আমাকে আবার 'আপনি' কেন?

মহিমা। যখন ঢুকলুম ঘরে, সকলে উঠে দাঁড়ালো,—একটি লোক শুধু দাঁড়ালেন না। নায়েব যখন পরিচয় করিয়ে দিচ্ছিল, হাত তুলে সবাই নমস্কার করলো,—একটি লোক শুধু করলেন না। তাঁকে 'আপনি' না বোলে 'তুমি' বলবে—জমিদার মহিমারঞ্জন চৌধুরীর এত বড় বুকের পাটা তো নেই!—কি করা হয়?

চিন্ময়। আপনাদের বিজ্ঞাপন দেখে অ্যাপ্লাই যখন করেছি,—তখন নিশ্চয়ই ডাক্তারী।

মহিমা। উঁ।—নাম?

চিন্ময়। চিন্ময়কুমার।

মহিমা। পিতা?

চিন্ময়। নেই।

মহিমা। মাতা?

চিন্ময়। নেই।

মহিমা। স্বাবলম্বী?

চিন্ময়। হবার চেষ্টা করছি।

মহিমা। ডাক্তারের রেজিস্টার্ড নম্বরটি পেয়েছেন ক'বছর হ'ল?

চিন্ময়। দু'বছর।

মহিমা। এম. বি.-তে রেজাল্ট্‌ হয়েছিল কেমন?

চিন্ময় গোল্ড মেডেল্‌ পেয়েছিলুম।

মহিমা। উঁ!—দেখি হাতটা।

চিন্ময়। হাত দেখাটা আমাদের কাজ বলেই তো জানতুম। নাড়ী দেখে ডাক্তার নির্বাচন—এই প্রথম শুনলুম।

(মুঠো কোরে হাত বাড়ালো)

মহিমা। তুমি একটি আনাড়ি।—মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল,—'আপনি' একটি আনাড়ি।—হাত মানে সব সময় নাড়ি নয়। মুঠোটি খুলুন। বুড়ো মানুষটিকে একেবারে ঘুসিটি না দেখিয়ে চড়টাই না হয় দেখান।

(চিন্ময় মুঠো খোলে। জমিদার হাত দেখা সুরু করেন। এবং দেখতে দেখতে চোখ দুটি তাঁর উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।)

মহিমা। নায়েব,—ভদ্রলোকের যশোরেখাটি দেখেছ!—দেখে যাও, দেখে যাও,—এমন অদ্ভুত যশোরেখা বড় সহজে মেলে না হে।

(নায়েব কাছে আসেন।)

চিন্ময়। আপনি দয়া কোরে ইন্টারভিউটা সুরু করবেন কি?

(চিন্ময়ের মুখের দিকে তাকান জমিদার।)

মহিমা। এটা তবে করছি কি হে?—দেখ নায়েব, ডাক্তারদের সবচেয়ে বড় জিনিস হচ্ছে যশোভাগ্য। সাদা বাংলায় যাকে আমরা বলি, —হাতযশ। সেই হাতযশ যে চিকিৎসকের নেই, তার বিদ্যেবুদ্ধি সবই

নিষ্ফল,—বুঝলে?—তোমার যশোভাগ্যটি বেশ জোরালো হে।—শুধু যশোভাগ্যই নয়, অর্থভাগ্যও চমৎকার।—বড় জোরালো হাত হে তোমার!

চিন্ময়। আপনি কিন্তু বার পাঁচেক আমাকে 'তুমি' বলে ফেলেছেন।

মহিমা। (চেঁচিয়ে) বেশ করেছি—বে-এ-এ-শ করেছি। চলো তো হে ছোক্‌রা ভেতরে। তখন থেকে বড্ড চ্যাটাং চ্যাটাং কথা বলছো।—এসো—এসো।—

(টেনে নিয়ে যাবার উপক্রম)

চিন্ময়। (কিছুদূর এগিয়ে) আপনি আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন?

মহিমা। বুঝতে পারছো না,—ভেতরে।

(হস্তধারণ)

চিন্ময়। আপনি কি আমাকে জোর করে ভেতরে নিয়ে যাবেন নাকি?

মহিমা। হ্যাঁ, যাব। মহিমারঞ্জন চৌধুরী যৌবনে ছিল ডাকসাইটে পালোয়ান, আর প্রৌঢ় অবস্থায় হয়েছে দুর্দান্ত জমিদার।—জোর একটু খাটাবে বৈকি।

(চিন্ময়ের হাত ধরে বাড়ির মধ্যে টেনে নিয়ে যান জমিদার। ব্যাপারটা এমনি বিচিত্র এক কৌতূহলের উদ্রেক করে চিন্ময়ের মনে যে, কোন রকম বাধা না দিয়ে সে অত্যন্ত সুবোধ বালকের মতই জমিদারের সঙ্গে অন্দরের দিকে অন্তর্হিত হয়ে যায়। জমিদারের এহেন ব্যবহারে কিন্তু কেমন যেন হতভম্ব হয়ে ওঠে অপর দুটি যুবক ডাক্তার।)

২য় যুবক। ব্যাপারটা কি রকম হল যেন?

নায়েব। (বিনীত ও লজ্জিত) বড় খেয়ালী মানুষ কি না।

২য় যুবক। খেয়ালী মানে ?—বেশ বদ্‌খেয়ালী মনে হচ্ছে !

নায়েব। ওঁর জন্যেই তো ডাক্তার।—বাড়ীতে আর তো কেউ নেই। একা উনি।—উনি যেদিন থাকবেন না,—এই এতকালের জমিদার বংশটা লোপ পেয়ে যাবে একেবারে।

১ম যুবক। ইজ্‌ হি চাইল্ডলেস্ ? মানে নিঃসন্তান ?

নায়েব। চিরকুমার।—আমি একবার ভেতরে গিয়ে দেখি ব্যাপারটা কি হল।

২য় যুবক। যাস্ট্ এ মিনিট্।—আচ্ছা, ওঁর অসুখটা কী ?

নায়েব। ঠিক বুঝতে পারি না।

১ম যুবক। ট্রাবল্‌টা কি ? মানে কষ্টটা কি ?

নায়েব। নিদ্রাহীনতা।

১ম যুবক। ওঃ !—ইন্‌সম্‌নিয়া ?

নায়েব। আজ্ঞে হ্যাঁ।—রাতের পর রাত জেগে কাটান।—এমনি কোরে জাগতে জাগতে যেদিন ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েন,—সেদিন আরো কষ্ট। সে কষ্ট চোখে দেখা যায় না।—ঘুমের ভেতর কী সব দুঃস্বপ্ন দেখে চীৎকার কোরে জেগে ওঠেন। সেই সময় ওঁর হাত পা সব ঠাণ্ডা হয়ে যায়।—তাই একজন ডাক্তারের বড় দরকার,—মানে বিশেষ কোরে রাত্রে—সব সময় কাছে কাছে থাকার জন্যে।—মানে, কখন্ কবে যে এমনটা হবে তার তো কোন ঠিক ঠিকানা নেই।

২য় যুবক। এ-অবস্থা কতদিন হল হয়েছে ?

নায়েব। অনেক দিন।—ক্রমশই যেন বাড়ছে।

(দয়ালের প্রবেশ)

দয়াল। নায়েবমশাই, লাইব্রেরী-ঘরে এঁদের দুজনের খাবার দেওয়া হয়েছে। বাবু বললেন, এঁদের খাওয়া-দাওয়ার যেন কোন কষ্ট না হয়—

আপনাকে নিজে দাঁড়িয়ে দেখাশুনো করতে।

[দয়ালের প্রস্থান।]

নায়েব। ওঃ!—দয়া কোরে তাহলে আপনারা—

১ম যুবক। খাওয়া-দাওয়া?—হোয়াট্ এবাউট ইণ্টারভিউ?

নায়েব। (বিনীত) যতদূর মনে হচ্ছে,—উনি বোধহয় ইন্টারভিউ-এর কাজটা সেরেই ফেলেছেন।

২য় যুবক। তার মানে?

নায়েব। (বিনীত ও লজ্জিত) যতদূর ওঁকে চিনেছি এই বিশ বছর এখানে চাকরি কোরে,—তাতে মনে হয়, ডাক্তার নির্বাচন ওঁর হয়ে গেছে।

১ম যুবক। হয়ে গেছে!—হোয়াট্ ডু ইউ মীন্? হয়ে গেছে!—নির্বাচনটা যদি এমন ফার্স'ই হবে, তবে ফর নাথিং আমাদের এভাবে হ্যারাস্ করার মানে? এই যে পরিশ্রম,—এই যে ট্রেন ভাড়া,—হু ইজ টু পে ফর্ ছাট্? হু ইজ্ টু পে ফর্ দ্যাট্?

(সেই মুহূর্তে দয়ালের পুনঃ প্রবেশ)

দয়াল। হ্যাঁ, আর একটা কথা,—বাবু বলে পাঠালেন,—যাবার সময়,—এ-চাকরির জন্যে যে-মাইনে কাগজে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল, সেই মাইনে এক মাসের কোরে এঁদের দুজনকে যেন দিতে ভুল না হয়।

দ্বিতীয় দৃশ্য

(সন্ধ্যে উৎরে গেছে অনেকক্ষণ। দাতব্য-চিকিৎসালয়ের ডিস্পেন্সারি। একধারে একটা কাঠের বেঞ্চ,—মাঝ বরাবর একটা টেবিল-চেয়ার। পেছনে পর্দা টাঙানো। অর্থাৎ পেছনে কম্পাউণ্ডারের ওষুধ তৈরী করার ঘর আছে। বেঞ্চে বোসে আছে ক্ষেতু। চরণ নামক অপর একটি চাষী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চারিদিক সব নিবিষ্ট চিত্তে দেখছিল।)

চরণ। এতদিনে আমাদের দাতব্য-চিকিচ্ছে-আলয়ের বেশ কেমন ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে ছিরি হয়েছে,—কি বল ক্ষেতু দা ?

(কেদার কম্পাউণ্ডার লাল ওষুধের শিশি নিয়ে পর্দা সরিয়ে বাইরে আসে।)

ক্ষেতু। ও চরণ, কোম্পাংবাবু ওষুধ দিচ্ছেন ন্যাও আগে।

(চরণ ব্যস্ত হয়ে ওষুধ নেয়।—কেদার ফিরে যাচ্ছিল, চরণ বাধা দেয়।)

চরণ। ও কম্পাউণ্ড বাবু,—এর আগের বারে যে সাদা ওষুধ নে গেছলাম।—এবারের রংটা দেখছি সিঁদুর বরণ!—ঠিক ওষুধ দেছেন তো ?

কেদার। ও রং দেখে ওষুধের গুণাগুণ কি বুঝবে তুমি চরণদাস ?—রংটা কিছুই নয়।

ক্ষেতু। অ্যাঁ! সে কি কথা গো কোম্পাংবাবু,—রংটা কিছুই নয় ?—বলো কি গো!—পেরথম মেয়েটার বে দিলুম চারকুড়ি টাকায়,—আর তার পরেরটার শ্বশুর ব্যাটা সাতকুড়ির কম নামতেই চাইলে না!—পঞ্চীর

আমার গায়ের রংটা পেরথমটার চেয়ে নিরেশ ছিল বলেই না !—রংটা কিছুই নয় কি গো ?

চরণ। যা বলেছ হে ক্ষেতু দা—সন্দিহি লাগছে।—খেয়ে দেখি ; —কি বলো ?

কেদার। তুমি খাবে কি হে চরণদাস ?—ওষুধ তো তোমার ছেলের জন্যে !

চরণ। আহা-হা খাবো কি আর,—একটু চেখে দেখবো বৈ তো নয় যে, ওষুধের স্বোয়াদটা সেই আগেকার মতন আছে কি না।

কেদার। চেখে দেখবে ?—তা' আগের ওষুধের স্বাদ তুমি জানলে কেমন করে ?

চরণ। এই দ্যাখো,—জানবো না কেন কম্পাউণ্ড বাবু, খেয়ে দেখেছি যে।

কেদার। তুমি !—তোমার ছেলের ওষুধ তুমি খেলে !—বাঃ !

চরণ। কি করি,—পর্শু দিনকে কয়েকবার দাস্ত হয়ে শরীলটা কেমন কেমন কর্‌তে লাগল। ভাবলুম, ওষুধ তো ঘরেই রয়েছে—

কেদার। এই মরেছে !—আরে, ও ওষুধে যে জোলাপ ছিল।

চরণ। অঃ—তাই অমন ধারাটা হয়েছিল বটে !

ক্ষেতু। কী ?—হয়েছিলটা কি হে চরণ ?

চরণ। আর বল কেন !—চোপর দিন গাড়ু আর হাত-ছাড়া করতে পারিনে,—হ্যা হ্যা-হ্যা......

(হাসতে হাসতে চরণ ওষুধের ছিপি খুলে মুখে ওষুধ ঢেলে দেয় বেশ খানিকটা। হাঁ-হাঁ কোরে ছুটে আসে কেদার কম্পাউণ্ডার)

কেদার। আঃ কি করছো কী চরণদাস ?

চরণ। এই যে,—ঢালতে গিয়ে অনেকখানি পড়ে গেল মুখে।—নাঃ হে ক্ষেতুদা,—স্বোয়াদটা ত সেরকম লাগছে না।—সে কেমন বেশ নিম-পাতা নিমপাতা লেগেছিল,—এ যে মিষ্টি।

ক্ষেতু। তাই ভালই হয়েছে হে চরণ,— ছ'লটা তোমার চাঁদপানা মুখ কোরে খাবে।—আমার মেযেটার জন্যেও অমনি একটা মিষ্টি মেশানো ওষুধ দিয়েন গো কোম্পাংবাবু। গেলবারের ওষুধটা এমন বিস্বাদ ছিল যে, শেষ অবধি আখের গুড়ের সঙ্গে গুলে তবে গলায় ঢাললুম মেয়েটার।

কেদার। কী! কি গুললে ওষুধে?

ক্ষেতু। আজ্ঞে আখের গুড়ের সঙ্গে গুলে তবে—

কেদার। আখের গুড় গুললে!—ওষুধে?—বাঃ! বাঃ!

ক্ষেতু। আরে নৈলে কি সে ওষুধ মুখে দেয় বাবু?—আর, পেটে ওষুধই যদি না সেঁধোয় তো রোগ ভাল হবে কি করে বলুন?

কেদার। কিন্তু তোমার মেয়ের পেটে যখন-তখন আখের গুড় সেঁধুলে যে—

ক্ষেতু। তাই তো বলছিলুম কোম্পাংবাবু যে, এবারকার ওষুধে আপনাদের ঐ একটু ড'ক্তারি মিষ্টি গুলে দেন্।

চরণ। (শশব্যস্তে)— এই ড'ক্তারবাবু আইছেন!

(চিন্ময়ের প্রবেশ)

চরণ ও ক্ষেতু। নমস্কার ড'ক্তারবাবু—পেন্নাম।

চিন্ময়। এই এত রাত্রে ছেলের ওষুধ নিতে এসেছ চরণ?

চরণ। আজ্ঞে, দাস পাড়ায় কথকতা লেগেছে, ত'ই শুনতে শুনতে—

চিন্ময়। ওষুধ পেয়েছ তো,—এবার যাও।—আর, ক্ষেতু—

ক্ষেতু। আজ্ঞে?

চিন্ময়। তোমার ছোট মেয়ের নাম পদী না?

ক্ষেতু। আজ্ঞে।—তারই জন্তে তো ওষুধ নিতে এলাম। এক শিশিতে ছাড়লো না জরটা।

চিন্ময়। তাই আজ সকালে তাকে পান্তাভাত খাইয়েছিলে! আচ্ছা, তোমাদের কি কোন কাণ্ডজ্ঞান নেই ক্ষেত্রগোপাল?

ক্ষেতু। আজ্ঞে, সকালবেলা মাঠে য'বার অগ্রে চুটি পান্তা নিয়ে বসেছিলাম দাওয়ায়,—মেয়েটা ঘরের থেকে হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে আসলো।—কিছু বলেনি মেয়েটা,—কেমন ফ্যালফেলিয়ে তাকিয়ে থাকলো আমার পাতের দিকে। গ্যাখছেন তো, কী চেহারাটা হ.য়ছে তার;—এই রোগা কাঠির পানা।—মনে হ'ল, আহা য কৃ পেটে দু'গাল;—পান্তা বৈ তো নয়।

(চেয়ারে বোসে দাতব্য চিকিৎসালয়ের খাতাপত্র দেখতে দেখতে সব কথা শোনে চিন্ময়। ক্ষেতুর কথা শেষ হতে সহানুভূতিপূর্ণ কণ্ঠে বলে—)

চিন্ময়। কোরো না, কোরো না ক্ষেত্রগোপাল, এমন কোরো না তোমরা। এমন করলে তোমার মেয়েকে আমি কি কো'রে সারিয়ে তুলি বলো?—কেদার,—

কেদার। আজ্ঞে স্তার?

চিন্ময়। আমার বিস্কুটের টিন থেকে খান কয়েক বিস্কুট এনে দাও তো।

[কেদারের প্রস্থান।

চিন্ময়। (ক্ষেতুকে) ছাখো,—নিয়ম পালন করাটাই হচ্ছে আসল। ধরাকাট একটু করতেই হবে। নৈলে শুধু দু'কোঁটা ওষুধ খেলেই তো রোগ সারে না।

(বিস্কুটসহ কেদারের প্রবেশ)

কেদার। এই যে স্যার। (বিস্কুট প্রদান)

চিন্ময়। এই নাও ক্ষেত্রগোপাল,—দিও তোমার মেয়েকে। সকাল বেলা মাঠে যাবার আগে ওকে দিও খেতে। পান্তাভাতটা আর দিও না।—আর, রোজ এসে না হয় নিয়ে যেয়ো দুটো কোরে বিস্কুট।—ওষুধ নিয়েছ?

(চমকে ওঠে ক্ষেতু। আসল জিনিসটা নিতেই ভুল হয়ে গেছে।)

ক্ষেতু। কোম্পাংবাবু,—ওষুধ?

(ওষুধের শিশি কেদারের বাঁ হাতেই ছিল। সেটা ক্ষেতুর হাতে তুলে দিতেই ক্ষেতু চলে যেতে যেতে কি ভেবে থমকে দাঁড়ায়।)

ক্ষেতু। কোম্পাংবাবু?

কেদার। (কাছে আসে) উঁ?

ক্ষেতু। তাহলে সকালো এক দাগ আর বিকালো এক দাগ?

কেদার। হ্যাঁ,—দিনে দু'দাগ।—আর শোনো, আখের গুড়-টুড় আর যেন মিশিও না।

(লম্বা জিভ কাটে ক্ষেতু লজ্জায়।)

ক্ষেতু। ছ্যা-ছ্যা-ছ্যা। আপনি যেন কী! পান্তাভাতের জন্যে ডাক্তারবাবু কতো বকা-ঝকা করলেন,—আবার আপনি ঐসব কথা মনে করিয়ে দিচ্ছ?

(তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যায় ক্ষেতু। এবং ক্ষেতু বেরিয়ে যেতেই চরণ চিন্ময়ের পাশে এসে গরুড় পক্ষীর মত হাত-জোড় করে দাঁড়ায়। খাতাপত্র দেখতে দেখতে তার দিকে নজর পড়তেই চিন্ময় শুধোয়—)

চিন্ময়। তুমি এখনো গেলে না হে চরণদাস? কিছু বলবে?

(আমতা আমতা করে চরণ)

চরণ। না,—এই—মানে,—বলছিলুম কি,—মানে, আমার···আমার ছেলেটাও ঐ—সকাল বেলা যখন পান্তা নিয়ে বসি,—হামাগুড়ি দিয়ে এসে কেমন ফ্যালফেলিয়ে তাকায়। তা' ওকে পান্তাভাতই দি, কি বলেন ?

চিন্ময়। (হেসে) কেদার, আর দুটো বিস্কুট।

কেদার। (দীর্ঘশ্বাস ফেলে) দি স্যার।

কেদারের প্রস্থান।

চরণ। তাহলে রোজ এমন সময় এসে নিয়ে যাবো দুটো কোরে ?

চিন্ময়। (হেসে) যেয়ো।—কিন্তু এমন রাত্রে নয়,—সন্ধ্যেবেলা—তোমাদের জন্য রোজ রোজ তো আর রাত দশটা পর্যন্ত ডাক্তারখানা খুলে রাখতে পারবে না কেদার।

(বিস্কুটসহ কেদারের প্রবেশ ও বিস্কুট প্রদান)

চরণ। (বিস্কুট পেয়ে) পেন্নাম ডাক্তারবাবু।

চিন্ময়। হ্যাঁ এসো। [চরণের প্রস্থান।

চিন্ময়। কেদার ?

কেদার। বলুন স্যার।

চিন্ময়। আচ্ছা, আমার কোন চিঠি আসেনি আজ ?

কেদার। কোলকাতা থেকে একটা তো এসেছিল স্যার।

চিন্ময়। সেটা তো পেয়েছি। এটা ম্যাড্রাস থেকে আসবার কথা।

কেদার। ম্যাড্রাস স্যার ?— মানে সেই দাক্ষিণাত্য ?

চিন্ময়। হ্যাঁ।—আমার এক কলেজের বন্ধু চাকরী করেন সেখানে। এবারের ছুটিতে কলকাতায় এলে তাকে এখানে একবার ঘুরে যেতে লিখেছি ক'দিন হল।— যাক্, এবারে তাহলে ভিন্দেশোলামী বন্ধু কোরে কেল·······।—হ্যাঁ, তোমার খাওয়া-দাওয়া হয়ে গেছে ?

কেদার। (ঘাড় চুলকে) হ্যাঁ স্যার।

চিন্ময়। (হেসে) হয়েছে।—বেশ করেছ, তাতে লজ্জার কি আছে? আমি চলি,—বন্ধ কোরে দাও ডিস্পেন্সারী। [চিন্ময়ের প্রস্থান।

(চিন্ময় চলে যেতেই কেদার পিছনের ঘরের পর্দা সরিয়ে নিজের বিছানাপত্র এনে বিছোতে সুরু করে ডিস্পেন্সারীর টেবিলের উপরে। এমন সময় লণ্ঠনটি হাতে নিয়ে নায়েব এসে ঢোকেন।)

নায়েব। কি গো কেদার?

কেদার। স্যার? (চেয়ার এগিয়ে দেয়) বসুন স্যার।

নায়েব। শোবার জোগাড় করছ?

(কেদার কানটা এগিয়ে নিয়ে যায় নায়েবের দিকে। তারপর বলে—)

কেদার। হ্যাঁ স্যার।—

নায়েব। এই দেখতে এলুম, কি করছো-টরছো তোমরা। চিন্ময় বাবাজী কোথায়?

কেদার। স্যার?—ওপরে উঠে গেছেন স্যার।

নায়েব। ওঃ।—আচ্ছা, তুমি যে শোও এখানে, মশারি টাঙাও না?

কেদার। আজ্ঞে ডেইলি, প্রত্যহ।—একদিন ভুল কোরে টাঙাইনি,—শুয়েছিলুম রাত্রে এই টেবিলে,—ঘুম থেকে উঠলুম ঐ ভেতরকার উঠোনে। মানে, মশারা চ্যাংদোলা কোরে তুলে নিয়ে গিয়েছিল স্যার।

নায়েব। (মৃদু হেসে) কথাটা কিন্তু বলেছ বেশ।

কেদার। বেশ মানে?—ফ্যাক্ট স্যার।

নায়েব। আচ্ছা, আমাদের এই পাড়াগাঁয়ের দেশটি তোমার লাগছে কেমন বলো?

কেদার। আজ্ঞে, ঐ মশাটি আর কেন্নোটি যদি না থাকতো, তাহলে তো আর বলবার কিছু ছিল না।

নায়েব। কেন্নো?

কেদার। আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার।—সেই যে, কেঁচো-কেঁচো অথচ কেঁচো নয়; আর ঘুমন্ত লোক পেলেই (আঙ্গুলের ভঙ্গি কোরে) এই এমনি এমনি করতে করতে কানের মধ্যে সুট্ কোরে ঢুকে পড়ে?—ঐ ভয়ে রাত্তিরে আমি দু'কানে কটন্ গুঁজে শুই স্যার।

নায়েব। তাই নাকি?

কেদার। হ্যাঁ স্যার। দেখছেন না,—আপনার দিকে কান এগিয়ে এগিয়ে কথা শুনছি? শোনবার অসুবিধে হচ্ছে কি না।—এই দেখুন না, দেখুন,—এণ্টিসেপ্টিক্ বোরিক কটন্ স্যার।

(কেদার নিজের দু'কান থেকে দু'টি তুলোর গুলি খুলে দেখায়।)

নায়েব। (হেসে) বেশ বুদ্ধি করেছ।—আজ উঠি।—চিন্ময় বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়েছে।

কেদার। ডাকবো স্যার?

নায়েব। না, না।—আজ জমিদারবাবুর শরীরটা কেমন যেন ঠিক ভাল ঠেকছে না।—ঠিক আছে,—দরকার হলেই খবর দেব'খন। চলি।

[নায়েবের প্রস্থান।

(নায়েব চলে যেতে কেদার বিছানার চাদর ঠিক করতে থাকে, এমন সময় পা টিপে টিপে ঘরে ঢোকে আবার চরণ।)

চরণ। কোম্পাউণ্ড বাবু?

কেদার। (পিছন ফিরেই চমকে ওঠে) তুমি!—~~তুমি আবার কি করতে?~~

চরণ। (ঠোঁটে আঙুল দিয়ে) স্-স্-স্! পেরাইবেট্।

কেদার। প্রাইভেট্ !—কি ব্যাপার বলতো ?

(চরণ কোন উত্তর না দিয়ে সযত্নে ফতুয়ার পকেট থেকে একটি বিড়ি বের কোরে দেয় কেদারকে।)

চরণ। মিঠেকড়া।

(বিড়িটি ধরিয়ে এবং একগাল ধোঁয়া ছেড়ে কেদার বলে—)

কেদার। ভাল।

চরণ। বলছিলুম কি—

কেদার। কী ? বলো ?

চরণ। ডাক্তারবাবুকে বলতে লজ্জা করে। তাই তোমার কাছে এলুম।

কেদার। বলে ফ্যালো।

চরণ। একটা নিদ্রের ওষুধ দিতে পারো ?

কেদার। নিদ্রে ?

চরণ। মানে, এমন একটা ওষুধ, যেটা খেলে মানুষ আট-দশ ঘন্টা একেবারে বেহুঁশ হয়ে ঘুমোবে ?

কেদার। কেন বল দিকিন ?

চরণ। মানে, আমার একটু ঐ যাত্রা-কেত্তন-তরজা-পাঁচালীর শখ আছে,—বুঝলেন কোম্পাউণ্ডবাবু ?

কেদার। আচ্ছা—

চরণ। আর এসব শখ থাকলে, মাঝেমধ্যে বাড়ী ফিরতে একটু রাতবিরেত হয়ে যায় কি না, তুমিই বলো ?

কেদার। আচ্ছা, তা না হয় হোল। তারপর ?

চরণ। তা' রাতবিরেতে বাড়ী ফিরে যদি দ্যাখেন যে ইস্ত্রী আঁশবটি নিয়ে দোরগোড়ায় আছেন দাঁড়িয়ে,—তখন বুকের ভেতরটায় কি রকম ঢিপ্ ঢিপ্ কোরে ওঠে বলুন দিকি কোম্পাউণ্ডবাবু ?

কেদার। তা করে বৈকি।

চরণ। তাই বলছিলুম,—ডালে-ঝোলে মিশিয়ে মাগীকে একটা ঘুমের ওষুধ যদি দিতে পারতুম গিলিয়ে, তাহলে—

(অকস্মাৎ চরণের স্ত্রী রাঙাবৌয়ের প্রবেশ। মাথায় লম্বা ঘোমটা, পায়ে রূপোর মল।)

রাঙাবৌ। তাহলে কী হোত রে মুখপোড়া?

কেদার। এই দ্যাখো।—তুমি আবার কে গো?

রাঙাবৌ। আ মর্ মিন্সে,—মূরতের মতন দাঁড়িয়ে আছে দ্যাখো। —বল্ না।

চরণ। (ভয়ে ভয়ে) আজ্ঞে কোম্পাউণ্ডবাবু, ঐ আমার সেই।

রাঙাবৌ। আ মরণ, সেই আবার কি?

চরণ। আজ্ঞে আমার সাত পাকের ইস্ত্রী।

(কথাটা শুনেই ঘোমটা খুলে হাত নেড়ে তেড়ে ওঠে রাঙাবৌ—)

রাঙাবৌ। দ্যাখ মুখপোড়া,—কের মিছে কথা?—সাত পাকের না ছ'পাকের রে উনুনমুখো?—সাতপাকের জায়গায় গুনতে ভুল কোরে ছ'পাক ঘুরেছিল বলেই না জ্বলছি সারাজীবন তোকে নিয়ে!

(এই পর্যন্ত বলেই হঠাৎ রাঙাবৌয়ের খেয়াল হয় যে সে ঘোমটা খুলে ফেলেছে। এক হাত জিভ কেটে বলে—)

রাঙাবৌ। ওমা, কি লজ্জা!—ঘোম্‌টাটা খুলে ফেলনু? তা খুলেই যখন ফেলনু,—তখন আঁচলটা কোমরেই বাঁধি।

(রাঙাবৌ কোমরে আঁচল বাঁধে। চরণ সঙ্গে সঙ্গে ভয়ে পিছিয়ে যায়।—রাঙাবৌ তেড়ে যায়।)

রাঙাবৌ। বলি ও ভালমানুষের পো,—আমার ডালে-ঝোলে কী মেশাবার শলা পরামর্শ হচ্ছিল শুনি?

চরণ। ডালে ঝোলে? ডালে-ঝোলে?—মানে, গরম-মশলার কথা বলছিলুম আর কি।—সেই যে একটু আগে যে কথা বলছিলুম কোম্পাউণ্ড-বাবু,—এই আমার রাঙাবৌ ডালে-ঝোলে গরম-মশলা খেতে কী ভালই যে বাসে।

রাঙাবৌ। ভাল বাসাচ্ছি রে উমুনমুখো।—চল ঘরকে।

(রাঙাবৌ তেড়ে যেতেই চরণ টেবিলের আড়ালে আত্ম-গোপন করে। কাণ্ডকারখানা দেখে হতভম্ব হয়ে যায় কেদার।)

কেদার। এই···এই দ্যাখো,—এটা ডাক্তারখানা,—এই রাত্তিরে মানে, এরকম চেঁচামেচিটা ইয়ে হচ্ছে না?

(রাঙাবৌ কেদারকেই তেড়ে যাবার উপক্রম করে)

রাঙাবৌ। ইয়ে আবার কি? চেঁচামেচি কি সাধে করি? বড় জ্বালায় করি।

(চরণ টেবিলের পাশ থেকে মুখ তুলে বলে—)

চরণ। এ কী চেঁচামেচি দেখছেন?—নেহাৎ ডাক্তারখানা বোলে গলাটা চেপে সিকিখানা করে ছেড়েছে। পুরো গল শুনলে—

রাঙাবৌ। (ধপ্ কোরে মাটিতে বোসে তারস্বরে কান্না জুড়ে দেয়।) ওগো মা গো, সগ্গো থেকে দেখে যাও গো, তোমার আদরের মেয়েকে কোন্ সোয়ামীর হাতে তুলে দিয়ে গেছ গো! লোকে বৌ-এর দোষ ঢেকে রাখে,—তোমার হাড়হাভাতে জামাই সাতপাড়ার লোকের কাছে ব্যাখ্যানা করে শোনায় গো।

(দূর থেকে নানা অঙ্গভঙ্গি কোরে রাঙাবৌকে নিবৃত্ত হবার ইসারা করে চরণ। কিন্তু কে কার কথা শোনে! কেদার বার-বার সন্ত্রস্ত হয়ে ওপরের দিকে তাকায়। কি

জানি শুনতে পেয়ে যদি চিন্ময় নেমে আসে। শেষ পর্যন্ত মরিয়া হয়ে ধমক্ দিয়ে ওঠে কেদার—)

কেদার। এসব কী হচ্ছে বলো দিকিনি?—এসব কী? এসব কী?

(খেঁকিয়ে লাফিয়ে ওঠে রাঙাবৌ)

রাঙাবৌ। বলি, কী আবার কি?—শোকে দুঃখে মানুষ কাঁদে না? না,—তোমাদের ঘরের বৌ দাঁত বের করে হাসে চোপর দিন?—চল্ চল্ মুখপোড়া, চল্ ঘরকে।

(রাঙাবৌ হাত চেপে ধরে চরণের)

চরণ। রাঙাবৌ, আরে শোনো—

রাঙাবৌ। (টানতে টানতে) শুনবো আবার কি?—আয় ঘরে, আজ তোরই একদিন কি আমারই একদিন। দেখি, সেখানে তোকে তোর কোন্ পাউণ্ড দাদা বাঁচায়।

চরণ। রাঙাবৌ,—রাঙাবৌ—

(বলতে বলতে ফতুয়ার পকেট থেকে বিস্কুট তুলে নিয়ে চট্ কোরে গুঁজে দেয় চরণ রাঙাবৌ-এর মুখে। থম্‌কে যায় রাঙাবৌ! কামড়ায়। স্বাদ নেয়। সঙ্গে সঙ্গে মুখের ভাব বদলে যায় তার। অত্যন্ত পরিতৃপ্তির সঙ্গে বিস্কুটটি চিবোতে চিবোতে একগাল হেসে বলে—)

রাঙাবৌ। বিস্কুট?—

(তারপর অত্যন্ত নরম গলায় আদর কোরে স্বামীকে আহ্বান জানায়—)

রাঙাবৌ। আয়।

(ওরা প্রস্থান করতেই বিস্ফারিত চোখে ওদের গমনপথের দিকে তাকিয়ে কেদার শুধু বোলে ওঠে—)

কেদার। আ গেল যা!

তৃতীয় দৃশ্য

(রাত্রিকাল জমিদার মহিমারঞ্জনের শয়নকক্ষ। পালঙ্কে শুয়ে ঘুমের মধ্যে কী এক দুঃস্বপ্ন দেখে চীৎকার করে উঠেছেন জমিদার মহিমারঞ্জন চৌধুরী। নায়েবমশাই তাঁকে শান্ত করবার চেষ্টা করছেন।)

মহিমা। (শয্যায় উঠে বোসে শূন্যের দিকে তাকিয়ে আর্তনাদ) না··· না...না! বিশ্বাস করো, বিশ্বাস করো, আমার উপায় ছিল না। না··· না····না··· !

নায়েব। বাবু,—বাবু,—বাবু।

(নায়েব ঘন ঘন ঘরের দরজার দিকে তাকাতে থাকেন ব্যাকুলভাবে।)

মহিমা। ...বিশ্বাস করো, আমি প্রতারণা করিনি···আমি প্রতারণা করিনি। আমার বড় কষ্ট···বড় কষ্ট···বড় কষ্ট ··· !

(কণ্ঠ ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে মিলিয়ে যায়। শেষে সংজ্ঞা লোপ পায়। আর ঠিক সেই মুহূর্তেই দয়ালের সঙ্গে দ্রুত পদে চিন্ময় ~~ও কেদার~~ এসে ঢোকে।)

নায়েব। অজ্ঞান হয়ে গেছেন।

(চিন্ময় তাড়াতাড়ি নাড়ি ধরে। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে ~~বলে~~)

চিন্ময়। ~~কেদার,—চট্ কোরে সেই ইঞ্জেকশনটা রেডি করো।~~

(~~কেদার~~ ব্যস্তভাবে ব্যাগখুলে ইঞ্জেকশনের সিরিঞ্জ ইত্যাদি ঠিকঠাক করতে থাকে।)

নায়েব। কি রকম বুঝছ বাবা চিন্ময়?

চিন্ময়। ব্যস্ত হবেন না। ভয়ের কিছুই নেই। ইঞ্জেকশনটা দিলেই এখন ঘণ্টাকয়েক বেশ শান্ত হয়ে ঘুমোবেন।

নায়েব। যত দিন যাচ্ছে, ততই যেন এই অবস্থাটা বেড়েই চলেছে। আগে স্বপ্ন দেখে এত ভয় পেতেন না, এতটা চীৎকার করে উঠতেন না।

চিন্ময়। ভয় নেই। আস্তে আস্তে সারবে।—তবে, আজকের রাতটা আমাদের জেগে ওয়াচ করতে হবে।

(ততক্ষণে কেদার সিরিঞ্জ রেডি করে ফ্যালে। এবং সিরিঞ্জটা চিন্ময়ের হাতে দিয়ে মহিমারঞ্জনের হাতে এ্যালকোহল ঘসে দেন।)

চিন্ময়। কেদার, হাতটা একটু ধরো।

(ইঞ্জেকশন দেওয়া হয়। কেদার যন্ত্রপাতি ব্যাগে পুরতে থাকে।)

চিন্ময়। কেদার তুমি যাও। আমি আজ এখানে থাকছি।

কেদার। আচ্ছা স্যার। (কেদারের প্রস্থান।

চিন্ময়। দয়ালদা, আলোটা নিবিয়ে দাও।

(দয়াল আলো নিবিয়ে দেয়। অন্ধকার ঘর। তারই মধ্যে আবছা দেখা যায় নায়েব পায়চারী করছেন। আর চিন্ময় বসেছে ইজিচেয়ারে।...ধীরে ধীরে পিছনের জানালায় সূর্যোদয়ের রাঙা আলো ফুটে ওঠে। পাখীদের কাকলী ভেসে আসে। ভোরের আলো এসে পড়ে ঘরে। দেখা যায়,—ঘরের এক-পাশের একটি ইজিচেয়ারে শুয়ে ঘুমোচ্ছে চিন্ময়। মহিমারঞ্জন পালঙ্কে নিদ্রিত। দয়াল মাথার শিয়রে বোসে। নায়েব পায়চারী করতে করতে

কি ভেবে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন এবং পরমুহূর্তেই একটি শাল নিয়ে ঢুকে নিদ্রিত চিন্ময়ের গায়ে সেটা চাপা দিতে যেতেই ঘুম ভেঙ্গে গেল চিন্ময়ের।)

চিন্ময়। কে?—ওঃ। আপনি।

নায়েব। (লজ্জিত) ঘুমটা ভাঙ্গিয়ে দিলুম বাবা? ঐ ভোরের ঠাণ্ডা হাওয়া আসছিল বোলে········

চিন্ময়। ওঃ! ভোর হয়ে এসেছে?

(চিন্ময় জানালার দিকে এগিয়ে গেল। ভোরের আলো আসছে। ভোরের সুর বাজছে। খাটের কাছে গিয়ে মহিমারঞ্জনকে দেখে চিন্ময় ফিরে এল।)

চিন্ময়। ছি, ছি, আপনি কি সারারাতই একটুও ঘুমোন নি? দেখুন তো,—কোথায় আমি জেগে থাকব, তা নয় কি না—

নায়েব। য়্যাঁ? না, মানে,—একটু গরম চা করতে বলে এলুম বাবা,—খাবে?

চিন্ময়। তা বরং মন্দ নয়।

নায়েব। দয়াল, দ্যাখোতো একবার। এতক্ষণে বোধহয় চা হয়ে গেছে।

দয়াল। যাই। [দয়ালের প্রস্থান।

চিন্ময়। এর মধ্যে উনি একবারও জাগেন নি তো?

নায়েব। না বাবা, বেশ শান্ত হয়ে ঘুমিয়েছেন।

(দু'কাপ চা সহ দয়ালের প্রবেশ)

নায়েব। এই যে চা এসে গেছে বাবা।

চিন্ময়। এই যে—

(দয়াল দুজনের হাতে চায়ের কাপ দিয়ে আবার

মহিমারঞ্জনের শিয়রের কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। কিছুক্ষণ পরেই মহিমারঞ্জন ধীরে ধীরে জেগে ওঠেন। ডাকেন—)

মহিমা। দয়াল।

দয়াল। এই যে। এই যে আমি।

(চায়ের কাপ রেখে ছুটে যায় চিন্ময়।)

চিন্ময়। কেমন লাগছে শরীর ?

মহিমা। খুব হাল্কা।—অনেকদিন পর।—আমি কতক্ষণ ঘুমিয়েছি ?

নায়েব। তা প্রায় ঘণ্টা ছয়েক তো বটেই।

মহিমা। (চিন্ময় ও দয়ালের সাহায্যে উঠে বসেছেন) এতক্ষণ।—এতক্ষণ আমি ঘুমিয়েছি ?—ওহে ডাক্তার, ডাক্তার,—এসো—বোসো বোসো, বিছানায় এসে বোসো।—আমি একটু নেমে ঐ ইজিচেয়ারে গিয়ে বসতে পারি ?

চিন্ময়। আজ্ঞে হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।—সব কিছুই করতে পারেন আপনি।

মহিমা। (ওদের সাহায্যে ইজি চেয়ারে গিয়ে বসতে বসতে) আচ্ছা !—বাঃ ! বাহাদুর ছেলে হে তুমি।—কি বলরে দয়াল ? য়্যাঁ ?—ছ ঘণ্টা ধরে আমি কিনা এক নাগাড়ে ঘুমোলুম ?—বা-বা-বা-বা বাঃ।—তোফা ডাক্তার গো নায়েব।—(চিন্ময়ের হাতঘড়ির দিকে নজর পড়ে হঠাৎ) তা তুমি অমন একটা পুঁচকে হাতঘড়ি নিয়ে ডাক্তারী করো কেন হে ?—দয়াল, আমার সেই [illegible] বড় সোনার হাতঘড়িটা এনে দে তো ডাক্তারকে।

চিন্ময়। না, না,—আপনি—

মহিমা। আরে দূর বাপু,—ঐ অতটুকু ঘড়িতে নাড়ি-ফাড়ি কি ঠিক মতো দেখা যায় রে বাবা !

দয়াল। তাহলে আনি ঘড়িটা ?

মহিমা। আবার জিজ্ঞেস করছিস কি?—মহা কেপ্‌পন তুই।—নিয়ে আয়।

দয়াল। ওটা লোহার সিন্দুকে তোলা আছে কি না—

চিন্ময়। বেশ তো, এক্ষণি কেন,—পরে এনে দিয়োখন দয়াল দা—বলছিলুম কি,—নায়েবমশাই কাল সারারাত একটুও ঘুমোননি।

মহিমা। তাই নাকি?—তা তবে আবার হাঁ কোরে দাঁড়িয়ে আছ কেন নায়েব?—ঘুমোতে যাও।

নায়েব। বলছিলুম কি—

মহিমা। কোনো কথা আমি শুনতে চাই না,—তুমি ঘুমোতে যাবে কিনা আগে?—ঘুম আগে, না চাকরী?—মানে, শরীর আগে, না চাকরী?

নায়েব। আজ্ঞে তা নয়, বলছিলুম—

মহিমা। দেখছো ডাক্তার, কী obstinate আমার সব লোকজন!—তুমি ঘুমোতে যাবে কি না?

নায়েব। যাচ্ছি।—আমি বলছিলুম কি যে, চিন্ময়বাবাজীও কাল সারারাত ভাল কোরে ঘুমোয় নি।

মহিমা। ওঃ! ঘুমোয় নি?—তাই নাকি?—তা ও ছেলেমানুষ, এক-আধদিন অমন একটু-আধটু না ঘুমোলে কিচ্ছু হবে না।—কি বলো হে ডাক্তার?

চিন্ময়। আজ্ঞে না, না—কিছু না।

দয়াল। (দূর থেকে বিছানা ঠিকঠাক করতে করতে) নিজের ঘুম হয়ে গেছে কিনা,—আর কেউ ঘুমোক আর নাই ঘুমোক।

মহিমা। তা তোর ঘুম পেয়ে থাকে, যা না তুই ঘুমোতে। কে তোকে আট্‌কে রেখেছে?—

দয়াল। যাবোই তো। নৈলে কি তোমার সঙ্গে গল্প করতে যাব নাকি এখন? আমি তো আর ঐ ডাক্তারের মতন বোকা নই।

[দয়াল ও নায়েবের দুজনের দুদিকে প্রস্থান।

মহিমা। ঐ দয়াল আর আমি এক-বয়েসী, জানো ডাক্তার। ছোট বেলায় ওর সঙ্গে ড্যাংগুলি খেলেছি আমাদের ঠাকুর-দালানের উঠোনে। ওর মার দু'কে'লে দুজনে বোসে ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমীর গল্প শুনেছি।—ওটার ভারী আস্পদ্দা!—আমাকে মনিব বোলে মোটেই মানে না;—যাক্, তোমা' দাতব্য-চিকিৎসালয়ের খবর কি বলো?

চিন্ময়। মন্দ নয়।—একটা কথা জিজ্ঞেস করবো?

মহিমা। কি?—বলো।

চিন্ময়। এই যে আপনি মাঝে মাঝে রাত্রে দুঃস্বপ্ন দেখে চিৎকার কোরে উঠেন,—কী দুঃস্বপ্ন দ্যাখেন আমাকে বলতে পারেন কি?

মহিমা। (প্রাণহীন কণ্ঠে) ডাক্তার এবার তুমি যেতে পারো।

(চিন্ময় উঠে দাঁড়ায়)

মহিমা। (নিষ্প্রাণ কণ্ঠে) আর শোনো ডাক্তার,—দুঃস্বপ্ন দেখে ভয় পাই এ অবধি যখন তুমি জেনে ফেলেছো—ওটাকে ভুলতে বলি না। কিন্তু ওর বেশি জানবার চেষ্টা কোরোনা কোনদিন।

চিন্ময়। কিন্তু ডাক্তার হিসেবে এসব আমার জানা দরকার।

মহিমা। (ক্ষিপ্ত) না,— জানবার দরকার নেই।—জমিদার মহিমা-রঞ্জন কী দুঃস্বপ্ন দেখে ভয় পায়, তা জানবার বেয়াদবি আর কোনদিন করতে যেয়োনা,—সাবধান করে দিলুম। দাঁড়িয়ে থেকো না।—Get out, get out!

(অপমানাহত চিন্ময়ের বেগে প্রস্থান। সেই মুহূর্তে অন্ত দিক দিয়ে দয়ালের প্রবেশ

দয়াল। কি হোল?—এত চেঁচামেচি করছিলে কেন?

মহিমা। (উত্তেজনায় হাঁপাচ্ছে)—দয়াল,—ওরে দয়াল,—ওরা সকলেই আমার দুঃস্বপ্নের ইতিহাস জানতে চায়।

দয়াল। চুপ করো। স্থির হও।—

(দয়াল আলমারী খোলে এবং কী একটা বের করতে থাকে।)

মহিমা। দয়াল, আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত কি এখনো হবে না? আর কতদিন? কতদিন?—ওরে আর কতদিন এমন কোরে বাঁচতে হবে?——আমার এ-দুঃস্বপ্নের ইতিহাস,—এযে আর কাউকে বলা যায় না।

(দয়াল আলমারী থেকে কী একটা বের কোরে নিয়ে গোপনে মহিমারঞ্জনের হাতে দেয়)

দয়াল। এই নাও।

(মহিমারঞ্জন আকুল আবেগে সেই বস্তুটিকে বুকে চেপে ধরেন। বস্তুটি যে কী তা' দর্শকরা দেখতে পান না।)

মহিমা। দয়াল, ওরে দয়াল,—এই এতটুকু একটি স্মৃতিচিহ্ন ছাড়া আমার সান্ত্বনা পাবার আর কিছু নেই। ওরে, এই এতটুকু জিনিসটি ছাড়া আর যে কিছু নেই আমার।—কিন্তু একথা ওদের সকলকে কেমন কোরে জানাই?—

দয়াল। (দরজার দিকে তাকিয়ে) নায়েবমশাই আসছেন।

(মহিমারঞ্জন চট্ কোরে হাতের বস্তুটিকে লুকিয়ে ফেললেন। প্রবেশ করলেন নায়েব)

মহিমা। কি চাও?

নায়েব। খোকা।

মহিমা। (চমকে) মোজা !!!

দয়াল। (শিউরে) মোজা !!!

নায়েব। হ্যাঁ, চিন্ময়ের মোজা নিতে এসেছি।

মহিমা। (স্বস্তির নিশ্বাস) ওঃ, ডাক্তার, ডাক্তার।—তা' ডাক্তারের মোজা·······

(ইতিমধ্যে একটি সোফার ওপরে ঝোলানো মোজা দুটি পেয়ে যান নায়েব।)

নায়েব। পেয়েছি।—কাল রাত্রে চিন্ময় এ-ঘরে মোজা খুলেছিল দেখেছিলুম কি না,—তাই এলুম নিয়ে যেতে।

মহিমা। তা তুমি কেন?—তুমি কি ওর চাকর?—সে তোমাকে বললে যে, মোজাটা এনে দিন?

নায়েব। সে উচ্চশিক্ষিত,—অভদ্র নয়। খুঁজছিল দেখলুম মোজা, মনে নেই কোথায় রেখেছে। তাই কিছু না বলে নিজেই এলাম ওটা নিতে।

মহিমা। তা এই ভোরে ওঁর এমন মোজার প্রয়োজন ঘটলো কেন? —আর তুমিই বা ওঁর পেছনে পেছনে ঘুরছো কেন এত?

নায়েব। মোজার প্রয়োজন ঘটেছে,—ও এই সকালের ট্রেণেই কোলকাতায় ফিরে যাচ্ছে বোলে। আর, একটা মানুষ বিদায় নিচ্ছে চৌধুরী-বাড়ী থেকে,—চৌধুরী-বাড়ীর প্রতিনিধি হিসাবে তাকে বিদায়-সম্ভাষণ জানানোটা কর্তব্য বলেই কাছাকাছি রয়েছি।

(প্রস্থানোদ্যত)

মহিমা। কলকাতায় যাচ্ছে?—আমার হুকুম না নিয়েই?

নায়েব। চাকরীতে ইস্তফা দিয়েই যাচ্ছে সে।

মহিমা। ইস্তফা!—বাঃ!—দিক্ দিক্, দিক্ ইস্তফা।—একটা হেতুড়ে

ডাক্তার,—দু বছর সবে পাশ কোরে বেরিয়েছে কলেজ থেকে,—কে দিত ওকে এত টাকা মাইনের চাকরি ? যাক্, যাক্,—যাক্ চলে। (নায়েবের প্রস্থান) আমার কি ?—কী বল্ দয়াল ?—আমার কি, আমার কি, তোর কি ?

— —

চতুর্থ দৃশ্য

(সকাল। দাতব্য চিকিৎসালয়। পর্দা উঠতেই দেখা গেল রোগীর দল এখানে-ওখানে কেউ দাঁড়িয়ে আছে, কেউ বসে আছে। নানা রোগের রুগী—নানা বয়সের। সকলের হাতেই ওষুধের শিশি। ডাক্তারবাবু বা কম্পাউণ্ডারবাবু কারুরই দেখা নেই।)

ক্ষেতু। হল কি গো আজ ?—এখনো দেখা নেই কোম্পাংবাবুর !

চরণ গফুর। ডাক্তারবাবুও নামেন নি এখনো।

(ওধারে বৃদ্ধ মতিখুড়ো নাগাড়ে কেশে চলে)

ক্ষেতু। ও খুড়ো, কি কচ্ছ কি ?

গফুর। সাধ করে কি করছে ক্ষেতুদা ?—বলি ও মতিচাচা, ঘরে না থেকে একটু বরং ফাঁকা বাতাসে গিয়ে দাঁড়াও। হাঁফ টা কমবে।

ক্ষেতু। হ্যাঁ তাই যাও খুড়ো।—ও খেঁদী,—তোর দাদুকে নে যা না মা।

(খেদী নাম্নী বালিকাটি মতিখুড়োকে নিয়ে বেরিয়ে যায়। যাবার পথে কাশির দমকে আবার একবার বসে পড়ে

মতিখুড়ো। মতিখুড়ো বেরোবার সঙ্গে সঙ্গে হন্ত দন্ত হয়ে ঢোকে মানিক। ডাক্তারবাবুকে দেখতে না পেয়ে এদিক ওদিকে তাকায়। ক্ষেতুকে দেখতে পেয়ে শুধায়—)

মানিক। তোমার মেয়ে আজ আছে কেমন ক্ষেতুদা?

ক্ষেতু। এদিকে তো সব ভালই মনে হচ্ছে,—জ্বরটা তো কিন্তু ছাড়ছে না। তবে কথা হচ্ছে কি?—চন্‌বনে ভাবটা রয়েছে,—সেই নিঝুম ভাবটা নেই।—তোর বাপ কেমন?

মানিক। ভাল নয় ক্ষেতুদা।—ঠাঙাটি পড়ে অবধি বড় কষ্ট প্যাচ্ছে। কাল তো গোপর রাত যাতনায় কাৎরেছে। আজ সকালে দেখি গা একেবারে পুড়ে যাচ্ছে,—চোখের চাউনিটা ও ঘোলা-ঘোলা। তাই তো এলাম ডাক্তারবাবুকে একবার নিয়ে যেতে।

গফুর। এই দ্যাখো,—কোম্প্যাউণ্ডবাবুর দেখাই নেই যে এখনো।

(এই সময় পর্দ্দা সরিয়ে কেদার বেডিং এবং সুটকেশ নিয়ে ঢোকে। তাকে দেখে রুগীর দল শিশি নিয়ে এগিয়ে আসে টেবিলের দিকে। বেডিং ও সুটকেশ টেবিলের ওপর রাখতে রাখতে কেদার বলে—)

কেদার। সব বোসো, বোসো,—ভিড় কোর না। যাও, যাও সব জায়গায় যাও।

(তবু যায় না কেউ। ক্ষেতু বলে—)

ক্ষেতু। এসব বিছানাপত্তর নিয়ে,—কোথাও যাচ্ছ নাকি গো কোম্পাংবাবু?

কেদার। হ্যাঁ।—কলকাতায় চলে যাচ্ছি এখনি।

(হৈ হৈ করে ওঠে সকলে।)

গফুর। আমাদের ওষুধ?

কেদার। শোন, শোন,—শুধু আমি নই। তোমাদের ডাক্তারবাবুও চলে যাচ্ছেন চাকরি ছেড়ে।

(আবার হৈ হৈ করে ওঠে সবাই।)

~~মানিক। তাহলে আমার বাবার কি হবে কেতুদা~~?

কেতু। ~~আঃ থাম দিকিনি। ছেলেটা বাবা-বাবা করেই গেল~~! কোম্পাংবাবু,—বলছ কি?—আমাদের ছেড়ে চলে যাচ্ছ সব!

(নায়েবের প্রবেশ। সবাই হেঁট হয়ে নমস্কার জানায়।—)

নায়েব। ওঃ তোরা সবাই ওষুধের শিশি নিয়ে এসে গেছিস।—কিন্তু আজ আর তো ওষুধ পাবি না রে। ডাক্তার চলে যাচ্ছে।

(সকলে হাউ মাউ কোরে ওঠে।)

নায়েব। গোলমাল করে তো লাভ নেই। তোরা বাইরে যা ততক্ষণ,—দেখি যদি কিছু করতে পারি।

(সবাই কলরব করতে করতে চলে যায়। নায়েব ক্লান্তভাবে ধীরে ধীরে একটা চেয়ারে বসেন।)

নায়েব। তুমিও চললে কেদার?

কেদার। আর উপায় কি বলুন?

নায়েব। উপায় আমিও তো কিছুই দেখছি না। এর আগেও এমনি ভাবে আরো কয়েকটি ডাক্তার চলে গেছে। কিন্তু তাতে এতখানি মনে বাজেনি।—এই চিন্ময়কে ছেড়ে দিতে কি জানি কেন মনে বড় বাজছে! —এই কদিনেই ও যেন এ-বাড়ীর একজন হয়ে উঠেছিল। আর, তোমাকেই বা কি করে থাকতে বলবো,—এ দেশটা তো তোমার গোড়া থেকেই ভাল লাগে নি। এই সেদিনই তো রাত্রে কেয়োর কথা, মশার কথা বলছিলে।

কেদার। কিন্তু কেয়ো-মশা যেমন আছে, তেমনি টাট্‌কা রুইমাছটিও যে আছে এখানে! এমন মিষ্টি বেগুন, এমন খাঁটি দুধ……

নায়েব। তাহলে তুমি অন্তত—

কেদার। তা কি করে হয় স্যার?—খোদ ডাক্তারই চললেন, আর এ ব্যাটা কম্পাউণ্ডার থেকে কি করবে বলুন?—জাহাজেই যাচ্ছেন চলে—গাদাবোট কি আর একা ভাসতে পারে? ওঁর সঙ্গে এসেছি; ওঁর সঙ্গেই যেতে হবে।

(ব্যস্তভাবে চিন্ময়ের প্রবেশ)

চিন্ময়। কেদার,—হয়েছে তোমার বাঁধাছাদা?

কেদার। হঁ্যা স্যার complete.

চিন্ময়। ~~সুটকেশটা বন্ধ করো~~। আমার হোল্ডঅল্‌টা তুলে দিয়েছি গরুর গাড়ীতে। তুমি তোমার বিছানা আর সুটকেশটা নিয়ে তোলো গাড়ীতে, আমি যাচ্ছি।

[সুটকেশ ও বিছানা সহ কেদারের প্রস্থান।

চিন্ময়। (হাত তুলে নমস্কার করে) আচ্ছা, নায়েবমশাই,—এবার আসি।

নায়েব। দীর্ঘজিবী হও বাবা।—এ মাসখানেক কেমন হৈ হৈ কোরে দিনগুলো আমাদের কেটে গেল তোমাকে কাছে পেয়ে।—আবার সেই এক-ঘেয়ে জীবন।—ভাল লাগে না, জানো বাবা, ভাল লাগে না আর। একদিন কী জম্‌জমায় ভরে থাকতো এই বাড়ী। রোজ একটা না একটা হৈহৈ কাণ্ড লেগেই আছে।—আর এখন?—যাক্ সেকথা,—তাহলে সেই চললেই?

চিন্ময়। আজ্ঞে হঁ্যা নায়েবমশাই।

(সেই মুহূর্তে মহিমার ~~[illegible]~~ প্রবেশ)

মহিমা। আজ্ঞে হঁ্যা নায়েবমশাই—মানে ?—বলি, বুড়োমানুষের মুখ দিয়ে দু-একটা কড়া কথা বেরিয়ে গেছে বলে একেবারে রেগে মেগে চলে যেতে হয় নাকি ? —বাঃ বাঃ, খুব শিক্ষা পেয়েছ হে ডাক্তার।

চিন্ময়। (সে কথায় কর্ণপাত না কোরে) চলি নায়েবমশাই।

মহিমা। দাঁড়াও। তোমাকে একটা ঘড়ি দেবো বলেছিলাম ; তুমি পরে নেবে বলেছিলে। সেটা না নিয়ে যাচ্ছ মানে ?

চিন্ময়। ঘড়িটা নিতে আর আমার প্রবৃত্তি নেই।

মহিমা। হুঁ ?—এমন দুষ্প্রবৃত্তি ?—বলি ঘড়ি না হয় নাই নিলে। কাল যে-রুগীটার জন্যে চোপর রাত জেগে কাটালে,—আজ সেই রুগীটাকে এমন কোরে ফেলে রেখে পালাতে প্রবৃত্তি হচ্ছে তো ?—বাঃ বেশ !

চিন্ময়। সে রুগী আজ যথেষ্ট সুস্থ। (প্রস্থানোদ্যত)

মহিমা। ওঃ ! সুস্থ !—তা সে-রুগী না হয় সুস্থই হোল। তোমার রুগী কি আর নেই ?—এই দাতব্য-ডাক্তারখানার এমন রুগী কি কেউ নেই তোমার হাতে,—যাকে আজ সকালে তোমার ওষুধ-বিষুধ দেওয়া কর্তব্য ?

[চিন্ময় এগোতে এগোতেও থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে রোগীর দল আবার ঘরের মধ্যে ঢোকে ধীর শান্ত পদক্ষেপে। চোখে মুখে তাদের করুণ মিনতি। দুটি শীর্ণ ছেলেমেয়ে ওষুধের শিশি হাতে নিয়ে চিন্ময়ের সামনে এসে ফ্যালফ্যাল করে তাকায়। চিন্ময়ের চোখদুটো কেমন যেন জ্বালা কোরে ওঠে। এইবার ধীরে ধীরে গভীর আন্তরিকতায় হাত রাখেন মহিমারঞ্জন চিন্ময়ের পিঠে—]

মহিমা। (সস্নেহে) ডাক্তার,—অপমানটা কি তোমাকে বড্ড বেশী করে ফেলেছি ?—সেসব কথা ভুলে, থাকা কি যায় না ?—একেবারেই থাকা যায় না ?

(চিন্ময় শীর্ণ শিশুটিকে কোলে তুলে নিয়ে জড়িয়ে ধরে বুকের মধ্যে। তারপর আবেগ-কম্পিত কণ্ঠে বলে—)

আমি বইলুম—

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

(আসন্ন সন্ধ্যা। শিবতলার মাঠ। একধারে শিবমন্দির। তরজার আসর বসেছে মাঠে। লোকজন জমে গেছে দুটো দলে ভাগ হয়ে। দরিদ্র গ্রামবাসীদেরই ভিড়। গ্রাম্য মেয়েরাও ঘোমটা দিয়ে শিবমন্দিরের চাতালে বসেছে। কচি কাচারাও বাদ পড়েনি। লক্ষ্মণ আসর শুরু করলে। দাঁড়িয়ে উঠে সুরু করলে বন্দনা—)

॥ লক্ষ্মণের বন্দনা গান ॥

প্রথমে বন্দনা করি প্রভু জনার্দন।
যাঁহার কৃপায় পেয়েছি এ মনুষ্যজীবন ॥
তারপরেতে বন্দি আমি ওগো মা বাকদেবী।
ছন্দ বাঁধার শক্তি পেলাম যাঁহার চরণ সেবি ॥
তারপরেতে প্রণাম জানাই গুরুদেবের পায়।
সুখে দুঃখে যে আমারে পথ দেখায়ে যায় ॥

তারপরেতে প্রণাম জানাই সভাস্থ সকলে।
চাঁদবদনে ওঠো একবার হরি হরি বোলে॥

(সভায় সকলেই হরিধ্বনি করে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে বেগে প্রবেশ করে চরণদাস। হন্তদন্ত হয়ে সভায় ঢুকেই চেঁচিয়ে ওঠে—)

চরণ। আমার আগে এ আসরে হাঁ যদি করেছিস লক্ষ্মণ, তাহলে দেব তোর মুখে পাঁক পুরে।

(~~সভায় বসেছিল খেতু। উঠে দাঁড়াল তেড়ে।~~)

~~খেতু~~। কি বললি ? কি দিবি ~~বললি লক্ষ্মণের মুখে~~ আমার মুখে ?

চরণ। পাঁক।

~~খেতু~~। পাঁক্ ? (~~গুঞ্জন উঠল সভায়, পাঁক্! পাঁক্!~~)

খেতু। ~~লক্ষ্মণ তুই বোস। জবাবটা তোর হয়ে আমিই দেই~~।

(সভা চঞ্চল হয়ে উঠল। ~~খেতু~~ প্রথমে শিবঠাকুরের উদ্দেশে প্রণাম জানিয়ে প্রসাদী ফুল মাথায় ঠেকালে। তারপর চেঁচিয়ে উঠল—)

~~খেতু~~ বাজারে ভায়া।

(বেজে উঠল ঢোল কাঁসি)

~~খেতু~~ মুখে কী দিবি বললি ?

চরণ। পাঁক।

~~খেতু~~ (ওরে) পাঁকে ফোটে পদ্মফুল
লক্ষ্মী বসেন তায়।
সে পাঁক আমার সর্ব অঙ্গে
মাখিয়ে দে না হায়।
তাতে, লাজ কি রে ভাই ?

চরণ। শোন্ শোন্ শোন্ রে সবাই।
বেহায়ার লাজ কি রে ভাই॥
(ওরে) এ-পাঁক সে-পাঁক নয়
আছে রকমফের।
এ-পাঁকে ফোটে না পদ্ম
তবু গন্ধ ঢের॥
(পচা) গন্ধ বেজায়!

[illegible]। শুনেন শুনেন বাবুসকল
বন্ধুর আমার কথা।
(কেমন) কথা ঘোর'য় কথা ফেরায়
নাইকো তাহার মাথা॥
বাপ্ বলে এই দেখায় যারে;—
বসে খানিক দের,—
এ-বাপ সে-বাপ নয়
আছে রকম ফের॥
(কথা) ঘোরাস্ ক্যানে?

চরণ। (আমি) কথা ফেরাই কথা ঘোরাই
তাতেই ধরিস ত্রুটি?
(ওরে) সারা জগৎ ঘুরছে যে রে
ধরে মোদের ঝুঁটি॥
ঘুরছে রবি ঘুরছে শশী
ঘুরছে কলুর ঘানি।

সেই ঘানিটার [illegible] হয়ে
চক্ষে পড়ুক ছানি ॥
(ও তোর) চক্ষে পড়ুক ছানি !

[illegible]। (আহা) বিশ্বনাথের কৃপায় আমার
পড়ুক ছানি চোখে।
(যেন) সকাল সাঁঝে চক্ষু মেলে
দেখতে না হয় তোকে ॥
(কিযে) বদন শোভা মনোলোভা
দেখলে ফাটে হাঁড়ি।
(তোর) পাঁকের কথা শেষ করে তুই
যা চলে তোর বাড়ি ॥
বলি, কি পাঁক্ দিবি ?

চরণ। যে পাঁকেতে মাতাল পড়ে'
খায় গড়াগড়ি।
নর্দমার সেই পাঁক্ তোর
মুখে দেব ভরি ।।
খেয়ে, আরাম পাবি !

[illegible]। (ওরে) যে পাঁকেতে মাতাল পড়ে
তাতেই পড়ে মোষ।
হাবুডুবু খেয়ে ব্যাটা
করে যে ফোঁস্ ফোঁস্ ।।

সেই মোষেতে চড়েন যম
শ্যামল বরণ।
সেই যম এসে তোকে
করুন হরণ।
দয়াময় এই বাসনা!

চরণ। (ওরে) যমের কাছে যেতেই হবে
কেউ আগে কেউ পরে।
আমার কাছে শোন্ রে এবার
কী হবে তার পরে॥
চিত্রগুপ্ত বিচার কোরে
স্বর্গে দেবেন মোরে।
আর, তুই ব্যাটা খোঁচা খাবি
নরকেতে পড়ে॥

(তরজা যখন এই পর্যন্ত পৌঁছেছে, ঠিক তখনই রাঙাবৌ-এর আবির্ভাব হয়। চরণের অজান্তে তার পিছনে এসে দাঁড়িয়ে রাঙাবৌ তারই কাঁধের গামছা দিয়ে তার গলা চেপে ধরে।)

রাঙাবৌ। খোঁচা খাওয়াচ্ছি রে মুখপোড়া।—মাঠের মধ্যিখানে দাঁড়িয়ে এই হচ্ছে?—তবে যে আমায় বললি, 'ডাক্তারবাবুর ডিসপেন-সাঁড়াশীতে যাচ্ছিস্!—চ', চ' মুখপোড়া!

(রাঙাবৌ চরণকে হিড়হিড় কোরে টেনে নিয়ে যায়। চরণ ব্যর্থ আবেদন জানায়—)

চরণ। আরে, জবাবটা যে শোনা হল না।

(কিন্তু কে কার কথা শোনে। রাঙাবৌ গলায় গামছা দিয়ে টেনে নিয়ে যায় তার স্বামীকে। সভার সবাই হৈ হৈ করে ওঠে।)

~~গঙ্গুল~~। এ হে-হে-হে! এমন জমাটি আসরটা মাটি করে দিলে। ~~চল মদন ভাই~~,—দাসপাড়ার দিকে যাই।

~~মদন। তাই চলো~~। দাসপাড়ার মদনদাস কদিন ধরে বড় চ্যাটাং চ্যাটাং করছে। তার সঙ্গে এক থাব্‌লা লড়ে আসি।

মানিক। হ্যাঁ, হ্যাঁ,—তাই চলো। আয়রে আয়। ক্ষেতুদা,—চলো?

ক্ষেতু। যাচ্ছি।—তোরা এগো, আমি আসছি।

(সবাই হৈ হৈ করে বেরিয়ে যায়।) শুধু ~~মন্দিরের চাতালে মেয়েরা আর কচিরা থাকে। আর, বসে থাকে একপাশে বৃদ্ধ মতিখুড়ো।~~)

~~ক্ষেতু। কি খুড়ো? তুমি গেলে না?~~

~~মতিখুড়ো। এই আরতিটা দেখে যাব বাবা~~।

এমনি সময় প্রবেশ করে চিন্ময়

ক্ষেতু। পেন্নাম ডাক্তারবাবু।

চিন্ময়। নমস্কার।—ভাল?

ক্ষেতু। আপনার ছিচরণের আশীর্বাদে।

~~চিন্ময়। তুমি ভাল আছ মতিখুড়ো?~~

~~মতিখুড়ো। আপনার দয়ায় এযাত্রা টিঁকে গেলাম~~।

[illegible] তা' এদিক-পান দিয়ে যাচ্ছেন কোথায় ডাক্তারবাবু?

চিন্ময়। এই একটু বেড়াতে।—তোমাদের এদিকে বেশ ভাল সিনারী,—মানে বেশ ভাল প্রাকৃতিক দৃশ্য,—মানে দেখতে ভাল জায়গা কোন্ দিকে আছে বল তো ক্ষেত্রগোপাল?

ক্ষেতু। কোলকাতার লোক আপনি,—আপনাকে আর ভাল কি দেখাব বলুন?—এখানে কি আর চিড়িয়াখানা আছে, না মরা-সোসাইটি মিলবে?—তবে হ্যাঁ,—ঐ বাঁধের ধারটি বড় মনোরম স্থান,—বুঝেছেন। দেখলে চোখ একেবারে জুড়িয়ে যাবে।

চিন্ময়। বটে?

ক্ষেতু। হ্যাঁ।—কিন্তু ও পথে বিপদও আছে যে!

চিন্ময়। বিপদ?—সাপখোপ?

ক্ষেতু। তাব তো তবু রোজা বদ্যি আছে বাবু;—এ তার চেয়েও সাংঘাতিন্।

চিন্ময়। আচ্ছা!—কি হে সেটা?—ভূত, না পেত্নী?

ক্ষেতু। হোমাপাখীবাবু।

চিন্ময়। হোমাপাখীবাবু!

ক্ষেতু। হ্যাঁ—হোমাপাখীবাবু জনার্দ্দন রায় মশায়!—ওরে বাবা! হেনার বাড়ীর বিশ হাতের মধ্যে গেলেই জোর কোরে পাল্‌সেটিলাক্ খাইয়ে দেবেন!

চিন্ময়। ও',—হোমিওপ্যাথ্?

ক্ষেতু। হুঁ,—ঐ।

চিন্ময়। তা' বাঁধের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কটা কি?

ক্ষেতু। বাঁধের একটু আগে, রাস্তার ঠিক মুখেই যে হেনার বাড়ী। —দেখতে পেলেই বলবেন,—'মুখটা তোর শুকনো শুকনো লাগছে ক্ষেত্রগোপাল,—জ্বর হয়েছিল?—যদি বলি 'না',—রেহাই নেই। নাড়ী দেখে বলবেন,—'নাড়িতে চোরা-জ্বর রয়েছে।'—আর সে কী নাড়ী ঝাঁকা।—মনে হবে কব্জিটা বুঝি গেল ভেঙ্গে।

চিন্ময়। ইন্টারেস্টিং!

ক্ষেতু। যদি বললেন,—উহু-হু-হু কব্জি গেল ;—বলবেন,—"জ্বরের ওষুধটি খেয়ে ন্যাও আগে, সঙ্গে কব্জির ব্যথার ওষুধও দিচ্ছি, পনেরো মিনিট পরে খেও।—হ্যাঁ,—খাবার আগে বেশ করে মুখ ধুয়ে খেও।"

চিন্ময়। নাঃ, তোমাদের বাঁধের দৃশ্য তো তাহলে আজ আমাকে দেখতেই হচ্ছে।—চলো হে, পথটা একটু দেখিয়ে দেবে চলো।

ক্ষেতু। পথটা ?—বলছেন ?—তবে আমি ঐ দূর থেকে দেখিয়ে দিয়েই পালিয়ে আসবো কিন্তু ডাক্তারবাবু। ও হোমাপাখীবাবুর বাড়ীর কাছ পর্যন্ত যেতে পারব না।

চিন্ময়। (হেসে) আচ্ছা আচ্ছা তাই হবে। চলো—

দ্বিতীয় দৃশ্য

(জনার্দন রায়ের বাড়ীর সম্মুখস্থ বাগান। বাগানে একটা কাঠের বেঞ্চ আছে।—বাড়ীর একতালার জানালার ধারে দাঁড়িয়ে গান করছিল একটী তরুণী। চিন্ময় গানটা শুনতে শুনতে কখন যে বাগানে ঢুকে বেঞ্চে বসে পড়েছে তা বোধহয় ওর নিজেরই খেয়াল ছিল না। গান শেষ হতেই চিন্ময় উঠে দাঁড়াল। এবং সেই মুহূর্তে ওধার থেকে এসে ঢুকলো একটি যুবক,—নাম অজয়। ততক্ষণে তরুণীটি জানালা ছেড়ে অন্তর্হিত হয়ে গেছে।)

অজয়। কে ?

চিন্ময়। (চমকে) আরে !—অজয়বাবু আপনি !—আপনাদের বাড়ী নাকি এটা ?—ওঃ কতোকাল বাদে দেখা।

অজয়। কে আপনি ?

চিন্ময়। চিনতে পারছেন না আমাকে?—আশ্চর্য!—চিন্ময় চিন্ময়-কুমার,—বাঃ, একসঙ্গে মেডিকেলে পড়লুম।

অজয়। কি চান এখানে?

চিন্ময়। চাইবো আর কি।—গানটা শুনে বড় ভাল লাগছিল, অন্য-মনস্ক ঢুকে পড়েছি,—হঠাৎ আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।—আপনি কি সত্যিই চিনতে পারছেন না এখনও আমাকে?—কী আশ্চর্য!

অজয়। আশ্চর্য আমিও বড কম হচ্ছি না!—বলা নেই কওয়া নেই আপনি একজন ভদ্রলোকের বাড়ীর মধ্যে ঢুকে এসেছেন কোন হিসেবে?

চিন্ময়। আচ্ছা, রমেশকে মনে আছে তো?—আপনার সঙ্গে হোষ্টেলে এক ঘরে থাক্‌তো—

অজয়। আপনার পরিচয় জানবার জন্যে আমার একটুও আগ্রহ নেই। আপনি যেতে পারেন।

চিন্ময়। দেখুন—

অজয়। Out, out immediately!

(অজয়ের দিকে কিছুক্ষণ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে চিন্ময় বেরিয়ে যায়। সেই মুহূর্তে ভেতর থেকে তরুণীটি এসে অজয়েব পাশে দাঁড়ায়।)

সুনন্দা। কাকে অমন কোরে ধমকাচ্ছিলেন অজয়বাবু?—ঐ ভদ্র-লোকটিকে নাকি?

অজয়। ভদ্রলোক?—ভদ্রলোক কাকে বলছেন আপনি সুনন্দা দেবী? যতসব লোফার, যতসব নোংরা লোক এসে জুটেছে এখানে!—লোকটাকে দেখেছেন?—চিনে রাখা দরকার। আবার কোনদিন হয়তো এসে হাজির হবে। ভবিষ্যতে দেখলে লোফারটাকে চিনতে পারবেন তো?

সুনন্দা। ভদ্রলোককে দেখিনি তো ভাল কোরে।—দূর থেকে কেবল

পিঠের দিকটাই নজরে পড়েছে। কেন বলুন তো?—কি করেছেন লোকটি?

অজয়। রাস্কেল ঐ বেঞ্চটায় বোসে আপনার গান শুনছিল। জিজ্ঞেস করলুম,—কাকে চান আপনি? সে কথার কোন জবাব না দিয়ে লোফারটা বলে কিনা,—'মেয়েটি তো দিব্যি গান গায়! বয়েসটা নিশ্চয়ই কাঁচা!' তারপর যা সব বললে, সে আর আপনার সামনে উচ্চারণ করা যায় না। মনে হোল,—জুতো মেরে রাস্কেলের মুখ ছিঁড়ে দিই।

সুনন্দা। লোকটা পাগল নয় তো?

অজয়। পাগল নয় পাগল নয়, পাকা বদমাস! মুখ দিয়ে ভরভর কোরে মদের গন্ধ বেরুচ্ছিল মাতালটার! আবার বলে কি না,—'আমার নাম চিন্ময়কুমার। দেখে নেবে তোমাকে।'—

সুনন্দা। ভারী বদ্‌লোক তো।

অজয়। ভ'রী বদলোক,—ভারী বদলোক।

সুনন্দা। পেছন থেকে আবছা যেটুকু দেখেছি,—বেশ কিন্তু ভদ্র-লোকের মত চেহারা।

অজয়। ঐ তো,- চেহারাটাই তো ওদের asset! ঐ চেহারা ভাঙ্গিয়েই তো ওরা কতো ভদ্রলোকের সর্বনাশ করছে।

সুনন্দা। ভাগ্যিস প্রথমেই আপনার নজরে পড়েছিল। তা না হলে....কি দেখছেন?

অজয়। শাড়ীটা আপনাকে কী চমৎকার মানিয়েছে!

সুনন্দা। এ শাড়ীটা তো আপনারই দেওয়া। সেই আমার জন্ম-দিনে? মনে পড়ছে না বুঝি? বাঃ!

অজয়। এই যে চমৎকার মানানো, এ-ব্যাপারে শাড়ী যে কেনে, তার কোন বাহাদুরী নেই। যে বিক্রী করে, তারও নয়। এমন কি যে

তাঁতী বুনেছে, যে চাষা তুলোর চাষ করেছে,—কারুর কোন কৃতিত্বই নেই এতে।

সুনন্দা। কারুরই না?

অজয়। কেবল একজনের।

সুনন্দা। কার?

অজয়। যিনি তাকে পরিধান করেছেন।—যে বরাঙ্গনার অঙ্গস্পর্শে শো-কেশের নিষ্প্রাণ শাড়ী প্রাণ পেয়েছে।

সুনন্দা। বাঃ!—আপনার কিন্তু কবিতা লেখা উচিত। হাত মন্দ নয়।

অজয়। হাত তো মন্দ নয়, কিন্তু বরাৎ মন্দ।

সুনন্দা। কিসে?

অজয়। তার উত্তরটা ভবিষ্যতের জন্যেই মুলতুবি থাক। বর্তমানের আর্জি,—চলুন না বাঁধের ধারে একটু ঘুরে আসা যাক্।

সুনন্দা। বাঁধের ধার?—বেশ তো।—একটু দাঁড়ান, আমি ভেতরে কালোকে বলে আসি যে, বাবা ফিরলে ও যেন বাবার চা-টা করে দেয়।

অজয়। আচ্ছা।—

সুনন্দা। আমি এখুনি আসছি।

অজয়। আচ্ছা।

(সুনন্দা বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করে। অজয় সবেমাত্র একটা সিগারেট ধরিয়েছে, এমন সময় ভ্রমণান্তে বাইরের দিক থেকে প্রবেশ করেন সুনন্দার পিতা জনার্দন রায়।)

জনার্দন। আরে, এমন বাইরে দাঁড়িয়ে? এরি মধ্যে চললে নাকি হে অজয়?

অজয়। আজ্ঞে যাইনি।—যাবো।

জনার্দন। আরে কোথায় যাবে আবার,—বোসো বোসো। চা খাবে?

অজয়। আজ্ঞে না।

জনার্দন। (কাঠের বেঞ্চে বসতে বসতে) তোমার গলাটা যে ভারী ভারী লাগছে অজয় ?—ঠাণ্ডা লেগেছে ?

অজয়। কৈ না তো·······আজ্ঞে একটু লেগেছে।

জনার্দন। হুঁ !—হুঁ ! হুঁ !—আমার চোখ-কানকে ফাঁকি দেবে বাবা ?—A perfect case of Rustux.—নন্দা।

(নেপথ্যে সুনন্দা :—'যাই বাবা'।)

জনার্দন। ওরে, কেলেটাকে দিয়ে আমার ওষুধের বাক্সটা পাঠিয়ে দিস তো মা। আচ্ছা অজয়, বোসো। (বাধ্য হয়েই অপ্রসন্ন মুখে অজয় পাশে বসে) বলতো,—একটি ছেলে, তার ক্ষিধে হচ্ছে না কিছুতেই। মুখে কিছুতেই রুচি নেই। যাকে বলে ক্ষুধা একেবারে লুপ্ত।—লক্ষণ হল,—ছেলেটি পড়াশুনোয় অমনোযোগী, ঘুড়ির মধ্যে পঙ্খীয়াল ঘুড়ি বেশি পছন্দ করে,—লাট্টুর মধ্যে খড়বড়িয়াল।—লুকিয়ে তেঁতুলের আচার চুরি করে খায়,—পায়রার পালখ দিয়ে কানে সুড়সুড়ি দেয়।—বলতো, এ-রুগীর ওষুধ কি ?

অজয়। রোগটা হল Loss of appetite ?—মানে অক্ষুধা ?

জনার্দন। আরে দূর অক্ষুধা। অক্ষুধা তো বারো হাজার রকম আছে। লক্ষণটা বোঝো।—ঘুড়ির মধ্যে পঙ্খীয়াল, লাট্টুর মধ্যে খড়বড়িয়াল, পায়রার পালখে কানে সুড়সুড়ি।—বলো দিকি, কেমন হোমিওপ্যাথী শিখেছ তুমি ?

অজয়। (ভেবে) অ্যানটিম্ ক্রুড্ ?

জনার্দন। তুমি একটি ক্রুড।—জেন্সিয়ানা লুটিয়া।—খাবার আধঘণ্টা আগে আধটি ফোঁটা।—সঙ্গে সঙ্গে পাচকরস একেবারে হড়-হড় কোরে গড়িয়ে আসবে পাকস্থলীতে,—ছেলে এক-পো চালের ভাত চেটেপুটে

খেয়ে বলবে,—আর একটু দুধ মেখে খাবো !—হ্যা-হ্যা-হ্যা।

(ইতিমধ্যে সুনন্দার ~~ও তৎপশ্চাৎ~~ ওষুধের বাক্সসহ ~~কেলে নামক ভৃত্যের~~ প্রবেশ। ~~কেলে বাক্সটি সুনন্দার হাতে তুলে দেয়~~।)

~~সুনন্দা। আচ্ছা, কালো তুই যা। তোকে আর দরকার নেই।~~

[~~কেলের প্রস্থান~~

জনার্দন। এই যে এসেছিস নন্দা।—আচ্ছা দাও তো মা বাক্সটা।—আর কুলকুচোর জল আনোনি কৈ ?—এই—এই তো ভুল !—নোংরা জিভে ওষুধ খাবে,—আর result না হলেই বলবে,—ধুত্তোর হোমিওপ্যাথী, চললুম ঐ য়্যালোপ্যাথদের ছুঁচ ফোটাতে। কেলে—এই—এই কেলে—এ—এ !

সুনন্দা। আমি আনছি বাবা এখনি। [প্রস্থান

জনার্দন। আহা তুই কেন ?—কেলেটাকে বলতে পারিস না ? কেলেটা কি খালি মাইনে নেবে আর পড়ে পড়ে ঘুমোবে ?—(ওষুধ খাছেন বিড়বিড় কোরে) Rustux,—Rustux, Rustux !—আচ্ছা,—বল্ তো ব্যাটা কেলে,—এই যে তুই উনুনে আগুন দিস্ রোজ,—ফট্ কোরে একদিন তোর চোখে পড়লো কয়লার ছাই !—কি করবি ?

(চমকে উঠে জনার্দনবাবুর ভুলটা ভেঙ্গে দেবার চেষ্টা করে অজয়—)

অজয়। আজ্ঞে, আমি—

(ঘাড় হেঁট কোরে জনার্দন একমনে ওষুধ খুঁজছেন)

জনার্দন। 'আজ্ঞে আমি' নয়।—এগুলো জেনে রাখা দরকার। যেই না ছাই পড়লো,—অমনি চোখে চট কোরে দিবি দই,—দই, বুঝলি ?—তারপর দশ ফোঁটা ক্যালেণ্ডুলা এক ছটাক জলে না মিশিয়ে, লাগাবি চোখের ওপর পট্টি।

(অজয় আবার চেষ্টা করে)

অজয়। কিন্তু....

(কিন্তু তার সব চেষ্টা নিষ্ফল। চেঁচিয়ে ওঠেন জনার্দন—)

জনার্দন। কিন্তু-ফিন্তু নেই।—ওরে ব্যাটা কেলে, এতে আর কিন্তু-ফিন্তু নেই। চোখ আগে না চাকরি?...চক্ষুরত্ন বড় রত্ন বাবা, বুঝলি? এই স্থাথ,—একে বলে ক্যালেণ্ডুলা! (ওষুধের বাক্স থেকে ক্যালেণ্ডুলার ছোট্ট শিশিটি তুলে দেখাতে গিয়ে মুখ তুলেই চমকে ওঠেন!)—কে? —ওঃ অজয়!

(জলের গ্লাস সহ সুনন্দার প্রবেশ)

জনার্দন। দেখেছিস্ মা নন্দা, একটা কাণ্ডমাণ্ড করে ফেলেছি। অন্যমনস্ক—ওষুধ বাছতে বাছতে অজয় বাবাজীকেই কেলে ব্যাটার সঙ্গে গুলিয়ে ফেলেছি।

সুনন্দা। (ঠাট্টার সুরে) A perfect case of ক্লোরাম্!

জনার্দন। য়্যাঁ?

সুনন্দা। বলছি,—তোমার চিকিৎসার ভার এবার আমাকেই নিতে হবে দেখছি। ক্লোরামই হচ্ছে তোমার ওষুধ।

জনার্দন। ক্লোরাম্!—না, না, তুই বোধহয় একটু বেশি সাবধান হচ্ছিস।—নিজের নাম ভুললে তবে তো ক্লোরাম্।—আমার বোধ হয় 'ব্যারাইটা কার্বে'ই চল্‌বে। কি বলো তোমার গিয়ে—

অজয়। (তাড়াতাড়ি) অজয়।

জনার্দন। অজয়।

সুনন্দা। আচ্ছা সে পরে হবেখন বাবা। এখন অজয়বাবুকে কি ওষুধ দেবে দাও।

জনার্দন। (বাক্সে মন) হ্যাঁ, ঠিক মনে করে দিয়েছিস মা। বড্ড ভুলে যাচ্ছিলুম।....কিন্তু আগে যে একটু দই চাই মা।

সুনন্দা। দই?

জনার্দন। হ্যাঁ, দই।—আগে দই, তারপর ক্যালেণ্ডুলা!…এক ছটাক জলে ১০টি ফোঁটা।

অজয়। আজ্ঞে আমি অজয়। আমার Rustux.

জনার্দন। (ওষুধ বাছছেন) ও হ্যাঁ—হ্যাঁ,—তুমি অজয়, তোমার রাসটক্স।—রাসটক্স, রাসটক্স, রাসটক্স!—

(বিড়বিড় করতে করতে ওষুধ বেছে চলেন। সুনন্দা হেসে জলের গেলাসটা অজয়ের হাতে তুলে দেয়।)

তৃতীয় দৃশ্য

(ক্ষেত্রগোপালের কুঁড়ের ভেতর দিকের উঠোন। রকের ওপর বসে আছে ক্ষেতু ও চরণ। ক্ষেতু বড্ড মুষড়ে পড়েছে। কাঁদছে। চরণ তাকে অনেকক্ষণ থেকে শান্ত করবার চেষ্টা করছে।)

চরণ। কি হচ্ছে কী ক্ষেতুদা,—নেয়ে খেয়ে নেবে চলো।

ক্ষেতু। মেয়েটা কি আমার বাঁচবে চরণ?

চরণ। এই ভাখো।—বাঁচবে নাই বা কেন?—ডাক্তারবাবুর মতন লোক দেখছেন,—খাঁটি ওষুধ পেটে পড়ছে, বাঁচবে না কি রকম?

ক্ষেতু। ডাক্তারবাবু যা করছেন,—মেয়েটা যদি বাঁচে তো সে ঋণ আমি সারা জীবন দিয়ে শোধ করবো।—আমি তো আর ঘরে থাকতে পারি নে।—পালিয়ে পালিয়ে এসে এইখানে বসে থাকি। মেয়েটার যাতনা চোখে দেখা যায় না।

সুনন্দা। কি হলো ক্ষেতুদা? (সুনন্দার প্রবেশ)

চরণ। এই যে দিদিমণি,—বলুন তো ক্ষেতুদাকে,—অসুখ করেছে সেরে যাবে,—কি বলুন?

সুনন্দা। নিশ্চয়ই। নিশ্চয়ই সেরে যাবে। কিন্তু এমনটা যে হয়েছে—আমি আজ প্রথম শুনলুম। শুনেই ছুটে আসছি।—

চরণ। এই দেখুন না দিদিমনি, ক্ষেতুদা একেবারে নাওয়া-খাওয়া ছেড়ে দিয়েছে।—যাও না ক্ষেতু দা, আমরা তো সব রয়েছি। তুমি নেয়ে এসোগে।

সুনন্দা। যাও ক্ষেতুদা।

ক্ষেতু। যাই··· (যেতে যেতে আবার ফুঁপিয়ে ওঠে ক্ষেতু। তারপর চোখ মুছতে মুছতে চলে যায়।)

চরণ। ডাক্তারবাবু ক'দিন ধোরে যা করছেন দিদিমনি,—এমন কেউ কারুর জন্যে করে না। আজ ক'দিন চোপর রাত জাগছেন।

সুনন্দা। সবই শুনলুম তিনকড়ির কাছে। তা আমাকে তো কেউ একটা খবর দাওনি। একটা বাইরের মানুষ এসে এত করছেন, আমাদেরও তো এসে দাঁড়ানো উচিত।

চরণ। তোমার শরীরটা ভাল ছিল না, তাই আর বিরক্ত করিনি।

(ঘরের ভেতর থেকে চিন্ময় বেরিয়ে আসে উঠোনে।)

চিন্ময়। ক্ষেতু?

চরণ। ক্ষেতুদাকে পাঠালুম নাইতে।—কি চাই ডাক্তারবাবু?

চিন্ময়। ক্ষেতুকে বলো এক কাপ চা খাওয়াতে।···তার মেয়ের আর কোন ভয় নেই।

চরণ। পদী যদি বাঁচে তো সে শুধু আপনারই দয়ায়।

চিন্ময়। যদি বাঁচে মানে?···বেঁচে গেছে।

চরণ। সত্যি!—ক্ষেতুদাকে ডেকে আনি।·· কথাটা ওকে একবার শুনিয়ে দ্যান ডাক্তারবাবু,—নিজে-মুখে শুনিয়ে দ্যান।—ক্ষেতুদা! ও ক্ষেতুদা। [প্রস্থান

সুনন্দা। নমস্কার।

চিন্ময়। (এতক্ষণে সুনন্দার দিকে নজর পড়ে) নমস্কার।

সুনন্দা। চরণদার এবং গ্রামের আরো অনেকের মুখে আপনার কথা অনেক শুনেছি। গরীবের জন্তে এতখানি করবার লোক তো সহজে মেলে না। কী বলে যে আপনাকে ধন্যবাদ দেব।

চিন্ময়। থাক্ থাক্,—ধন্যবাদ দিতে হবে না। আপনি বসুন।

(দুটি মোড়ার দিকে আঙুল দেখিয়ে চিন্ময় নিজে একটায় বসলো, সুনন্দা আর একটায়।)

চিন্ময়। আপনার সঙ্গে পরিচয় হল না তো এখনো।

সুনন্দা। পরিচয় এমন কোরে এখানে হবে না।—একদিন কিন্তু আমাদের বাড়ীতে যেতে হবে। কবে যাবেন বলুন।—এখান থেকে বেশি দূর নয়। বড় জোর ১০।১২ মিনিটের পথ।

চিন্ময়। বেশ তো। আপনাদের বাড়ীটা কোনখানে বুঝিয়ে দিন তো।

সুনন্দা। হাটের রাস্তাটা আপনার জানা আছে তো? ঐ রাস্তা ধরে সিধে চলে যাবেন—

চিন্ময়। আচ্ছা—

সুনন্দা। হাট যেখানটায় বসে—

চিন্ময়। হুঁ—

সুনন্দা। সেখান থেকে খানিকটা গেলেই বাঁধের রাস্তায় ঠিক মুখেই আমাদের বাড়ী। ও-অঞ্চলে ঐ একটিমাত্র দোতলা বাড়ী। সুতরাং চিনতে আপনার একটুও কষ্ট হবে না।

চিন্ময়। বাড়ীর সামনে একটু বাগান আছে?

সুনন্দা। হ্যাঁ হ্যাঁ।

চিন্ময়। একটা বেঞ্চ?

সুনন্দা। হ্যাঁ ঠিক ধরেছেন।—কি কোরে জানলেন আপনি? কোন দিন ওদিকে গেছলেন নাকি?

চিন্ময়। হ্যাঁ গেছলুম।—শুধু ওদিকে নয়, ঐ বাড়ীতেই।

সুনন্দা। আমাদের বাড়ীতেই?—কি অবাক কাণ্ড! ডাকেন নি কাউকে?

চিন্ময়। ডাকবার দরকার হয়নি।—ডাকবার আগেই যে অভ্যর্থনাটি লাভ করেছি সেদিন বিকেলে,—

সুনন্দা। আপনার নামটি শুনতে পাই কি?

চিন্ময়। ক্ষেতু-চরণের মুখে সব শুনছেন, আর আমার নামটিই শোনেন নি?

সুনন্দা। শুনতে চেয়েছিলুম। ওরা বলতে পারেনি। ডাক্তারবাবুরও যে একটা নাম থাকতে পারে, সেটা ওরা বোধ হয় ঠিক ভাবতে পারেনি।

চিন্ময়। আমার নাম চিন্ময়কুমার।

সুনন্দা। (দাঁড়িয়ে ওঠে) ওঃ, আপনিই তাহলে তিনি!—

চিন্ময়। নামটা শুনে আপনি যেন হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠেছেন বলে মনে হচ্ছে!

সুনন্দা। কিছুই কি অনুমান করতে পারছেন না?

চিন্ময়। যদি বলি, না।—যদি বলি, সেদিনের ঐ আচরণের কোন সঙ্গত কারণ আমি আজো খুঁজে পাচ্ছি না?

সুনন্দা। কোন ভদ্রমহিলা সম্বন্ধে অভদ্র উক্তি করবার পরেও কোনো বাড়ী থেকে ওর চেয়ে ভাল অভ্যর্থনা আশা আপনি করেন নাকি?

চিন্ময়। ভদ্রমহিলা সম্বন্ধে অভদ্র উক্তি!

সুনন্দা। একটু মনে করে দেখুন চিন্ময়বাবু।

চিন্ময়। মনে করে দেখবো?

সুনন্দা। আপনার দেখছি স্মরণ নেই।—আর স্মরণ না থাকবারই কথা।—কারণ আপনি তো তখন ঠিক প্রকৃতিস্থ ছিলেন না।

চিন্ময়। প্রকৃতিস্থ ছিলাম না!—কার কথা বলছেন আপনি?

সুনন্দা। আপনার কথাই বলছি চিন্ময়বাবু।

চিন্ময়। আমার কথা?....ওঃ বুঝেছি,—অজয়বাবু আপনাদের তাই বলেছেন বুঝি?

সুনন্দা। আপনি অজয়বাবুকে চিনলেন কি কোরে?

চিন্ময়। সহপাঠী সহপাঠীকে যে কোরে চেনে।—তাছাড়া ওঁকে বিশেষ কোরে চেনবার একটু কারণও আছে।—কিন্তু যাক্ সে কথা।—আমার সম্বন্ধে আপনার ধারণা ভাল হলেই বা কি, আর মন্দ হলেই বা কি। আপনার সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল না এতদিন,—মনে করে নিলেই হবে,—এখনও পরিচয় হয়নি।

(ক্ষেতুর প্রবেশ)

ক্ষেতু। ডাক্তারবাবু, পদী আমার সত্যি বেঁচে গেল?

চিন্ময়। গেল গো।

ক্ষেতু। তবে অমন নিঝ্‌ঝুমটি কেন?

চিন্ময়। ঘুমের ওষুধ দিয়েছি; ঘুমোচ্ছে।

সুনন্দা। ক্ষেতুদা, আমি ভেতরে যাচ্ছি।

[সুনন্দার প্রস্থান

ক্ষেতু। (সুনন্দার গমনপথের দিকে তাকিয়ে) আহা,—এমন দয়ার শরীর ডাক্তারবাবু, এক আপনি আর দুলাল দাদাবাবু ছাড়া মিলবে না

কোথাও। দিদিমনি আমাদের এই চাষী-দুঃখীদের কী দয়াই যে করেন।

চিন্ময়। তাই নাকি?

ক্ষেতু। আমাদের যত চাষীদের ঘরের মেয়েগুলো,—সে তো ওঁর দয়াতেই দু' পাতা পড়তে শিখেছে,—দুটো সহবৎ শিক্ষে করেছে।

চিন্ময়। ওঃ, উনি ওদের পড়ান বুঝি?

ক্ষেতু। আজ্ঞে হ্যাঁ ডাক্তারবাবু;—দিদিমনি আমাদের সাক্ষাৎ মা সরস্বতী। মেয়েগুলোকে আমাদের কী সব শক্ত-শক্ত শিক্ষেই যে দিয়েছেন, শুনলে পেত্যয় হবে না! সেদিনকে মেয়েটা আমাকে গড়গড় করে বুঝিয়ে দিলে, মানুষ আগে কিরকম জন্তু-জানোয়ারের মতন ছিল, তারপর একটু একটু কোরে কেমন কোরে সব্যভব্য হল। আচ্ছা, সত্যি কথা ডাক্তারবাবু? আমাদের বাপ-পিতেমোর বাপ-পিতোমো, তেনাদের বাপ-পিতেমোর গায়ে লম্বা লম্বা লোম ছেল?—হাতে নখ ছেল বড় বড়?....কাঁচা মাংস খেত? —আমার মেয়েটা তো তাই বললে।

চিন্ময়। ঠিকই বলেছে।—লোম আর এখন নেই বটে,—কাঁচা মাংসও খায় না,—কিন্তু সংসারে মানুষ-জানোয়ারের এখনও অভাব নেই ক্ষেতু।—আচ্ছা অজয়বাবুকে চেন?—অজয় গাঙ্গুলী?

ক্ষেতু। খুব চিনি। অজয় দাদাবাবু তো?

(এই সময় চরণ ঢোকে চা ও নারকেল নাড়ু নিয়ে)

ক্ষেতু। এই যে চরণ,...ডাক্তারবাবু অজয় দাদাবাবুর কথা জানতে চাইছেন।

চরণ। (চা রাখতে রাখতে) অজয় দাদাবাবু?—আমাদের হোমো-প্যাথীবাবুর কাছে ডাক্তারী শিখতে আসেন।....এই তো আমাদের পাশে একটি গেরাম, তার দুটো গেরাম পরেই থাকেন। বড় মেজাজী লোক

ডাক্তারবাবু,....কথায় কথায় চার ছ'আনা পয়সা পকেট থেকে ফট্ কোরে বের কোরে ছান্।

(সুনন্দার পুনঃ প্রবেশ)

সুনন্দা। ক্ষেতুদা, এখন চলি। আজ আবার দুলাল আসবে কি না কোলকাতা থেকে। ও-বেলা এসে আবার খবর নিয়ে যাবো তোমার মেয়েব।

ক্ষেতু। ওঃ ..দুলাল দাদাবাবু আসবেন ?

সুনন্দা। হ্যাঁ।...সেইজন্যেই তো তাড়াতাড়ি উঠছি।....চলি।

ক্ষেতু। দাঁড়ান দিদিমনি, আপনাকে একটু এগিযে-দিয়ে আসি।... ও চরণ, তুই তো রইলি। একটু দেখিস ভাই,...ডাক্তারবাবুব যেন কোন রকম ব্যাঘাত না হয়। চলেন দিদিমনি।

(ওরা চলে যায়। যাবার আগে সুনন্দা একবার তাকিয়ে যায় চিন্ময়ের দিকে। ওরা চলে যেতেই চিন্ময় ডাকে—)

চিন্ময়। দুলালটি কে চরণ ?

চরণ। হোমোপাথীবাবুর বাড়ীর কিছুটা তফাতে থাকেন। কোলকাতায় থেকে লেখাপড়া করছেন বছর দুই হল। দিদিমনি আর দুলালদাদাবাবু...আহা! এনারা দুজনেই তো গ্রামের সব। ..দুজনকে দেখলে কে বলবে যে ওনারা মায়ের পেটের ভাই-ভগ্নী নন।....চা-টায় চুমুক দেন ডাক্তারবাবু।

চিন্ময়। (চায়ে চুমুক দিয়ে) আচ্ছা, ঐ অজয়বাবুর সঙ্গে তোমাদের ঐ দিদিমনির সম্পর্কটা কি ?

চরণ। এই দেখুন কথা!....আমাদের হোমোপাথীবাবুর জামাই হবেন গো অজয়বাবু। শীগ্‌গীরই...

(চায়ের কাপ রেখে চিন্ময় উঠে দাঁড়ায়)

চিন্ময়। অজয়!…অজয়ের সঙ্গে?

চরণ। নারকেল নাড়ুটা মুখে দিলেন না ডাক্তারবাবু?

চিন্ময়। (অন্যমনস্ক) উঁ?…ওঃ, হ্যাঁ।

(চিন্ময় আবার মোড়ায় বসলো।)

চতুর্থ দৃশ্য

(জনার্দন রায়ের বাড়ীর সম্মুখস্থ বাগান। বেঞ্চে বসে জনার্দন কি একটা হোমিওপ্যাথী বইয়ে ডুবে আছেন। দুলাল নামে একটি তরুণ ছেলে অস্থির ভাবে একবার বসছে এবং একবার উঠে পায়চারি করছে। হাতে তার পাকানো একটা বড় কাগজ। জনার্দন মাঝে মাঝে দুলালকে নিরীক্ষণ করছেন।)

দুলাল। দূর ছাই! নন্দাদি গেছেন কোথায় কাকাবাবু?

জনার্দন। কে জানে?…মেয়ে কি কিছু বলে যায় যে, হ্যাঁ বাবা ওখানে যাচ্ছি,…অমুক সময় ফিরবো।

দুলাল। বড় অন্যায়। আমি একেবারে স্টেশনে নেমেই ছুটতে ছুটতে সোজা বাড়ীতে এসে মাকে কোনরকমে একটা পেন্নাম ঠুকেই কোথায় ছুটে আসছি নন্দাদির সঙ্গে দেখা করতে,…আর তিনিই নেই?…এত রাগ ধরে!

জনার্দন। এমন একটুতেই রাগ কি তোমার মাঝে মাঝেই ধরছে নাকি হে দুলাল?

দুলাল। কেন বলুন তো?

জনার্দন। তাহলে তুমি একবার 'ইগ্নেসিয়া ২০০' ট্রাই দিয়ে দেখতে পারো।—

দুলাল। আজ্ঞে না, রাগটা আজই প্রথম ধরলো।

জনার্দন। (হতাশ) ওঃ!

দুলাল। এই দেখুন না,—কোলকাতায় হোস্টেলে বোসে আমাদের দ্বি বার্ষিকী পরিকল্পনার প্ল্যান-ট্যান কম্প্লিট্ কোরে নন্দাদিকে দেখাবার জন্যে হাঁপাতে হাঁপাতে আসছি,—আর তাঁরই পাত্তা নেই?—কোনো চাড় নেই, জানেন কাকাবাবু,—কোনো চাড় নেই ওর। শুধু মুখেই বড় বড় লেক্‌চার—গ্রামোন্নয়ন করেঙ্গা, গ্রামোন্নয়ন করেঙ্গা!

জনার্দন। দ্যাখো দুলাল, তুমি যে এই সকালের গাড়ীতেই আসবে, তা ও' জানবে কেমন কোরে বলো?

দুলাল। তা' অবশ্য বটে।

জনার্দন। তাহলে তুমি ভুল কোরে রেগেছ?

দুলাল। আজ্ঞে তা একটু—

জনার্দন। তাহলে ঐ ইগ্নেসিয়া টু-হাণ্ড্রেড্‌টা একবার ট্রাই দিয়েই দেখ না বাবা।—বলবো কেলেব্যাটাকে আমার ওষুধের বাক্সটা দিয়ে যেতে?

(এই সময়ে সুনন্দা এসে ঢোকে। দুলাল লাফিয়ে ওঠে। জনার্দন হতাশ হয়ে আবার বইয়ে মনোনিবেশ করেন।)

দুলাল। এই যে, এই যে নন্দাদি,—বাঃ!

সুনন্দা। আরে দুলাল!—তুই এর মধ্যে?

দুলাল। তুই এর মধ্যে!—কোনো যদি কাণ্ডজ্ঞান থাকে তোমার

নন্দাদি ! আধঘণ্টার ওপর দাঁড়িয়ে আছি তোমার জন্যে। কি বলুন কাকাবাবু ?

জনার্দন। আধঘণ্টার বেশিই হবে।—তবে দাঁড়িয়ে নয় সবক্ষণ।—অর্ধেকটা দাঁড়িয়ে, অর্ধেকটা বোসে।

সুনন্দা। কি খবর ?—এর মধ্যে কলেজের ছুটি পড়ে গেল ?

দুলাল। না। Test হয়ে গেল তো। দিনকতক তাই ঘুরে যেতে এলুম। গ্রামে নাকি চারদিকে বড্ড জ্বর-জারি দেখা দিয়েছে ?

সুনন্দা। তোর তো মরশুম্।—এইবার কোমর বেঁধে লেগে যা নার্সিং করতে।

দুলাল। পাগল নাকি !—সাম্‌নেই ফাইন্যাল পরীক্ষা।—এখন কি আর আজেবাজে কাজে সময় নষ্ট করা যায় ?

সুনন্দা। বেশ, দেখাই যাবে।—হাতে ওটা কি ?

দুলাল। আমাদের দ্বি-বার্ষিকী পরিকল্পনার প্ল্যান্।

সুনন্দা। করে ফেলেছিস ?

দুলাল। সিওর।—এই ছাখো (খুললো)—বুঝতে পারছো—এই আমাদের গ্রাম।—এই তোমাদের বাড়ী ;—এই হচ্ছে নদীর বাঁধ ;—এই আমাদের বাড়ী।

সুনন্দা। এটা কী ?

দুলাল। ফ্রী স্কুল।

সুনন্দা। বাঃ বেশ আঁকাটা তো হয়েছে। এটা ?

দুলাল। লাইব্রেরী।

সুনন্দা। এটা কী রে ?

দুলাল। হুঁ হুঁ,—ঐটেই তো grannary of this অঞ্চল। কলমীতলা, বেলডাঙ্গা, আইশমালী,—এই তিনটে গ্রামের কেন্দ্রীয় শস্যভাণ্ডার।

—ঐখানে সমস্ত চাষী তাদের ক্ষেতের ফসল জমা দেবে। তার বদলে তাদের খাতায় জমা পড়বে,—এত ধান, কি এত ডাল, কি এত সরষে। তারপর····সেসব ধীরেসুস্থে সব বোঝাবো তোমাকে আজ দুপুরে।

সুনন্দা। আর এই যে, এটা?

দুলাল। ওটা হচ্ছে সমবায় পদ্ধতিতে তৈরী আলুর ক্ষেত। চাদাও আলুর চাষ কোরে যাব আমরা।—আলুর মতন তরকারী আছে?—তরকারীর ব্যাপারে আমাদের এ-অঞ্চলকে একেবারে সেল্‌ফ্‌ সাফিসিয়েন্ট করে তুলবো।

(জনার্দন হঠাৎ বলে ওঠেন)

জনার্দন। ঐ আলুতে একরকম পোকা হয় দেখেছ দুলাল?

দুলাল। আজ্ঞে হ্যাঁ।

জনার্দন। ইংরেজিতে তাকে বলে 'ডরিফোরা'!—এই পোকা আর স্প্যানিশ-ফ্লাই "ক্যান্থারিস্" প্রায় একরকম দেখতে। ঐ স্প্যানিশ-ফ্লাই থেকে টিংচার তৈরী করে হয় 'ক্যান্থারিস ভেসিকুলারিস'।—ডাঃ হেরিং বলতেন,—'তুমি আগুনে আঙুল পোড়াও।—তাহার পর ক্যান্থারিস্ লোশনে আঙুল ভেজাও।—টেরও পাইবে না যে তোমার আঙুল পুড়িয়াছে! টেরও পাইবে না যে তোমার আঙুল পুড়িয়াছে।'

(বিড়বিড় করতে করতে অন্যমনস্ক জনার্দনের প্রস্থান; এবং পরমুহূর্তেই আবার পুনরাবির্ভাব।)

জনার্দন। ভাল কথা,—নন্দা, দুলাল যদি আজ আমাদের সঙ্গে একসঙ্গে খেত?—মন্দ হত কি?

দুলাল। না কাকাবাবু, বলতে ভুলে গেছি।—মা আমাকে বলতে বলে দিয়েছেন যে, নন্দাদিই বরং আজ আমাদের বাড়ীতে খাবে আমাদের সঙ্গে।

জনার্দন। ওঃ,—তাহলে বাড়ীতে শুধু আমি আর ঐ ব্যাটা কেলে?

(ইতিমধ্যে অজয় এসে উপস্থিত হয়; এবং তাকে দেখে উল্লসিত হয়ে ওঠেন জনার্দন রায়।)

জনার্দন। আরে! এই যে অজয়,—ভেরী গুড!—এসো হে, আজ তোমাতে আমাতে ডাঃ হেরিং-এর বইখানা নিয়ে বসা যাক্।—খেয়ে আসোনি তো?—ভেরী গুড্।—তোমাতে আমাতে একসঙ্গে খাবো।—চলে এসো।

অজয়। আজ্ঞে একটু— (সুনন্দার দিকে করুণভাবে তাকায়)

জনার্দন। চলে এস, চলে এস,—হারী আপ ইয়ং ম্যান।

(জনার্দন রায় বাড়ীর মধ্যে ঢু.ক পড়েন। নিতান্ত অনিচ্ছা-সত্ত্বে অজয়কেও তাঁর অনুগমন করতে হয়।)

দুলাল। কে নন্দাদি?

সুনন্দা। অজয়বাবু।

দুলাল। অজয়বাবু?—ওঃ!—(হেসে) বুঝেছি। ইনিই তিনি?

সুনন্দা। বড় ফাজিল হয়েছিস্ আজকাল!

দুলাল। যাক্ আজ বিকেলে এসে আলাপ করতে হবে:—হ্যাঁ, আর একটি লোকের সঙ্গে আলাপ করতে হবে সবচেয়ে আগে।

সুনন্দা। কে সেই ভাগ্যবান মহাজন?

দুলাল। মহাজনই বটে!—স্টেশনে নেমে থেকে দু-ধারেই কেবল তাঁর সুখ্যাতি শুনতে শুনতে আসছি। যাক্,—আমাদের এ-অঞ্চলে তাহলে, এ্যাদ্দিনে একটা মানুষের মতন মানুষ পাওয়া গেল।

সুনন্দা। উচ্ছ্বাসটা থামিয়ে কে তিনি তাই বল্ না?

দুলাল। এর পরেও বলতে হবে?—চিন্ময় ডাক্তার গো। নাম শোনোনি? বাঃ! সে কি গো?—জমিদার বাড়ীর ডাক্তার চিন্ময়কুমার।

শুনলুম, বিনা ভিজিটে কী খাটুনিটাই না খাটছেন ভদ্রলোক।—ওঃ এই লোকটিকে কিন্তু আমাদের দ্বি-বার্ষিকী প্ল্যানিং কমিটিতে নিতে হবে নন্দাদি। তিনি চেয়ারম্যান, তুমি আর অজয়বাবু জয়েন্ট সেক্রেটারীজ্, আর আমি এক্সিকিউটিভ্ কমিটি।

সুনন্দা। লোকটির গুণ কিছু কিছু আছে অস্বীকার করবার উপায় নেই ভাই ;—কিন্তু—

দুলাল। কি ?-- কিন্তু কি আবার ?

সুনন্দা। সে বরং তুই, অজয়বাবুর সঙ্গে আলাপ হলে, তাঁর কাছ থেকেই শুনিস এক সময়।

দুলাল। এই তো, এই এক ধুক্‌পুকুনির মধ্যে ফেললে।—বলই না বাপু কি ব্যাপার ?

সুনন্দা। লোকটি মাতাল ;—আর শুনলুম দুশ্চরিত্রও।

দুলাল। মাতাল !—দুশ্চরিত্র !—Fact ?

সুনন্দা। Fact ! অজয়বাবুর কাছে শুনিস্ সব।

দুলাল। নাঃ, মনটা বড় খারাপ করে দিলে নন্দাদি। যে উৎসাহ গ্রামে এসেই পেলুম,—সব নষ্ট হয়ে গেল। নাঃ, আজই বিকেলে তাহলে ঐ চিন্ময়বাবুর কাছে যেতে হচ্ছে তো।

সুনন্দা। কেন রে !

দুলাল। গিয়ে স্পষ্ট বলতে হবে যে, যে কোরেই হোক্ আপনাকে ঐ মদ খাওয়াটি ছাড়তে হবে,—এবং চরিত্রটি টুক্ কোরে শুধরে নিতে হবে চট্‌পট্। নৈলে আপনাকে তো আমাদের দলে নিতে পারছি না।

সুনন্দা। আচ্ছা, তুই কি এখনও সেই ছেলেমানুষ রয়ে গেলি দুলাল ? —চ' তোদের ওখানে যাই।

দুলাল। হুঁ। চলো।—মনটা কিন্তু ভারি দমে গেল নন্দাদি। চিন্ময় ডাক্তারটা শেষকালে কিনা চরিত্রহীন!

সুনন্দা। আহা, সে চরিত্রহীন তো তোর কী?

দুলাল। আমার নয়?—তোমারও মন খারাপ হচ্ছে না? অমন একটা গুড্‌হার্টেড্ মানুষ,—তাঁর কিনা এতবড় একটা খুঁৎ।—

সুনন্দা। আঃ! চল্ তো।

দুলাল। চলো।—নাঃ দেখা আমাকে করতেই হবে।

(সুনন্দা ও দুলাল বেরিয়ে যায়। পরক্ষণেই বাড়ীর ভেতর থেকে জনার্দন ও অজয় বাগানে বেরিয়ে আসে।)

জনার্দন। এই ত্যাখো, ওরা চলে গিয়েছে দেখছি।—কথাটা ভেবেছিলুম আজকেই সকলে মিলে বোসে পাকা করে নেব। দ্যাখো........

অজয়। (তাড়াতাড়ি মনে করিয়ে দেয়) আজ্ঞে অজয়।

জনার্দন। হ্যাঁ, অজয়,—তুমি তো প্রায় সব কিছু জানো,—আমার বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়-স্বজন সকলের কাছ থেকেই আমি বিচ্ছিন্ন হয়েছি সেই যৌবনে;—যখন প্রচলিত সামাজিক নিয়ম-কানুনের বিরুদ্ধে আমি আর আমার এক বন্ধু অসবর্ণ বিবাহ করেছিলাম। (বলতে বলতে বেঞ্চে বসেন)

অজয়। শুনেছি আপনার কাছে। কিন্তু আর বন্ধুটি কে—আজো শুনিনি।

জনার্দন। স্কাউন্‌ড্রেল,—স্কাউনড্রেল! তার নামও উচ্চারণ করি না আমি। যাক সে কথা।—দ্যাখো অজয়,—মেয়ে আমার,—বাপ হয়েও বলতে বাধা নেই,—গুণবতী। তবু যে ওর বিয়ের ভাল সম্বন্ধ করতে পারিনি এতদিন, সে শুধু ঐ ওর মা ভিন্ন-বর্ণের মেয়ে ছিলেন বলেই। তা' যখন একেবারে প্রায় হতাশ হয়ে পড়েছি,...ঠিক তখনই ভগবান মিলিয়ে দিয়েছেন তোমায়।

অজয়। এসব কথা আবার কেন তুলছেন?

জনার্দন। দ্যাখো অজয়,...ভগবানের আশীর্বাদে আমার যা আছে, তাতে আমার অবর্তমানে ঐ একটা মেযের রাণীর হ'লেই কেটে যাবে।

অজয়। আজ্ঞে জানি বৈকি।

জনার্দন। একবার ভাবলুম, কি জানি, কবে আছি কবে নেই;.... সম্পত্তিটা নন্দার নামেই লিখে পড়ে দিয়ে যাই। তারপরে ভাবলুম,... নাঃ। দ্যাখো, স্ত্রীর নিজস্ব সম্পত্তি থাকা, আমাদের গেরস্থ ঘরে সে বড় ফ্যাসাদের ব্যাপার হে। ওতে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে ভারী একটা ভুল বোঝা-বুঝির সৃষ্টি হতে পারে হয়ত। তাই ভাবলুম সম্পত্তিটা জামাইয়ের নামে করে দেওয়াই বোধহয় ভাল।

অজয়। আজ্ঞে আপনাদের প্রচুর অভিজ্ঞতা। কথাটা খুবই উঁচুদরের বলেছেন।

জনার্দন। তাহলে তোমাদের বিয়েটার সঙ্গে সঙ্গেই ও-ব্যাপারটাও একেবারে তাড়াতাড়ি কোরে সেরে ফেলা দরকার, কি বল?

অজয়। আজ্ঞে, আপনি যা বলেন।

জনার্দন। আমাদের মহাত্মা হ্যানিম্যান বলতেন, 'রোগকে কদাপি ফেলিয়া রাখিও না। ফেলিয়া রাখিলেই নানা উপসর্গ জন্মাইয়া রোগকে জটিলতর করিয়া তুলিবে।'

অজয়। খুব খাঁটি কথা। আমার একজন চেনা ভাল উকীল আছে। যদি বলেন,—কালই দানপত্রের একটা কাঁচা খসড়া তৈরী করা যেতে পারে।

জনার্দন। ভাল কথা, খুবই ভাল কথা।—

(~~কেলে চাকরের প্রবেশ~~)

কেলে। আপনাদের ভাত কি এখন বাড়া হবে ?

জনার্দন। নিশ্চয়ই। (উঠে দাঁড়ালেন)

[কেলের প্রস্থান

জনার্দন। এ হয়েছে,—তোমার ক্ষিধে পায়নি বাবা অজয় ?

অজয়। আজ্ঞে তেমন কৈ ?

জনার্দন। বেলা ১২টা বেজে গেল, এখনও ক্ষিধে পায় নি !!! নির্ঘাৎ Loss of appetite !—অ্যান্টিম্ ক্রুড্ !—কেলে, ওবে, ভাত এখন থাক্ —আমার ওষুধের বাক্স !—

(জনার্দনের ব্যস্তভাবে প্রস্থান। অজয় তাঁর গমনপথের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, এমন সময় বাইরে থেকে প্রবেশ করলেন একটি মহিলা ঘোমটায় মুখ ঢেকে।)

স্ত্রীলোক। শুনছেন ?

অজয়। কে ?

স্ত্রী। ডাক্তার জনার্দন রায় বাড়ীতে আছেন ?

অজয়। আছেন। কিন্তু আপনি কে ?

স্ত্রী। তাঁর সঙ্গে আমার বিশেষ প্রয়োজন।

(বাড়ীর দিকে গমনোদ্যোগ)

অজয়। যাবেন না। কে আপনি ?

(আগন্তুকা কিছুক্ষণ পিছন ফিরেই রইলেন। তারপর ঘোমটা সরিয়ে সামনে ফিরতেই চম্‌কে উঠলো অজয়।)

স্ত্রী। চিনতে পারছো ?

অজয়। তুমি !!!

স্ত্রী। হ্যাঁ,—আমি।

অজয়। কি কোরে এখানে এলে ?

স্ত্রী। অতি কষ্টে তোমার ঠিকানা জোগাড় করেছি।

অজয়। শীগগির এখান থেকে যাও।

স্ত্রী। যাবো বলে তো আসিনি।

অজয়। বাইরে গিয়ে দাঁড়াও। আমি এখনি যাচ্ছি!—যা বলবার, সেখানে বোলো।

স্ত্রী। তোমায় কোনো কথা বলতে আমি তো আসিনি।

অজয়। এখান থেকে যাও, লক্ষ্মীটি।

স্ত্রী। লক্ষ্মীটি? (মৃদু হাসি)—বেশ শোনালো তো। আবার বলো, —লক্ষ্মীটি!

(~~কেলের প্রবেশ। হাতে জলের গ্লাস~~)

কেলে। বাবু ~~ওষুধ নিয়ে বসে~~ আছেন। ~~বললেন, মুখ ধুয়ে ভেতরে যেতে~~। এই নিন মুখ ধোবার জল।

অজয়। যাচ্ছি, তুই যা।

[~~কেলের প্রস্থান~~

অজয়। (ঢকঢক কোরে জল খেয়ে) তবু তুমি যাবে না?

(আগন্তুকা একদৃষ্টে মুখের দিকে চেয়ে নীরবে ঘাড় নাড়ে।)

অজয়। তোমার পায়ে পড়ি, তুমি যাও।

(আগন্তুকা তেমনি মুখের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।)

অজয়। হাঁ কোরে কী দাঁড়িয়ে আছ?

স্ত্রী। কথাগুলো শুনতে ভারী ভাল লাগছে।—পায়ে পড়ি,—লক্ষ্মীটি!

অজয়। কি করতে চাও তুমি?

স্ত্রী। ডাঃ জনার্দন রায়ের সঙ্গে দেখা করতে চাই ; আর তাঁর মেয়ে সুনন্দা দেবীর সঙ্গে।

অজয়। কেন তুমি এমন করছো ?

স্ত্রী। কেন ? (মৃদু হাসি) বেশ লাগলো এটাও শুনতে।—"কেন ?"

অজয়। শোনো,—তোমাকে আমি মাসে মাসে টাকা পাঠাতে রাজি আছি।

স্ত্রী। রাজি আছ ? সত্যি ?

অজয়। সত্যি বলছি।

স্ত্রী। কিন্তু আমি নিতে রাজি নই।

অজয়। কোর্টে গিয়ে দাঁড়ালে খোরপোষ ছাড়া আর কি পেতে পারো তুমি ?

স্ত্রী। কিছু না।

অজয়। তবে ?

স্ত্রী। তাই তো কোর্টে গিয়ে দাঁড়াইনি এত দিনেও।

(ওষু~~ধের শিশি নিয়ে~~ জনার্দনের প্রবেশ)

জনার্দন। (দূর থেকেই) কে উনি অজয় ?

(আগন্তুকা আবার ঘোমটা টানে।)

অজয়। ওষুধ নিতে এসেছেন।

জনার্দন। তা, আমায় এতক্ষণ খবর পাঠাওনি ?

অজয়। এই মানে, আবার আপনাকে কষ্ট দেব,—তাই আমিই ওষুধ ঠিক করে দিয়েছি।

জনার্দন। বেশ।—কিন্তু ওষুধ পেলে কোথায় তুমি ?

অজয়। ওষুধ,…মানে,….তেমন তো কিছু নয়…তাই….তাই বলেছি ঐ থানকুনি পাতার রস কোরে—

জনার্দন। ওঃ থানকুনি পাতা?

অজয়। আজ্ঞে হ্যাঁ। থানকুনি পাতা……

জনার্দন। তা' দ্যাখো মা, আজ নাহয় ঐ থানকুনি পাতা দিয়েই কাজ চালিয়ে নাও। ফল যদি কিছু না হয়,—দরকার হলেই তুমি আমার কাছে এসো।—লজ্জা কোরোনা মা। অজয়,—এসো এসো তোমার ভাত নিয়ে বসে আছি।

[জনার্দনের প্রস্থান

অজয়। আজ্ঞে যাচ্ছি।

(আগন্তুকা আবার ঘোমটা খুললো)

অজয়। তবু যাবে না?

স্ত্রী। আচ্ছা, আজ নাহয় ঐ থানকুনি পাতা দিয়েই কাজ চালিয়ে নিলুম। মুখের ভাতটা আর তোমার নষ্ট করতে চাই না। কিন্তু আমি আবার আসবো।

(ঘোমটা ফেলে রমণী প্রস্থান করে। অজয় কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়ে যায়। এমন সময় ভেতর থেকে ডাক আসে—)

জনার্দন। (নেপথ্যে) অজয়।

অজয়। আজ্ঞে যাই।

(অজয় তাড়াতাড়ি বাড়ীর মধ্যে ঢুকে পড়ে।)

পঞ্চম দৃশ্য

(সকাল। দুলালদের বাড়ীর প্রাঙ্গণ। দুলালের জননী বিধবা নারায়ণী দেবী দাওয়ায় বোসে কুলোয় করে কি বাছছিলেন.— একটা ঝুড়িতে কিছু আনাজপত্র নিয়ে রাঙা বৌ হাঁক্ পাড়তে পাড়তে প্রবেশ করে—)

রাঙাবৌ। মাঠান, ও মাঠান।

নারায়ণী। কে রে? রাঙা বৌ? আয়।

(পায়ের কাছে ঝুড়ি নামিয়ে গড় করে রাঙা বৌ)

নারায়ণী। এসব আবার কি রে?

রাঙা বৌ। ঐ হয়েছিল ক্ষেতে,—নিয়ে এলুম।—কিন্তু তোমার কাছে আমার একটা নালিশ আছে মাঠান।

নারায়ণী। কিসের নালিশ রে?

রাঙা বৌ। ঐ যে সুনন্দা দিদিমনি,—কি শিক্ষেই যে দিচ্ছেন,— হাড় জ্বালা করে।

নারায়ণী। (হেসে) কেন রে? হল কি?

রাঙা বৌ। আমার ঠাকুর্দার ঠাকুর্দা থেকে আর এই আমি পর্যন্ত সবাই তো জানি যে ইন্দির-দেবতার যে হাতী, সেই হাতী শুঁড়ে কোরে জল ছিটুলে তবে বৃষ্টি হয়। আমার ছেলেটা দুদিন ঐ দিদিমনির পাঠশালায় গিয়ে সেকথা শুনে হাসে মাঠান। বলে, নদীর জল থেকে বাষ্প হয়,—সেই বাষ্পের মধ্যে নাকি বৃষ্টির জল ভরা থাকে।—সে তাহলে কতবড় বাক্স বলতো মাঠান? অত বড় বাক্স হয়?—এই মরেছে! বাক্সের কথা বলতে মনে পড়ে গেল,—বাক্সের চাবি দিয়ে আসতে ভুলে গেছি। ও-মাঠান! বাক্সর

নিচে সাত-সাতটা ট্যাকা জমিয়েছি,—সে কী আর মিন্সে রেখেছে এতক্ষণ? চলি মাঠান্—

নারায়ণী। ওরে, তোর ঝুড়িটা নিয়ে যা।

রাঙাবৌ। ঝুড়ি আমি পরে নিয়ে যাব মাঠান্। এখন ট্যাকা কটা পেলে বাঁচি!

(রাঙাবৌ একছুটে বেরিয়ে যায়। নারায়ণী মৃদু হেসে আবার কুলোয় চাল বাছতে থাকেন। এমন সময় সুনন্দা এসে ঢোকে—)

সুনন্দা। জ্যেঠাইমা।

নারায়ণী। আয় মা, বোস্।

সুনন্দা। দুলাল কোথায় জ্যেঠাইমা?

নারায়ণী। আর বোলো না মা তার কাণ্ড। তার কি আর টিকির দেখা মেলার জো আছে? কিছু বলতে গেলেই বলবে,—'পড়াশুনোর হাঙ্গামায় দেশে তো আর থাকাই হয়ে ওঠে না,—যে ক'দিন আছি আমায় কিছু বোলো না মা।'

সুনন্দা। পড়াশুনো বন্ধ তো?

নারায়ণী। বইপত্তর কি কলকাতা থেকে কিছু এনেছে যে পড়বে? সেদিন বলেছিলুম মা খুব রাগ-রাগ মুখ কোরে যে,—তুই কি বাড়িতে এসেছিস রাজ্যের যত রুগীর সেবা করতে?—বলে, 'আমি তো ভারী করছি,—চিন্ময়দা যা করেছেন, যদি দেখতে তো বলতে হ্যাঁ।'—হ্যাঁ মা নন্দা, ওর চিন্ময়দাকে দেখেছিস নাকি?—ওর মুখে তার সুখ্যাতি শুনতে শুনতে আমার তো কান পচে গেল বাছা।

(বাইরে থেকে দুলাল ঢোকে)

দুলাল। কান পচেছে,—এবার চোখ পচাও মা।—এই যে নন্দাদি,—ভয়ানক একটা জরুরী কথা আছে তোমার সঙ্গে।

নারায়ণী। ওরে শোন্ পাগল,—'চোখ পচাও' বললি কেন বল্? তোর চিন্ময়দা কি আসবে নাকি এখানে?

দুলাল। হ্যাঁ।—শোনো নন্দাদি—

নারায়ণী। হ্যাঁ কিরে? কবে বল্?

দুলাল। এই দ্যাখো, কবে কি মা?—এক্ষুণি এসে পড়বেন। ঐ হীরু গয়লার ঘরে গেছেন রুগী দেখতে, বল্লেন এখুনি যাচ্ছি।

নারায়ণী। এই দ্যাখো কাণ্ড!—ওরে, তার জন্যে তাহলে অন্তত একটু চা-জলখাবার করতে হয় তো।

দুলাল। চা-জলখাবার কি গো মা? আমি একেবারে ভাতের নেমন্তন্ন করে এসেছি যে। বলেছি,—'আমার মার হাতের বড়ির অম্বল খাইলে আপনি আর ভুলিতে পারিবেন না।'

নারায়ণী। ওরে হতভাগা, এতক্ষণ এসে আগেই তো বলবি সে-কথা। এখন কখন কি করি বল্ তো মা নন্দা? আয় না মা, দুই মা বেটিতে রান্নাঘরে যাই,—নৈলে—

[প্রস্থান

সুনন্দা। যাই মাসিমা। (প্রস্থানোদ্যোগ)

দুলাল। এই,—এই না। নন্দাদি দাঁড়াও।—মাগো, নন্দাদি একটু পরে যাচ্ছে। ভীষণ জরুরী কথা আছে একটা।

সুনন্দা। কি আবার জরুরী কথা তোর?

দুলাল। ভীষণ!—এদিকে সরে এসো।—হ্যাঁ,—প্রথম কথা হল,—চিন্ময়-ডাক্তার সম্বন্ধে তোমাদের ধারণা একেবারে মিথ্যে। আমি তো সেদিন জিজ্ঞেস কোরে একেবারে ফ্যাসাদে পড়েছিলুম।

সুনন্দা। কি আবার জিজ্ঞেস করেছিলি তুই?

দুলাল। স্পষ্টই বললুম যে,—চিন্ময়দা, নন্দাদি সেদিন বড্ড দুঃখু

করছিলেন যে, আপনি এমন একটা পরোপকারী ভাল লোক,—অথচ আপনার চরিত্রটি ভাল নয়, আর বড্ড মদ খান।

সুনন্দা। আমার নাম করলি কেন?

দুলাল। বাঃ, তুমি বলোনি আমায় সেদিন?—তারপর বললুম তোমার আর আমার দ্বি-বার্ষিকী পরিকল্পনার কথা। বললুম,—দেখুন, আপনি যদি কোনরকমে মদটি ছাড়তে পারেন, আর চরিত্র-দোষটাকে শুধ্‌রে ফেলতে পারেন, তাহলে বড় ভাল হয়।

সুনন্দা। শুনে কি বললেন

দুলাল। বলবেন আর কি,—লজ্জায় একেবারে আমার মাথা কাটা গেল! ছি-ছি-ছি! তোমাদের আর কি?–খোঁজও নিলে না কিছু না,—ফট্‌ কোরে বলে দিলে,—"জানিস্‌ দুলাল, চিন্ময়বাবু চরিত্রহীন মাতাল।"

সুনন্দা। আহা, শুনে তিনি কি বললেন তাই বল্‌ না।

দুলাল। বলবেন আর কি।—হো হো কোরে পাঁচ মিনিট ধোরে শুধু হাসলেন।—তারপরে যা বললেন, সেটা একটু পরেই বুঝতে পারবে। ছি ছি!—একেবারে সেম্‌সাইড্‌ হয়ে গেল!

(নেপথ্যে নারায়ণী—"ওমা নন্দা।")

দুলাল। (চেঁচিয়ে) যাচ্ছে মা,—আর একটা কথা।

সুনন্দা। আমি চলি দুলাল।

দুলাল। আরে দ্বিতীয় কথাটা মোর্‌ ইম্‌পর্ট্যান্ট দ্যান দ্যাট্‌।—আমাদের প্ল্যানিং-কমিটির জয়েন্ট সেক্রেটারীদ্বয়ের মধ্যে একটিকে এই মুহূর্তে বাতিল করতে হবে।

সুনন্দা। কাকে? আমাকে?

দুলাল। No!—ঐ অজয়বাবুটিকে। ওটি একটি রাবিশ।

(সুনন্দা প্রস্থানোদ্যত)

দুলাল। আরে শোনো শোনো।—প্রমাণ না নিয়ে দুলাল কোন কথা বলে না।—এই দেখ আমার পিসতুত বড়দার চিঠি।—পড়ে দেখলেই বুঝতে পারবে।

সুনন্দা। আমি পড়তে চাই না।

দুলাল। তোমাকে পড়তেই হবে। তোমার পড়া দরকার।—এই নাও পড়ো।

(চিঠিটা দিল।—সুনন্দা মনে মনে পড়ে। দুলাল বকেই চলে—)

দুলাল। সেদিন কথায় কথায় বেরিয়ে গেল কিনা, যে, চিন্ময়দা ছিলেন বড়দার ক্লাস ফ্রেণ্ড,—আবার শুনলুম, অজয়বাবুটিও ছিলেন ওদের সহপাঠী।—চিন্ময়দা সেদিন অজয়বাবুর সম্বন্ধে কি একটা বলতে গিয়ে যেন থেমে গেলেন। আমার কেমন সন্দেহ হল। তাই বড়দাকে চিঠি দিয়েছিলুম। পড়ছো তো?—কী সাংঘাতিক কাণ্ড বল্তো নন্দাদি। য়্যাঁ?—অজয়বাবুটা একেবারে লোফার!

সুনন্দা। (পড়তে পড়তেই) দুলাল!

দুলাল। পড়ছো তো অজয়বাবুর কেলেঙ্কারী!

সুনন্দা। দুলাল!

দুলাল। মেডিক্যাল কলেজে স্টুডেন্ট অবস্থায় একটি নার্সের সম্পর্কে কি অভদ্রতা করায় কলেজ থেকে অজয়বাবুকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। তারপর সেই নার্সটিকে বিয়ে কোরে—

সুনন্দা। (চিঠিটা হাত থেকে খসে গেল)—দুলাল!

[সুনন্দার দ্রুত ভেতরে প্রস্থান

দুলাল। (চিঠিটা তুলতে তুলতে) কি হল রে বাবা! যা'চ্চলে!

(চিন্ময়ের প্রবেশ)

চিন্ময়। কি হচ্ছে দুলাল?

দুলাল। আসুন। আসুন চিন্ময়দা।—মা, মাগো, চিন্ময়দা এসে গেছেন।

চিন্ময়। আরে অত চেঁচাচ্ছ কেন?

দুলাল। আর বলেন কেন?—আর একটু হলেই আপনার নেমন্তন্নটা ফস্কে যাচ্ছিল।

চিন্ময়। কেন হে?

দুলাল। আরে আপনাকে নেমন্তন্ন করেছি, অথচ মাকেই সেকথা বলতে ভুলে গেছি একদম।—

(নারায়ণীর প্রবেশ)

দুলাল। আমার মা।

(চিন্ময় প্রণাম করে)

নারায়ণী। থাক্ থাক্ বাবা,—দীর্ঘায়ু হও।

চিন্ময়। আপনার ছেলে আপনাকে খুব জব্দয় ফেলেছে তো?

নারায়ণী। জব্দ আর কি বাবা,—তবে প্রথম দিন এলে, দুটো ভালমন্দ কোরে যে খাওয়াবো,—তা আর বাঁদরের জন্যে হল না।

দুলাল। হল না মানে?—বাঃ! নন্দাদির মতন অমন একটা পাকা য়্যাসিস্টেন্ট দিলুম। বড়ির অম্বল কিন্তু চাই-ই। নৈলে আমার কথার খেলাপ হবে।—আর নন্দাদিকে তাতিয়ে দিয়ে পাঁপড়ের ডালনাটা করিয়ে নিও মা।

নারায়ণী। সে পরামর্শ তো তোকে দিতে হবে না।

দুলাল। নন্দাদি is really a very good girl:—জানেন চিন্ময়দা।—সাধে আর ওকে আমাদের প্ল্যানিং কমিটির সেক্রেটারী করেছি।

নারায়ণী। এসো বাবা চিন্ময়, বাড়ীর ভেতর এসো।

চিন্ময়। এসো দুলাল।

নারায়ণী। ও-পাগলের কথা ছাড়ো।—ও থাক্, তুমি এস।

(নারায়ণী ও চিন্ময়ের প্রস্থান। বাইরে থেকে জনার্দনের প্রবেশ।)

জনার্দন। দুলাল আছ নাকি হে বাড়ীতে?

দুলাল। স্বশরীরে মেশমশাই।—আপনার সম্মুখেই দণ্ডায়মান।

জনার্দন। ও, তা' বলিহারী তোমাদের কাণ্ড বাপু। নন্দাটা সেই কখন এসেছে, এখনও বাড়ী গেল না। বলি, আজো কি তার তোমাদের এখানে নেমন্তন্ন নাকি হে?

দুলাল। আজ্ঞে হঁ্যা কাকাবাবু।

জনার্দন। আজ্ঞে হঁ্যা কাকাবাবু? রোজ রোজ তারই নেমন্তন্ন? আর এই বুড়োটার বেলাতেই লবডঙ্কা?

দুলাল। সত্যি আপনি খাবেন কাকাবাবু আজ আমাদের সঙ্গে? তাহলে কিন্তু গ্র্যাণ্ড জমে আজকের দিনটা। চিন্ময় ডাক্তারকে চেনেন তো?

জনার্দন। ওরে বাবা! সে তো একটা নামজাদা ব্যক্তি। অবশ্য চাক্ষুষ পরিচয় নেই।

দুলাল। তিনি আজ আমাদের guest।

জনার্দন। তাই নাকি? তা দেখ দুলাল, ছেলেটির সব ভাল;—দয়ালু, পরিশ্রমী, বুদ্ধিমান।—কিন্তু একটি বাপু মহৎ দোষ!

দুলাল। বুঝতে পেরেছি। অজয়বাবুর মুখে শুনেছেন তো? আচ্ছা তবু বলুন; বলুন কি দোষ?

জনার্দন। ছেলেটি হোমিওপ্যাথী না কোরে য়্যালোপ্যাথী করে।

দুলাল। ও:! তাই বলুন।

জনার্দন। তা' তুমি অজয় বাবাজীর কথা কি বলছিলে?

দুলাল। ঐ অজয়বাবুটি একটি পাক্কা বদমাইস্।

জনার্দন। দুলাল, withdraw your word, সে আমার ভাবী জামাতা।

দুলাল। আপনি ঐ লোকারটার সঙ্গে নন্দাদির বিয়ে দেবেন?

জনার্দন। (রেগে) দুলাল!

দুলাল। বেশ। দেবেন, দেবেন; কিন্তু মনে রাখবেন, সে বিয়েতে দুলালচন্দ্র পরিবেশন করতে যাবে না।

জনার্দন। তা' না যাক্।

দুলাল। আর আপনার বৌঠানও যাবেন না ভাঁড়ার আগলাতে।

জনার্দন। কেন কেন, বৌঠান যাবেন না কেন?

দুলাল। কেন?—বোসে বোসে এই চিঠিটি পড়ুন। আমি ততক্ষণ আপনার নেমন্তন্নটা confirm কোরে আসি।

(দুলাল বাড়ীর মধ্যে ঢুকে যায় ছুটে। জনার্দন রায় চিঠিটা নিয়ে বোসে পড়েন দাওয়ায়। তারপর পড়তে পড়তে চম্‌কে ওঠেন! করুণ কণ্ঠে ডেকে ওঠেন,—)

জনার্দন। দুলাল! দুলাল!

(বাইরে থেকে রাঙাবৌ-এর কণ্ঠস্বর ভেসে আসে)

রাঙাবৌ। (নেপথ্যে) মাঠান্ ও মাঠান।—

(ভেতর থেকে দুলাল বেরিয়ে আসে। বাইরে থেকে অজয়ের স্ত্রী মালতীকে সঙ্গে নিয়ে ঢোকে রাঙাবৌ। মালতীর কপালে রক্ত। অবসন্ন। এ-অবস্থায় একটি অচেনা রমণীকে এমন ভাবে রাঙাবৌয়ের সঙ্গে আসতে দেখে দুলাল ডেকে ওঠে—)

দুলাল। কাকাবাবু!

(জনার্দন ওদের দিকে তাকিয়েই ব্যস্ত হয়ে ওঠেন)

জনার্দন। এ কি! কে রে রাঙাবৌ? কপাল দিয়ে যে রক্ত পড়ছে!

রাঙাবৌ। তাতো জানিনে কত্তা। এদিকে আসছিলাম। দেখি, ইনি ঐ গাছতলায় পড়ে গোঙাচ্ছেন, তাই নিয়ে এলাম।

জনার্দন। (ব্যস্তকণ্ঠে) দুলাল, তাড়াতাড়ি জল আনো বাবা।

(দুলাল ছুটে চলে যায়)

জনার্দন। রাঙাবৌ, ওরে বসা রে মেয়েটিকে। আহা, কি কোরে এমন হল রে!

(রাঙাবৌ মালতীকে বসায়। দুলাল বেরিয়ে আসে জল নিয়ে। তার পিছু পিছু চিন্ময়, সুনন্দা এবং নারায়ণীও। রমণীটিকে দেখেই চমকে ওঠে চিন্ময়—)

চিন্ময়। একী! মালতী দেবী!

নারায়ণী। কে বাবা চিন্ময়?

চিন্ময়। সব বলছি মাসিমা। তার আগে এঁকে ভেতরে নিয়ে যেতে হবে।

[সবাই ব্যস্ত হয়ে ওঠেন।]

ষষ্ঠ দৃশ্য

(সন্ধ্যা। জনার্দন রায়ের বৈঠকখানা। ওষুধের আলমারী একধারে। অপর ধারে একটি সেক্রেটারিয়েট টেবিল এবং খান কয়েক চেয়ার। টেবিলের ওপর একটি ব্লু-প্রিন্ট প্ল্যানের কাগজ বিছিয়ে চিন্ময় ও দুলাল দেখছিল।)

দুলাল। এখানটায় নতুন কি আবার একটা বাড়িয়েছেন চিন্ময়দা?

চিন্ময়। অনাথআশ্রম।

দুলাল। ওহো দেখেছেন,—অনাথআশ্রমের কথাটা একেবারেই ভুলে গিয়েছিলুম। আপনার তো খুব মনে পড়ে গেছে!

চিন্ময়। (ম্লান হেসে) আমার তো ভোলবার উপায় নেই ভাই।

(ইতিমধ্যে সুনন্দা প্রবেশ করে)

দুলাল। এই যে, আসুন।

(চিন্ময় দাঁড়িয়ে ওঠে)

দুলাল। যদিও আপনাদের যথেষ্ট পরিচয় আছে,—তবু লেট্ মি অফিসিয়্যালি ইনট্রোডিউস্ ইউ।—ইনি হলেন, বেলেডোঙা দ্বি-বার্ষিকী কমিটির প্রেসিডেন্ট্, ডাঃ চিন্ময়কুমার। আর ইনি হলেন, অনারারী সেক্রেটারী মিস্ সুনন্দা রায়।

(দুজনে দুজনকে নমস্কার জানায়)

চিন্ময়। (দুলালকে দেখিয়ে) আর ইনি?

দুলাল। (বুক ফুলিয়ে) এক্সিকিউটিভ কমিটি!

(তিনজনেই বসে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে দুলাল দাঁড়িয়ে ওঠে)

দুলাল। মাননীয় সভাপতি মহাশয় ও উপস্থিত ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ, যে তিনটী গ্রাম নিয়ে আমাদের এই পরিকল্পনা, তার লোকসংখ্যা হোল..........

(মাথা চুলকোয়, আঙুল কামড়ায়, ~~খাতার পাতা উল্টায়।~~ তারপর হতাশ হয়ে বলে—)

দুলাল। অনেক!—আর আয়তন হোল......ইয়ে বর্গমাইল....মানে ....এক্সকিউজ্ মি! আমি একটু এ বিষয়ে ডাঃ জনার্দন রায়ের সঙ্গে কনসাল্ট্ করে আসি।

(বলতে বলতে দুলাল প্রায় পালিয়ে যায় ~~ঘর ছেড়ে~~। সুনন্দাও উঠে পড়েছিল। চিন্ময় বলে—)

চিন্ময়। বসুন।

সুনন্দা। (বসলো) আমার সেদিনের অন্যায় রূঢ়ভাষণের জন্যে ক্ষমা করবেন।

চিন্ময়। না, না,—একি বলছেন আপনি।

সুনন্দা। বলুন ক্ষমা করেছেন।

চিন্ময়। দেখুন, ক্ষমা টমা করতে গেলে বড্ড উঁচুতে উঠতে হয়। অত উঁচুতে ওঠা আমার আসে না। সেদিনের ব্যাপারটা ভুলে যাওয়া বরং আমার পক্ষে সোজা।

সুনন্দা। আপনি ভুলতে পারেন, কিন্তু আমি তো পারছি না। সে কথা মনে হলেই—

চিন্ময়। কি মুস্কিল! আপনি তো জেনেশুনে কিছু বলেন নি।

সুনন্দা। সেইটুকুই সান্ত্বনা।—আচ্ছা, মালতী দেবীর মাথার কাটাটা শুখোতে কতদিন লাগবে আরো?

চিন্ময়। আর লাগবে না বেশিদিন। কিন্তু মাথার কাটার চেয়েও বড় যে ক্ষতটা ওঁর মনের মধ্যে ঠাঁই নিয়েছে,—সেটা যে কি কোরে শুখোকে কে জানে?—যাক্, আমার একটা আবেদন ছিল যে।

সুনন্দা। আমার কাছে?

চিন্ময়। হ্যাঁ।—প্রথম যেদিন এ বাড়ীতে আসি, একটা গানের খানিকটা শুনতে শুনতে—

সুনন্দা। সে সব কথা আর তুলবেন না,—মনে করলে লজ্জায় আমার মাথা কাটা যায়।

চিন্ময়। সেই অসমাপ্ত গানের সবখানি শোনার সাধ আছে।

সুনন্দা। ওঃ, এই কথা! কাল বিকেলে আপনার চায়ের নিমন্ত্রণ রইল এখানে।

(দুলালের ব্যস্তভাবে প্রবেশ)

দুলাল। মিটিং চলছে ?

(সুনন্দা তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ায়)

চিন্ময়। হ্যাঁ।

দুলাল। বেশ স্মুথ্‌লি ?

চিন্ময়। সিওর !

দুলাল। তা' কাল বিকেলে কি যেন একটা শুনলুম ?

চিন্ময়। আজকে যেটুকু বাকি রইল,—কাল সেটুকু হবে, সেই কথাই হচ্ছিল।

দুলাল। আমাদের সেই দ্বি-বার্ষিকী পরিকল্পনার ?

সুনন্দা। হ্যাঁ, হ্যাঁ। খালি বক্‌বক্‌। ভেতরে আয় দিকিনি।

দুলাল। কেন বলতো ? ওঃ ! আমাদের সেই নতুন প্ল্যান ?

সুনন্দা। হ্যাঁ—হ্যাঁ। চল্‌। বসুন, আপনার চা আনছি।

(ওরা চলে যায়। জনার্দন এসে ঢোকেন)

জনার্দন। এই যে বাবা চিন্ময়।

(চিন্ময় উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার জানায় হাত তুলে। জনার্দন টেবিলের কাছে এগিয়ে আসতে আসতে বলেন)

জনার্দন। তোমার সঙ্গে আলাপ হবার পর থেকে রোজই বাবা তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করবো মনে করি।

চিন্ময়। ~~বলুন না,~~ বলুন।

জনার্দন। বোসো।

~~চিন্ময়। হ্যাঁ। আপনি বসুন~~।

(দুজনে বসলেন। কিছুক্ষণ ইতস্তত: কোরে জনার্দন শুধোলেন—)

জনার্দন। আচ্ছা বাবা, হোমিওপ্যাথী সম্বন্ধে তোমার মনোভাবটা কি ?

চিন্ময়। দেখুন, আমাদের এই গরীব দেশে, বিশেষ কোরে গ্রামে,—হোমিওপ্যাথীর প্রয়োজন খুবই।

জনার্দন। স্বীকার করো?

চিন্ময়। একথা কোন্ শিক্ষিত লোক অস্বীকার করবে বলুন?

জনার্দন। তুমি কি শুধু সস্তা বোলেই হোমিওপ্যাথীকে স্বীকার করছো?

চিন্ময়। Mainly তাই হলেও বিশেষ বিশেষ রোগে এর কার্যকারিতার কথা নিশ্চয়ই মনে রাখবার মতো।

জনার্দন শুনে বড় আনন্দ হচ্ছে বাবা!

চিন্ময়। একটি রুগীর সম্বন্ধে আপনার সঙ্গে একটু আলোচনা করবার ছিল।

জনার্দন। আমার সঙ্গে? বল বাবা, বল বল? হ্যাঁ, বাবা.—রোগটা কি?

চিন্ময়। রোগটা প্রধানত: অনিদ্রা। যদিই বা কোন দিন হঠাৎ ঘুম হল তো ডিলিরিয়মে চিৎকার কোরে উঠে—ঘুম ভেঙ্গে যায়।

জনার্দন। হুঁ! বয়সে কতো?

চিন্ময়। তা' আপনাদেরই বয়সী হবেন বোধহয়।

জনার্দন। লক্ষণ কি? মুখ টস্‌টসে, চোখ লাল, pulse and heart quick? With delirium of active type?

চিন্ময়। আজ্ঞে না। ডিলিরিয়ম্ যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণ মুখ pale and cold—রক্তহীন ফ্যাকাসে।

জনার্দন। Pulse weak and thready?

চিন্ময়। ঠিক তাই।

জনার্দন। চমৎকার ওষুধ রয়েছে। ডিজিটেলিস্ আর ব্রোমাইড্ অব্ পটাসিয়াম। আর তার সঙ্গে প্রয়োজন মতো সিমিসিফিউগা আর হাইও-সাইমস। রুগী থাকে কোথায়?

চিন্ময়। কাছেই।

জনার্দন। বেশ বেশ, পাঠিয়ে দিও একদিন আমার কাছে। নাম কি ?

চিন্ময়। রুগী হচ্ছেন,—জমিদার মহিমারঞ্জন চৌধুরী।

জনার্দন। কে ?

চিন্ময়। ····মহিমারঞ্জন········

জনার্দন। ওঃ! আরম্ভ হয়েছে! Delirium সুরু হয়েছে? দুঃস্বপ্ন দেখতে সুরু করেছে? বেশ, বেশ, প্রায়শ্চিত্ত সুরু হয়েছে তাহলে এতদিনে! ও রোগ পৃথিবীর কোনো ওষুধেই সারবে না, কোনো ওষুধেই সারবে না। ও রোগ হচ্ছে ওর অনেক দিনের অনেক পাপের রোগ।

চিন্ময়। ডাক্তার হয়ে একথা বলা আপনার উচিত নয় জনার্দনবাবু। রুগীকে সহানুভূতির সঙ্গে চিকিৎসা করাই হচ্ছে ডাক্তারের ধর্ম।

জনার্দন। সহানুভূতি! সহানুভূতি! কি জানো তোমরা? কি জানো? ঐ মহিম আর আমি ছিলুম········কি বলবো····সে বন্ধুত্ব তোমরা কল্পনাও করতে পারবে না। একসঙ্গে আমার স্কুলে পড়েছি, একসঙ্গে কলেজে পড়েছি, একসঙ্গে নেয়েছি খেয়েছি শুয়েছি। আর আজ?—তুমি জানো? আমি আজ সাতাশ বছর ওর জমিদারী এলাকার মাটিতে পা দিই না ভুলে? আর ও? ওর সাহস নেই আমার মুখের সামনে দাঁড়াবার। কাওয়াড।

চিন্ময়। কিন্তু আমি ওঁকে এতদিনে যতখানি চিনেছি,—অত্যন্ত হৃদয়বান মানুষ।

জনার্দন। হৃদয়বান! অতবড় হৃদয়হীন কাওয়ার্ড দুনিয়ায় খুব অল্প আছে। জানো, যৌবনে একদিন সে আর আমি····স্বপ্ন দেখছি তখন নতুন আদর্শের········প্রতিজ্ঞা করেছিলুম যে, যদি বিয়ে করি, অসবর্ণ বিয়ে কোরে সমাজে একটা সাড়া পড়িয়ে দেব।

চিন্ময়। বিয়ে না কোরে তিনি চিরকুমার রয়ে গেলেন, এই তাঁর দোষ ?

জনার্দন। চিরকুমার ? কেউ জানে না, ওতে আর আমাতে একই দিনে, একই লগ্নে লুকিয়ে বিয়ে করি কাশীতে, ছুটি অসবর্ণের দরিদ্রের মেয়েকে। এ কি করলুম! এ কি করলুম! যে কথা কাউকে বলিনি এতকাল, সেকথা তোমাকে কেন বলে ফেললুম!

চিন্ময়। বলে যখন ফেলেছেন, সবখানি শেষ করুন। তারপর ?

জনার্দন। না, না, না, না!

চিন্ময়। আমি ওঁর ডাক্তার। ওঁর চিকিৎসা করছি। আমার সব জানা দরকার। তারপর ?

জনার্দন। আমি ফিরলুম বৌ নিয়ে—ও রেখে এল কাশীতেই ওর বৌকে। বিয়ের ব্যাপার ভয়ে গোপন রাখলো বাড়ীতে। বললে,—'আমি এক ছেলে, মা নেই, বাবা একা, সইতে পারবেন না।' সেই সঙ্গে ওর ঐ সম্পত্তি হারাবার ভয়টাও ছিল। খুব ঝগড়া হল আমার সঙ্গে। বললুম, এ যে পাপ! এ যে অধর্ম! কোনো জবাব দিত না, চুপ কোরে থাকতো। কিন্তু আমি এ সমর্থন করতে পারিনি। তাই আমি আজ সাতাশ বছর ওর মুখ দর্শন করি নি। অবশ্য ওর বাবা মারা যাবার পর ও ছুটে গিয়েছিল কাশীতে ওর বৌকে ফিরিয়ে আনতে। But it was too late! সেই অসহায়া মেয়েটি তখন বাড়ী থেকে নিরুদ্দিষ্টা হয়ে গেছেন!

চিন্ময়। আর তাঁকে পাওয়া যায়নি ?

জনার্দন। না।

চিন্ময়। আপনি রাগ করছেন! অথচ আমার তো সমস্ত ইতিহাস শুনে মায়া হচ্ছে ওঁর জন্যে।

জনার্দন। মায়া! যদি বৌ নিয়ে বাপের সামনে দাঁড়াবার সাহসই না ছিল, তবে কেন করেছিল সে বিয়ে ? কেন ? কেন ? অমন একটা প্রাণ

যে নষ্ট হয়ে গেল, কে দায়ী তার জন্যে? জানো চিন্ময়, সেই হতভাগিনী নারীর গর্ভে ছিল ঐ জমিদার-বংশের একমাত্র বংশধর! (প্রায় কান্না) স্কাউনড্রেল! স্কাউন্‌ড্রেল! ওর পাপের সীমা নেই চিন্ময়, ওর পাপের সীমা নেই! দুঃস্বপ্ন ওকে দেখতেই হবে! দুঃস্বপ্ন ওকে দেখতেই হবে!! দুঃস্বপ্ন ওকে দেখতেই হবে!!!

(জনার্দন রায় দ্রুত ঢুকে পড়লেন বাড়ীর মধ্যে। চিন্ময় স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল একা।)

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

(জমিদার মহিমারঞ্জনের কক্ষ ~~সংলগ্ন বারান্দা~~। মহিমারঞ্জন ইজিচেয়ারে একা বসে তামাক টানছিলেন। লক্ষ্মণ একধারে বসে গান শোনাচ্ছিল একখানা। করুণ একটি গান। গান শেষ করে দণ্ডবৎ করে সে চলে গেল। দুধের গেলাস নিয়ে দয়াল ঢোকে।)

মহিমা। কি ওটা? নিয়ে যা।—ভাল লাগছে না।

দয়াল। কেন? কি হল?

মহিমা। দয়াল, আজ কেন জানি না, সকাল থেকে কেবলি মনে পড়ছে সেই দিনের কথা; যখন কাশী গিয়ে দেখলুম, সে নেই, সে হারিয়ে

গেছে। ফিরে আসছি,—চোখে পড়ল তার ঘরের একধারে ছোট্ট এক পাটি মোজা।—বুঝলুম, তার গর্ভের সন্তানের জন্যে বড় মমতায় তৈরী করছিল ;—আর এক পাটি তৈরী করবার আগেই সমাজের লাঞ্ছনায় সব ফেলে তাকে চলে যেতে হয়েছে।—তুলে নিয়ে এলাম সেই এক পাটি মোজা ! কিন্তু দয়াল, কেউ আমার দুঃখ বুঝলে না !....জনার্দনও আমাকে ত্যাগ করলে !

দয়াল। চুপ করো।

মহিমা। (চেঁচিয়ে) না আমি চুপ করবো না। এবার থেকে কান্না পেলে আমি চেঁচিয়ে কাঁদবো। কান্না চেপে চেপে আমি পাগল হয়ে যাচ্ছি।

(দয়াল চলে যেতে চায়)

মহিমা। কোথায় যাচ্ছিস আমাকে একা ফেলে ?

(পেছনে ফিরেই দয়াল নীরবে চোখ মোছে)

মহিমা। কেউ আসে না,—কেউ আসে না আমার কাছে।—ঐ যে চিন্ময় ডাক্তার—দু'দণ্ড কি বসতে পারে না সে ?—দুটো গল্প করতে পারে না আমার সঙ্গে ?—ডেকে ডেকে আনি, খালি পালায় ; খালি পালায়। কেন, আমি কি মানুষ নই ?

দয়াল। চুপ করো। কে যেন এদিকে আসছে।

(চিন্ময়ের প্রবেশ)

চিন্ময়। ডেকে পাঠিয়েছেন ?

মহিমা। হ্যাঁ।

চিন্ময়। কেন ?

মহিমা। কেন ? তোমাকে ডাকবার অধিকারও আমার নেই নাকি ?

চিন্ময়। তা নয়। বাইরে ডিস্পেন্সারীতে কিছু দরকারী কাজ ছিল—

মহিমা। (হঠাৎ রেগে) কাজ দেখিও না, বুঝেছ? কাজ দেখিও না। মাইনে দিচ্ছি আমি, আমি যখনই ডাকবো, তখনই তোমাকে আসতে হবে।—আমি তোমার মনিব।

চিন্ময়। বুঝতে পারছি, আপনার কোন দরকার নেই। শুধু শুধু আমায় ডেকেছেন।

মহিমা। হ্যাঁ তাই ডাকবো।—শুধু শুধু ডাকবো।—আমার ইচ্ছে হলেই ডাকবো।—না পোষায় চলে যেতে পার তুমি চাকরি ছেড়ে।—টাকা ফেললে অমন ডাক্তার হাজারটা মিলবে।

[চিন্ময়ের প্রস্থান

মহিমা। দয়াল, এ কি হল? সব গণ্ডগোল হয়ে গেল যে;—ও যে চলে গেল।

দয়াল। ওভাবে কথা বললে কে থাকতে যাবে তোমার কাছে?

মহিমা। (চেঁচিয়ে) ওভাবে কথা যখন বলছিলুম, তখন বারণ করলি না কেন তুই তাহলে,—উল্লুক কোথাকার!—এই তো, এই তো তোকে উল্লুক বললুম, ধমকালুম, রোজ দু-বেলা গালাগালি দিচ্ছি;—কৈ তুই তো রাগ কোরে চলে যাস না?

(দয়াল নিরুত্তর)

মহিমা। দয়াল, ঐ চিন্ময় ডাক্তারকে আমার কেমন ভাল লাগে,—তাই তো ওকে ডাকি। ইচ্ছে করে, ও আমার সামনে বসে থাক,—আমার সঙ্গে গল্প করুক। কিন্তু ওকে যে আমার ভাল লাগে, একথা ওর সামনে কেমন করে বলি?—রাগ করে ও' চাকরি ছেড়ে চলে যাবে না তো দয়াল?

দয়াল। না, না।—এতদিনেও কি ও' তোমাকে চেনেনি?

মহিমা। কি জানি,—কেমন ভয় করছে। তুই বরং একবার দেখে আয়।

দয়াল। যাচ্ছি। [দয়ালের প্রস্থান

(রামসিং-এর প্রবেশ)

রামসিং। হুজুর।—কার্ড। (ভিজিটিং কার্ড এগিয়ে দেয়)

মহিমা। (কার্ড নিয়ে) হবে না, হবে না।—এই এমন সময় আমি কি কারুর সঙ্গে দেখা করি? বলে দে পরে একদিন আসতে।

রামসিং। জী হুজুর।

(রামসিং চলে যায়। জমিদার মহিমারঞ্জন কার্ডটা পড়েন—)

মহিমা। (কার্ড পড়ছেন) Dr. Ajoy Ganguly, DTM, LLD, MIOC, NDTO. (কার্ড ছিঁড়ছেন)—A B C D, E F G H, I J K L, M N O P.

(চিন্ময় ও দয়ালের প্রবেশ)

মহিমা। এগুলো ফেলে দে তো দয়াল বাইরে।—এসো ডাক্তার, এসো, বোসো।—এ হয়েছে, দয়াল, তুই কোথায় যাবি বলছিলি, তা' যা না।

[হেসে দয়ালের প্রস্থান

মহিমা। বোসো ডাক্তার, বোসো। (চিন্ময় বসলো)—তুমি,—জানো ডাক্তার,—তুমি কিন্তু আমাকে বড্ড অশ্রদ্ধা করো।

চিন্ময়: আজ্ঞে এ কী কথা বলছেন?

মহিমা। হুঁ।—দশবার ডাকলে তবে একবার আসো। এলে যদি তো বসোনা বেশিক্ষণ। তুমি ডাক্তার, আমাকে একটুও ভালবাস না, বুঝলে। সারাদিন কোথায় যে থাকো। রোদে রোদে ঘুরে গায়ের রং হচ্ছে তামাটে; এসব ভাল লাগেনা বাপু আমার।—ডাক্তার, যদি

জানতে, কী অপরিসীম একা আমি,—যদি জানতে! তাহলে, এমন কোরে আমাকে ফেলে পালাতে পারতে না।

চিন্ময়। এসব কথা কেন বলছেন?

মহিমা। আমি জানি, আমি জানি ডাক্তার, আমার অনেক দোষ। বড় বেহুঁশ হয়ে যাই মাঝে মাঝে,—হঠাৎ চেঁচাই,—অসংযত কথা বলি,—অভদ্র আচরণ কোরে বসি। আমি বেশ টের পাই,—আমার সম্বন্ধে তোমার মনে প্রচুর ঘৃণা জমে আছে।

চিন্ময়। এ আপনার একান্তই ভুল ধারণা।—আপনার ভেতরকার মানুষটিকে আমি তো দেখেছি।—সে মানুষটির প্রতি যে আমার কতখানি শ্রদ্ধা,—সে তো বলবার নয়;—সে আমার মনের কথা।

মহিমা। ডাক্তার, সত্যি বলছো!—সত্যি বলছো,—তুমি আমায়···তুমি আমায়···আমি খুব খারাপ লোক নই?

(রামসিং দারোয়ান এসে সেলাম জানিয়ে চিন্ময়েব হাতে দুটো চিঠি দিয়ে চলে যায়।)

মহিমা। কি হে? কার চিঠি!

চিন্ময়। (চিঠিতে চোখ বুলোতে বুলোতে) আমার এক বন্ধু মাদ্রাজে চাকরি করে, তাকে ছুটিতে কলকাতায় এলে এখানে একবার বেড়িয়ে যেতে লিখেছিলুম,—পরশু আসবে বলে জানিয়েছে।

মহিমা। বেশ বেশ,—তা' স্টেশনে গাড়ী-টাড়ী পাঠিয়ো। তোমার বন্ধু, খাতির-টাতির যেন হয়।—মানে, আমাদের এখানকার বদনাম হয় না যেন।

(ততক্ষণে চিন্ময় দ্বিতীয় চিঠি খুলেছে)

মহিমা। ওটি আবার কোথা থেকে এল হে? বোম্বাই?

চিন্ময়। আজ্ঞে না। এটা ডাকে নয়, হাতে এসেছে।

মহিমা। কে লিখেছে?

চিন্ময়। বেলেডাঙ্গার জনার্দন রায়।—বাড়ীতে যেতে লিখেছেন।

মহিমা। কে? কে বললে?

চিন্ময়। জনার্দনবাবু।

মহিমা। (উত্তেজিত) জনার্দনের সঙ্গে কি কোরে পরিচয় হল তোমার?

চিন্ময়। কেন? ওঁর বাড়ীতে তো আমি প্রায়ই যাই।

মহিমা। (ক্ষিপ্ত) জনার্দনের বাড়ীতে!—কেন, কেন, কেন যাও তুমি তার বাড়ীতে?—কার হুকুমে যাও?—জানো, তার মতো শত্রু আমার কেউ নেই পৃথিবীতে! সে আমার মৃত্যু কামনা করে!

চিন্ময়। আপনার এ-ধারণা বোধ হয় ঠিক নয়।

মহিমা। (চীৎকার) আমার মুখের ওপর কথা কোয়ো না!

(ব্যস্তভাবে দয়ালের প্রবেশ)

দয়াল। কি হয়েছে?—এত চেঁচাচ্ছ কেন?

মহিমা। দয়াল, বারণ কোরে দে তোদের ডাক্তারবাবুকে,—যেন ভবিষ্যতে কোনোদিন তিনি ঐ জনার্দন রায়ের বাড়ীতে না যান।—জমিদার মহিমারঞ্জনের হুকুম।

[উত্তেজিতভাবে মহিমার প্রস্থান

দয়াল। ডাক্তার!

চিন্ময়। এ-অন্যায় হুকুম তো মানতে পারি না দয়ালদা।

দয়াল। মানতে তো হবে না ডাক্তার। শুধু ওঁর সামনে বলবে,—যাইনি, যাবো না।

চিন্ময়। মিথ্যে কথা বলবো?

দয়াল। অসুস্থ মানুষের মুখে হাসি ফোটাবার জন্যে রোদে-রোদে বিনা

ভিজিটে টো-টো কোরে ঘুরে শরীর নষ্ট করছো, আর একটা বুড়ো রুগীর মুখে হাসি ফোটাবার জন্যে সামান্য দু'টো মিছে কথা বলতে পারবে না ডাক্তার?—কি জানি, এ তোমাদের কেমন বুদ্ধি বুঝি না।

চিন্ময়। দয়ালদা, তোমার এ উপদেশ চিরকাল মনে রাখবো। আর কোনদিন ভুল হবে না।

(চিন্ময় দয়ালের দু' কাঁধে হাত রাখলো)

দ্বিতীয় দৃশ্য

(আসন্ন সন্ধ্যা। দুলালের বাড়ীর প্রাঙ্গণ। শাঁখ বেজে উঠল। মালতী উঠোনের তুলসীতলায় প্রদীপ দিয়ে প্রণাম করে ফিরে যাবে বাড়ীর ভিতর, এমন সময় পা-টিপে টিপে প্রবেশ করে অজয়।)

অজয়। মালতী।

মালতী। কে? ওঃ!

অজয়। আশ্চর্য হচ্ছ না আমাকে দেখে?

মালতী। আশ্চর্য!—সারাজীবনে এতবার এত রকমে আশ্চর্য করে দিয়েছ,—নতুন কোরে আর আশ্চর্য হই না।

অজয়। তুমি নাকি ঐ সুনন্দার মেয়ে-স্কুলে মাষ্টারী করছ?

মালতী। হঁ্যা।

অজয়। রোগা হয়ে গিয়েছ।

মালতী। খুব তীক্ষ্ণদৃষ্টি তো তোমার!—চলি।—তুমিও পালাও,—মাসিমা আহ্নিকে বসেছেন,—এসে পড়বেন হয়তো এখনি।

অজয়। মালতী, মানুষ ভুল করে,—কিন্তু শুধরেও তো নেয়।

মালতী। হ্যাঁ,—'মানুষে' নেয়।

অজয়। মালতী, অতীতকে কি ভোলা যায় না?

মালতী। অনেকবারই তো প্রাণপণে চেষ্টা করলুম। গেল কই? পারলুম কই? পারতে দিলে কই?

অজয়। অতীতকে কিন্তু আমি এবার একেবারে মুছে দিয়ে এসেছি মালতী। তোমাকে নিয়ে যেতে এসেছি।

মালতী। (মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে) চলো,—যাই।

অজয়। তুমি কি এখনো আমাকে বিশ্বাস করতে পারছো না?

মালতী। মর্মাহত হলে?—বেশ, করলুমই না হয় বিশ্বাস।

অজয়। শুধু এই শেষবারের মতো আমার একটা উপকার করে দাও মালতী।

মালতী। কি উপকার, বলো?

অজয়। চিন্ময় আসে তো?

মালতী। হ্যাঁ।

(অজয় এবার পকেট থেকে দুটো ইঞ্জেকসানের এ্যাম্পিউল্ বের করে)

অজয়। কোন একটা কারণে চিন্ময়কে না জানিয়ে তার ব্যাগ থেকে এদুটো জিনিস তুলে নিয়েছিলুম। এদুটো বড্ড দরকারী জিনিস তার। সে যখন এখানে আসবে, তখন লুকিয়ে লুকিয়ে এদুটো যদি তার ব্যাগের মধ্যে রেখে দাও, তাহলে বড় ভাল হয়।

মালতী। লুকিয়ে?

অজয়। হ্যাঁ।—মানে, খুব গোপনে।—রাখবেও এমনভাবে, যেন ব্যাগ খুলে চট্ কোরে না জিনিস দুটো নজরে পড়ে।

মালতী। শুধু এই মাত্র ?

অজয়। শুধু এই।

মালতী। তারপর ?

অজয়। তারপর তুমি আসবে আমার লক্ষ্মীছাড়া জীবনের লক্ষ্মী হয়ে। আমার সকল অপরাধ ক্ষমা কোরে আমাকে ঘিরে রাখবে তুমি।

মালতী। তোমাকে দেখে আমার ঘৃণাও যতখানি হয়,—মায়াও হয় ঠিক ততখানি।

অজয়। তাহলে এ-দুটো........

মালতী। এখান থেকে যাও।

অজয়। মালতী,—

মালতী। (চেঁচিয়ে) যাও এখান থেকে।

অজয়। যাচ্ছি।—স্বামীর চেয়ে চিন্ময়ের ওপরেই যে দেখছি বেশি টান্।

মালতী। পারো তো সেই কথাটাই ডালপালা জুড়ে চারিদিকে রটিয়ে দেবার চেষ্টা কোরো।

নারায়ণী। (নেপথ্যে) মালতী,—

(অজয় ছুটে পালিয়ে যায়। মালতী আঁচলে চোখ মোছে। নারায়ণী দেবী প্রবেশ করেন।)

নারায়ণী। দাঁড়িয়ে কেন মা ওখানে ? আয় বোস্।

(নারায়ণী মাদুর বিছোলেন দাওয়ায়।—বসলেন। মালতীও ঘাড় নিচু কোরে বসলো।)

নারায়ণী। দেখি মা মুখ।—আবার কান্নাকাটি করছিলি তো ?

মালতী। কই,—কাঁদিনি তো মাসিমা।

নারায়ণী। আমার চোখকে ফাঁকি দিবি মা ?

সুনন্দা। (নেপথ্যে) জ্যাঠাইমা?

মালতী। সুনন্দা আসছে মাসিমা।

(সুনন্দার প্রবেশ)

নারায়ণী। আয় মা সুনন্দা, ~~বোসো।~~

~~(সুনন্দা বসে)~~

সুনন্দা। আচ্ছা, মালতী,—চুলটাও কি বাঁধতে পারো না ভাই? কি ছিরি হয়েছে অমন চুলের।—দড়ি কাঁটা নিয়ে এসো,—বেঁধে দিই।

(মালতী যায় না)

সুনন্দা। দেখেছেন জ্যেঠিমা,—কথা শুনছে না মালতী। যাও নিয়ে এসো।

নারায়ণী। যাও মা।

(মালতী উঠে যায়)

সুনন্দা। ও কেন এমন চুপচাপ থাকে জ্যেঠিমা?

নারায়ণী। তাও আবার তুই জিজ্ঞেস করছিস মা নন্দা? কি পেলো বল্ তো ও জীবনে?—থাক্ না মা·· ····এই দুলালটা কলকাতা চলে গিয়ে অবধি সময় যেন আর কাটতেই চাইছে না। কবে যে ছেলেটা এল, আর কবে যে ছুটি ফুরোলো। না হল মায়ে-পোয়ে দুটো কথা,—না হল কিছু।

চিন্ময়। (নেপথ্যে) মাসিমা?

সুনন্দা। জ্যেঠিমা, চিন্ময়বাবু আসছেন।

(চিন্ময়ের প্রবেশ)

চিন্ময়। এই যে সুনন্দা কতক্ষণ?

সুনন্দা। খানিকক্ষণ।

চিন্ময়। মাসিমা, আজ অনেক ঘুরে আসছি। তেষ্টা পেয়েছে। চা খাওয়াতে হবে কিন্তু।

সুনন্দা। আপনি আর চিন্ময়বাবু গল্প করুন জ্যেঠিমা, আমি চা কোরে আনছি।

[সুনন্দার প্রস্থান

নারায়ণী। (চেঁচিয়ে) তাকের ওপর আদা আছে—মালতীকে বললেই দেবে—একটু রস কোরে নিস্ মা তোর চায়ে।—(চিন্ময়কে) মেয়েটার ঠাণ্ডা লেগেছে।—তোমার চায়ে আদা দেবে বাবা ?

চিন্ময়। না মাসিমা।

নারায়ণী। যেমন তোমার শিষ্যটি, তেমনি হয়েছ বাবা তুমি। কি যে বাউণ্ডুলের মত টো-টো কোরে ঘুরে বেড়াচ্ছ।—বিয়ে কোরে সংসারী হবার কি একটুও মন হয় না বাবা তোমার ?

চিন্ময়। মন না হয় হোল,—মেয়ে কৈ মাসিমা ?

নারায়ণী। ও কথা বোলো না বাবা—মেয়ের অভাব ?—একবার হ্যাঁ বললে একশোটা মেয়ে ছুটে আসবে।

চিন্ময়। (হেসে) আচ্ছা,—আমি বলছি,—"হ্যাঁ"।—কৈ একটাও মেয়ে তো ছুটে আসছে না ?

(সেই মুহূর্তে সুনন্দার প্রবেশ)

সুনন্দা। জ্যেঠিমা, শিকেয় রসকরা রয়েছে দেখলুম। নিয়ে আসব ?

(নারায়ণী একবার চিন্ময় ও একবার সুনন্দার দিকে তাকিয়ে বলেন—)

নারায়ণী। আনবি বৈ কি।

[সুনন্দার প্রস্থান

নারায়ণী। চিন্ময়, তুমি আমায় মাসিমা বোলে ডেকেছ।—একটা অনুরোধ করবো ?

চিন্ময়। মাসিমারা অনুরোধ করেন না। হুকুম করেন।—বলুন।

নারায়ণী। আমাদের ঐ সুনন্দাকে তুমি নাও।—এ আমার বড় সাধ, ওর বাবারও বড় ইচ্ছে।—অমন মেয়ে সহজে পাওয়া যায় না বাবা চিন্ময়। ও আমার সম্পর্কে কেউ নয়, তবু ও আমার নিজের মেয়েরও বেশি। তোমার সঙ্গে ওর মতের মিল আছে, আদর্শের মিল আছে,—মনের মিলও নিশ্চয়ই হবে।—ওকে নিয়ে তুমি সুখী হবে; আমি বলছি। ওর বাপ অসবর্ণ বিয়ে করেছিলেন,—এই খুঁতে অমন মেয়ের ভাল পাত্র আজও পাওয়া গেল না। চিন্ময়, তুমি তো এসব মানো না শুনেছি।—

(দু-কাপ চা ও রসকরা নিয়ে সুনন্দার প্রবেশ)

সুনন্দা। এই যে জ্যেঠিমা, চা।

নারায়ণী। আয়, বোন সুনন্দা। তোরা চা খা; আমি ভেতর থেকে দুটো পান মুখে দিয়ে আসি।

সুনন্দা। আমি পান সেজে এনে দিচ্ছি জ্যেঠিমা।

নারায়ণী। না-না, তোরা বোস।—আমি এক্ষুণি আসছি।

[নারায়ণীর প্রস্থান

সুনন্দা। (চা রেখে) আমি আসছি।

চিন্ময়। না সুনন্দা, যেও না।—তোমার কাছে নিভৃতে কতকগুলো কথা বলে নেওয়ার সত্যিই বড় প্রয়োজন অনুভব করছি আজ।

সুনন্দা। বলুন।

চিন্ময়। সুনন্দা, তোমার এবং আমার এই ক'দিনের মেলামেশায় মাসিমার মনে, তোমার বাবার মনে, দুলালের মনে, এবং হয়তো তোমার এবং আমারও মনে যে সম্ভাবনার কথা জেগেছে,—তার সম্বন্ধে একটু সচেতন হয়ে ভেবে দেখবার সময় এসেছে বলে বোধ করছি।

সুনন্দা। বলুন।

চিন্ময়। সুনন্দা, আমাকে তো তোমরা কেউই চেন না।

সুনন্দা। চিনি।—আমি চিনি, আমার বাবা চেনেন, দুলাল চেনে, জ্যেঠিমা চেনেন,—গ্রামের লোকে চেনে।

চিন্ময়। সে চেনা নয় সুনন্দা। সে তো আমার ব্যক্তিগত মানুষটার পরিচয়। আমার সামাজিক পরিচয় কেউই তো তোমরা জানো না।

সুনন্দা। জানতে চাই না।

চিন্ময়। জানতে হবে সুনন্দা, জানতে হয়, জানা উচিত .

সুনন্দা। আমি যাই।

চিন্ময়। আমার কথা না শুনে আজ তোমার যাওয়া হতে পারে না সুনন্দা।—আমাকে আজ আরেকটু বলতে দাও।

সুনন্দা। বলুন।

চিন্ময়। সুনন্দা, তোমরা তো কেউই জানো না কোথায় আমার দেশ, কোথায় আমার বাড়ী, কী আমার বংশপরিচয়। যদি বলি, বুক ফুলিয়ে বলবার মত কোন সামাজিক মর্যাদা আমার নেই। আমার আত্মীয় নেই, স্বজন নেই, দেশ নেই, ঘর নেই,—তবু, তবু কি তুমি আমাকে গ্রহণ করতে পারো?

সুনন্দা। পারি।

চিন্ময়। না সুনন্দা, পেরো না।—তোমার বাবা অসবর্ণ বিয়ে কোরে জীবনে অনেক আঘাত সহ্য করেছেন। অজ্ঞাতকুলশীল আমাকে তাঁর জীবনের সঙ্গে জুড়ে দিয়ে তাঁকে আর কষ্ট দেওয়া আমার উচিত হবে না। সুনন্দা, শোনো—

(চিন্ময়ের কথা শেষ হবার আগেই সুনন্দা চলে গেছে। সুনন্দাকে দেখতে না পেয়ে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে চিন্ময় কিছুক্ষণ। তারপর ধীরে ধীরে চলে যায়। দরজার আড়াল থেকে নারায়ণী সব কথা শুনছিলেন এতক্ষণ।

ওরা চলে যেতেই বেরিয়ে আসেন। বাইরে থেকে ঠিক্ সেই সময় গম্ভীর মুখে ঢুকলেন জনার্দন রায়।)

নারায়ণী। ঠাকুর পো,—

জনার্দন। হ্যাঁ বৌঠান, আমি।

নারায়ণী। চিন্ময় এইমাত্র চলে গেল।

জনার্দন। দেখলুম।

নারায়ণী। সুনন্দাকে বলে গেল—

জনার্দন। সব শুনেছি বৌঠান।—এদিকে আসতে আসতে বাইরে দাঁড়িয়ে ওদের কথা আমি সবই শুনতে পেয়েছি।

নারায়ণী। ওঃ!—সুনন্দা আর চিন্ময়ের সম্বন্ধে কি ঠিক করলে তা'হলে?

জনার্দন। এর আর নতুন কোরে কিছু ঠিক করবার নেই তো বৌঠান। চিন্ময় যদি আমার সুনন্দাকে গ্রহণ করে, আমি সর্বান্তঃকরণে ওদের আশীর্বাদই করবো।

নারায়ণী। চিন্ময়কে আমিও বড় কম ভালবাসি না। কিন্তু তবু সমাজের কথাটাও তো ভাবতে হবে। ওদের বংশধররা কী পরিচয় নিয়ে দাঁড়াবে সমাজে?

জনার্দন। ওদের বাপের পরিচয় নিয়ে;—চিন্ময়ের মনুষ্যত্বের পরিচয় নিয়ে দাঁড়াবে বৌঠান। আমাদের হোমিওপ্যাথীতে বলে বৌঠান—রোগের চেয়ে রোগের লক্ষণগুলোই হচ্ছে বড়।—আমিও মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি যে, মানুষের বংশ-পরিচয়ের চেয়ে তার নিজের মনুষ্যত্বের লক্ষণ অনেক বড় বৌঠান,—অনেক বড়! অনেক বড়!

তৃতীয় দৃশ্য

(মহিমারঞ্জনের কক্ষ সংলগ্ন বারান্দা। অজয় একটা চেয়ারে বসে আছে। উত্তেজিত ভাবে পদচারণা করতে করতে মহিমারঞ্জন ফিরে দাঁড়ালেন।)

মহিমা। তুমি বলছ, ডাক্তার রোজ ঐ জনার্দন রায়ের বাড়ীতে যায় ?

অজয়। প্রতিদিন। জনার্দন রায়ের মেয়ের সঙ্গে আপনার ঐ ডাক্তারের বেশ ভাব জমে উঠেছে।

মহিমা। (উত্তেজিত ও চিন্তান্বিত) রামসিং !

(রামসিং-এর প্রবেশ)

মহিমা। দয়াল কোথায় ?

রামসিং। হরিসভামে কীর্ত্তন শুনছেন হুজুর।

মহিমা। নায়েব ?—ও সে তো মহালে রয়েছে।—ডাক্তার কোথায় ?

রামসিং। মান্দ্রাজসে এক দোস্ত্ আয়া,—উন্‌সে বাতচিত করছেন।

মহিমা। খবর দে। বল্ আমি ডাকছি।

রামসিং। জী হুজুর।

[রামসিং-এর প্রস্থান

মহিমা। তাহলে জনার্দনের বাড়ীতে ডাক্তার যাওয়া-আসা করে ?

অজয়। রোজ।

মহিমা। (চেঁচিয়ে) মিথ্যে কথা !—ডাক্তার আমাকে নিজে বলেছে যে, সে আর যায় না সেখানে।

অজয়। আর, আমি যদি প্রমাণ করিয়ে দিতে পারি যে, সে রোজ যায় ?

মহিমা। কেন?—কেন?—কেন যায়? কেন যাবে?—আমি বারণ করা সত্ত্বেও কেন যাবে?

অজয়। যদি বলি অত্যন্ত গূঢ় উদ্দেশ্যে?

মহিমা। কী?—কী সে উদ্দেশ্য?

অজয়। জনার্দিন রায় আপনার শত্রু?

মহিমা। শত্রু?—জনার্দিন?—হ্যাঁ, শত্রু!—ভীষণ শত্রু সে আমার!—সাতাশ বছর আগে সে আমাকে শেষ চিঠি লিখেছিল যে, সে আমার মৃত্যু কামনা করে।

অজয়। যদি বলি, শুধু কামনা নয়,—তার ব্যবস্থাও তিনি করেছেন?

মহিমা। ব্যবস্থা!—আমার মরণ ব্যবস্থা!—

অজয়। হ্যাঁ, গোপনে তাদের সেই রকম চক্রান্ত শুনেছি বলেই খবরটা আপনাকে না দিয়ে পারলুম না।

মহিমা। কিন্তু জনর্দানের চক্রান্তে চিন্ময় ডাক্তার যোগ দেবে কেন?

অজয়। জনার্দিন রায় তার মেয়ের ফাঁদ দিয়ে ভুলিয়েছে চিন্ময় ডাক্তারকে।

মহিমা। কি শুনেছ! কী জেনেছ তুমি!!

অজয়। জেনেছি,—আপনাকে ইঞ্জেকশনের সঙ্গে স্লো পয়জন্ করা হচ্ছে। ধীরে ধীরে বিষ দেওয়া হচ্ছে!

মহিমা। ওঃ, ওঃ,—তাই কি আমি আজকাল কেমন দুর্বল বোধ করি নিজেকে?—কিন্তু আগের চেয়ে আমার ঘুম তো ভাল হচ্ছে।

অজয়। ঐ ঘুম বাড়াতে বাড়াতে মহাঘুমেতে এনে শেষ করাই যে ওদের উদ্দেশ্য।

(রাম সিং-এর প্রবেশ)

রামসিং। ডাগ্‌ডারবাবু আতা হ্যায় হুজুর।

অজয়। (শশব্যস্তে) আমি একটু আড়ালে যাই।

মহিমা। কেন? তোমার কিসের ভয়?

অজয়। ভয় নয়।—মানে, আমার উপস্থিতিটা এখানে বাঞ্ছনীয় নয়।

মহিমা। তুমি তাহলে ঐ পাশের ঘরে থাকো।—ডাকলেই আসবে। রামসিং.—তুই বাইরে থাক্।

(রামসিং ও অজয়ের দুইদিকে প্রস্থান। মহিমারঞ্জন উত্তেজিত-ভাবে পায়চারী করতে থাকেন। চিন্ময়ের প্রবেশ)

চিন্ময়। ডেকেছেন?

মহিমা। হ্যাঁ ডেকেছি। দিন দিন আমার ঘুম বাড়ছে কেন?

চিন্ময়। বাড়বার ওষুধ দিচ্ছি বোলে।

মহিমা। (চেঁচিয়ে) বাড়বার ওষুধ দিচ্ছ কেন?

চিন্ময়। প্রয়োজন মনে করেছি বোলে।

মহিমা। কার প্রয়োজন?—জনার্দন রায়ের?

চিন্ময়। এসব কথা কি বলছেন আপনি?

মহিমা। ঠিকই বলছি।—তুমি জনার্দনের বাড়ীতে রোজ যাও, আমি টের পেয়েছি।—বল সত্যি কি না?

চিন্ময়। হ্যাঁ, যাই।

মহিমা। যাও!!!—অথচ আমাকে বলেছিলে তুমি যাবে না। কালও বলেছ যে তুমি যাও না।—বলোনি?

চিন্ময়। বলেছি।

মহিমা। (চীৎকার) কেন বলেছ মিথ্যেবাদী।—রামসিং!

(রামসিং-এর প্রবেশ)

মহিমা। এই বেইমান, এই শয়তানটাকে পাশের ঘরে বন্ধ করে রাখ্।—আমি ওকে গুলি কোরে মারবো।

চিন্ময়। এ সব কী পাগলামী করছেন আপনি? কী হয়েছে আপনার?

মহিমা। চুপ করো। তোমার কোন কথা শুনতে চাই না।—ভেবেছ কিছু টের পাইনি আমি? আমি তোমার ঘর সার্চ করবো।

চিন্ময়। সার্চ করবেন?—কেন?

মহিমা। তার কৈফিয়ৎ তোমাকে দিতে আমি বাধ্য নই। রামসিং, যতক্ষণ না আমার সার্চ করা শেষ হয়, পাশের ঘরে বন্ধ করে রাখ ওকে।

(রামসিং চিন্ময়ের দিকে এগিয়ে আসে)

চিন্ময়। চলো যাচ্ছি।—কিন্তু—

মহিমা। কোন কথা নয়।—রামসিং লে যাও।

[রামসিং ও চিন্ময়ের প্রস্থান

মহিমা। (অজয়ের উদ্দেশ্যে) কৈ? তুমি এসো তো।

(অজয়ের পুনঃপ্রবেশ)

মহিমা। চলো।—ঐ চিন্ময়ের ঘর সার্চ করতে হবে। সেখানে নিশ্চয়ই বিষ পাওয়া যাবে।

অজয়। দেখুন,—আমাকে আর কেন জড়াচ্ছেন এর মধ্যে? আমার কাজ তো এইখানেই শেষ হয়ে গেছে।

মহিমা। না হয়নি।—তোমাকে আমার সঙ্গে যেতে হবে।

অজয়। দেখুন, বিষ কি আর সে ঘরে রেখেছে?

মহিমা। কোন কথা নয়।—এসো।

অজয়। কোথায়?

মহিমা। চিন্ময় ডাক্তারের ঘরে।

[মহিমারঞ্জন অনিচ্ছুক অজয়কে হাতে ধরে প্রায় টানতে টানতে প্রস্থান করেন।]

চতুর্থ দৃশ্য

(চিন্ময়ের কক্ষ। ঘরের মাঝখানে একটি সিঙ্গল্ খাট। এক পাশে আলনায় কাপড়-জামা। দেওয়ালের ধারে চিন্ময়ের বাক্স-সুটকেশ ইত্যাদি। ঘরের দুদিকে দুটো দরজা। অজয়কে টানতে টানতে উত্তেজিত মহিমারঞ্জন বাঁদিকের দরজা দিয়ে প্রবেশ করেন।)

মহিমা। এসো,—বের করো,—বের করো কোথায় আছে বিষ।

অজয়। সে কি ও' সামনে রেখেছে ?···সে হয় তো—

মহিমা। খুঁজে দ্যাখো, খুঁজে দ্যাখো,—বিষ আমার চাই।

(এই সময় ডানদিকের দরজা দিয়ে ঢোকে চিন্ময়ের বন্ধু সুব্রত। সে বাথরুম থেকে ফিরছে চান কোরে; হাতে তোয়ালে। এঁদের দেখে সুব্রত অবাক্ হয়ে যায়।)

সুব্রত। আপনারা !—কে আপনারা ?

মহিমা। তুমি কে ?·· কে তুম এ ঘরে ?

সুব্রত। আমি চিন্ময়ের বন্ধু,—মাদ্রাজ থেকে কিছুক্ষণ আগে এসেছি। কিন্তু আপনারা কে ?—কি চান এ ঘরে ?

মহিমা। আমার নাম মহিমারঞ্জন চৌধুরী। চাই বিষ।

সুব্রত। বিষ !

মহিমা। হ্যাঁ বিষ।—যে বিষ দিয়ে তোমার বন্ধু ঐ চিন্ময় ডাক্তার আজ একমাস ধরে আমাকে স্লো-পয়জন্ করে চলেছে।—কই,—আগে দ্যাখো কোথায় ডাক্তারের ব্যাগ।

অজয়। আজ্ঞে ব্যাগ তো এখানে নেই।

মহিমা। নেই!—তবে, তবে খোল ঐ সুটকেশ। দ্যাখো কি আছে।

সুব্রত। চিন্ময়ের অনুপস্থিতিতে এমন কোরে তার বাক্স খোলা কি উচিত হচ্ছে?

মহিমা। জমিদার মহিমারঞ্জনকে উচিত অনুচিত শেখাতে এসো না। যেখানে আছ,—সেইখানে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকো—(অজয়ের প্রতি) খোলো সুটকেশ।

অজয়। আমি বলছিলুম কি—

মহিমা। কোন কথা নয়।—আগে খোল তুমি ঐ সুটকেশ।

(অনিচ্ছাসত্ত্বেও নিরুপায় অজয়কে সুটকেশ খুলে জিনিসপত্র ঘাঁটকাতে হয়। তারপর সুটকেশের মধ্যে থেকে কারুকার্যকরা একটা কাঠের বাক্স তুলে ধরতেই সুব্রত ছুটে এসে সেটা তার হাত থেকে ছিনিয়ে নেয়।)

মহিমা। কি ওটা? কি ওটা কেড়ে নিলে তুমি?....দাও।

সুব্রত। না।—প্লীজ্।—এ জিনিসে হাত দেবেন না আপনারা। এ জিনিসের পবিত্রতা নষ্ট করবেন না।—এ আমি দেব না।

মহিমা। জোর কোরে কেড়ে নেবার আগে বাক্সটা তুমি স্বেচ্ছায় দিলেই ভাল করবে।

সুব্রত। একজন লোকের ব্যক্তিগত গোপন জিনিস আপনারা জোর কোরে কেড়ে নেবেন?

মহিমা। হ্যাঁ। জোর কোরেই নেব।

সুব্রত। দোহাই আপনার।—এ জিনিসে আপনার কোন প্রয়োজন নেই। আমি বলছি, আপনার কোন প্রয়োজন থাকতে পারে না।

মহিমা। দাও।

(মহিমারঞ্জন বাক্সটা নিজেই ছিনিয়ে নিয়ে খুলে ফেলেন এবং

সঙ্গে সঙ্গে তার মধ্যে থেকে একটি হীরের আংটি তুলে ধরে উন্মাদের মতো চীৎকার কোরে ওঠেন)

মহিমা। একী ! একী !—আমার এ আংটি এখানে কি কোরে এল !

(পর মুহূর্তেই বাক্স থেকে তুলে ধরেন এক্ পাটি শিশুর পায়ের লাল মোজা।)

মহিমা। এ মোজা এখানে কেন !—এ মোজা এখানে এল কি কোরে ?···কার, কার, কার এ মোজা ?

সুব্রত। ও মোজা চিন্ময়ের মায়ের হাতে বোনা।

মহিমা। কি ! কি !—কি বললে ?

সুব্রত। ও মোজায় চিন্ময়ের মায়ের হাতের স্পর্শ লেগে আছে।

মহিমা। ওরে বল্ বল্—তুই কি জানিস বল্ !

(মহিমারঞ্জন উন্মাদের মত ঝাঁকুনি দিতে থাকেন সুব্রতকে। এবং সেই ফাঁকে অজয় পালায়।)

সুব্রত। চিন্ময় যে অনাথআশ্রমে মানুষ হয়েছিল, সেই আশ্রমের আচার্য এই একপাটি মোজা পেয়েছিলেন এক প্রসূতিসদনে, চিন্ময়ের জননীর মৃত্যুশয্যায়।—দ্বিতীয় পাটিটি পাননি।

মহিমা। দ্বিতীয় পাটি আমার কাছে আছে।—ওরে, আমার কাছে আছে।

(পকেট থেকে অন্য পাটি বের কোরে মহিমারঞ্জন দু-পাটি মোজা তুলে ধরেন চোখের সামনে। তারপর চীৎকার করে ওঠেন)

মহিমা। চিন্ময় !—চিন্ময় !

(সেই মুহূর্তে ছুটে আসে দয়াল)

দয়াল। কোথায় ? কোথায় ডাক্তার ?

(দু'হাতে দু' পাটি মোজা চোখের সামনে দোলাতে
থাকেন মহিমারঞ্জন।)

মহিমা। ওরে, এই যে, এই যে, এই যে।

(মহিমারঞ্জন সংজ্ঞা হারান। দয়াল ও সুব্রত তাড়াতাড়ি ধরে ফ্যালে। পর্দা নেমে আসে।)

(কিছুক্ষণের মধ্যেই আবার পর্দা উঠে যায়। দেখা যায়, খাটের ওপর অর্ধশায়িত অবস্থায় রয়েছেন মহিমারঞ্জন। বুকে জড়িয়ে আছেন চিন্ময়কে।)

মহিমা। তারপর ?

চিন্ময়। ঐ সুব্রতর বাবার দয়াতেই ডাক্তার হতে পেরেছি। তিনিও আজ নেই।

মহিমা। ভগবান তাঁর আত্মাকে শান্তি দিন।—কিন্তু খোকা ?

চিন্ময়। কি বাবা ?

মহিমা। কৈ ?—জনার্দন তো এখনো এলো না ?

চিন্ময়। ব্যস্ত হবেন না বাবা।—দয়ালকাকা নিজে গেছেন তাঁকে আনতে। সব কথা শুনলে তিনি না এসে কিছুতেই থাকতে পারবেন না।

(জনার্দন ও সুনন্দাকে নিয়ে দয়ালের প্রবেশ)

দয়াল। মহিমা,—এই দ্যাখো কাকে এনেছি।

মহিমা। (উঠে বসেন) জনার্দন।—এসেছো ভাই,—এসেছো।

(অভিমানে জনার্দন মুখ ঘুরিয়ে নেন।)

মহিমা। এখনো কি আমার প্রায়শ্চিত্ত শেষ হয়নি ? এখনো কি আমাকে ক্ষমা করতে পারছো না ?

চিন্ময়। বাবা, এত অস্থির হবেন না বাবা।—এখন উত্তেজিত হলে আপনার শরীরের পক্ষে সেটা—

জনার্দন। (তেড়ে আসেন) ~~শরীরের পক্ষে সেটা~~ ক্ষতিকর হবে ?

চিন্ময়। আজ্ঞে হ্যাঁ।

জনার্দন। ছাই হবে।—কিচ্ছু ক্ষতি হবে না।—সাতাশ বছর বাদে একটা মানুষ তার ছেলেকে খুঁজে পেয়েছে,—অথচ সে উত্তেজিত হবে না।—এক লহমায় এত বড় একটা ভোজবাজী হয়ে গেল,—আর তোমার এলোপ্যাথী বলবেন,—কিছুমাত্র উত্তেজিত না হয়ে সবাই চুপ করে ঘুমোও ! -which is absurd,—which is impossible !

মহিমা। জনার্দন, জনার্দন, ভাই—

জনার্দন। মহিমা,—মহিম ! (আলিঙ্গন)

মহিমা। সমস্ত ব্যাপারটা যেন স্বপ্নের মতো মনে হচ্ছে জনার্দন। যা ঘট্‌লো,—কিছুই যেন সত্যি বলে বিশ্বাস করতে পারছি না।

(সঙ্গে সঙ্গে জনার্দন সিধে হয়ে বসেন।)

জনার্দন। A perfect case of ব্রোমাইড অফ্ পটাসিয়াম্।—দয়াল, একটা কাজ করবি please ?—বাড়ী থেকে আমার ওষুধের বাক্সটা—

মহিমা। না না, জনার্দন, ওষুধ আর আমার চাই না। আর ওষুধের কোন দরকার নেই। খোকাকে পেয়েছি,—তোমাকে পেলুম ফিরে—

দয়াল। একজন অ্যালোপাথ, আর একজন হোমোপাত।

জনার্দন। ফাজলামি না কোরে তুমি কি আমার কথায় একটু কর্ণপাত করবে দয়াল ?

দয়াল। (হেসে) না করলে তো করবে মুণ্ডুপাত।—যাচ্ছি।

[দয়ালের প্রস্থান

মহিম। চিন্ময় ?

চিন্ময়। বাবা ?

মহিমা। একটু ধরো,—উঠে দাঁড়াবো।

(চিন্ময়ের কাঁধে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন।)

মহিমা। (সুনন্দার প্রতি দৃষ্টি পড়ে) ও মেয়েটি কে ?

জনার্দন। আমার মেয়ে মহিম ;—সুনন্দা।—প্রণাম কর্, আয়।

(সুনন্দা প্রণাম করলো)

মহিমা। এই প্রথম দেখছি।

জনার্দন। আগে আর দেখবে কোত্থেকে ? ও জন্মাবার আট বছর আগে থেকেই তো দুজনের মুখ দেখাদেখি বন্ধ হয়ে গেছে !

মহিমা। ঠিক মার মুখ পেয়েছে।

জনার্দন। ওর মার মুখ তোমার এখনো মনে আছে মহিম ?

মহিমা। সবই মনে আছে জনার্দন। সেদিনের কোনো কথাই যে ভুলতে পারিনি আজো।

জনার্দন। মহিম, মনে আছে,—তোমাদের ঐ পুকুরের চাতালে আমরা দুজনে পাশাপাশি বোসে কবিতা পড়তুম, আর দয়াল আমাদের জন্ম কাঁচা আম পেড়ে এনে খাওয়াতো ?

মহিম। সব মনে আছে ভাই।—একটু ধরবে জনার্দন ?—আবার ঐ পুকুর ধারে যাবো।—আবার দুজনে বসবো !

জনার্দন। চলো।

[দুজনের কাঁধ ধরাধরি করে প্রস্থান

(চিন্ময় এবার সুনন্দার কাছে আসে।)

চিন্ময়। সুনন্দা, ঘণ্টা ছয়েক আগেও আমি ছিলাম পরিচয়হীন। এখন আমি পেয়েছি আমার মাতৃপরিচয়, আমার বংশপরিচয়,—আমার বাবাকে।—সুনন্দা, এবার আমি অসঙ্কোচে ধরতে পারি তোমার হাত দুটো।

(হস্তধারণ করতে যায়। সেই মুহূর্তে দ্বারপথে একবার সুব্রতর মুখটা দেখা যায়।)

সুব্রত। চিন্ময়,—চিন্ময়,—ও:, ঠিক আছে, ঠিক আছে।

(সুব্রত ছুটে বেরিয়ে যায়। চিন্ময় আবার ধরতে যায় সুনন্দার হাত।)

চিন্ময়। সুনন্দা,—

(সঙ্গে সঙ্গে ওধারের দরজা দিয়ে ঢোকে কেদার।)

কেদার। স্যার,—

(ঢুকেই কেদার ছুটে পালাতে যায়। চিন্ময় ডাকে —)

চিন্ময়। কেদার,—এই কেদার,—শোনো।

(কেদার মুখটা মাটির দিকে রেখে দুহাত কচলাতে কচলাতে এগিয়ে আসে।)

চিন্ময়। বলো, কি বলছিলে ?

(আমতা আমতা করে কেদার।)

কেদার। মানে···নীচে স্যার····ঐ স্যার রুগীরা স্যার····

চিন্ময়। ও: ! যাচ্ছি, যাও।

(ছাড়া পেয়ে পালিয়ে বাঁচে যেন কেদার। চিন্ময় সুনন্দার দিকে চেয়ে মৃদু হেসে চলে যাবার উপক্রম করতেই সুনন্দা ডাকে—)

সুনন্দা। শোনো।

(চিন্ময় ফিরে তাকায়)

সুনন্দা। এটা নিয়ে গেলে না ?

(সুনন্দা স্টেথোস্‌কোপ্‌টা তুলে ধরে। চিন্ময় কাছে এগিয়ে আসতেই সুনন্দা স্টেথোস্‌কোপ্‌টা তার গলায় পরিয়ে দেয় মালার মত কোরে। দুজনে দুজনের মুখের দিকে তাকায়।)

—যবনিকা—